উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৫,৯৯৬.৮৬ (+৫৭.৬৫)

নিফটি : ২২,৯৫৯.৫০ (+৩০.২৫)

বিদেশে আম রপ্তানির লক্ষ্যে বৈঠক

মরশুমের শুরুতেই আম রপ্তানির বিষয়টি নিয়ে তোড়জোড় শুরু করল মালদা জেলা প্রশাসন। এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার কর্তাদের একটি বৈঠক হয়। » ৩

আবাস যোজনায় ঘুষের অভিযোগ

বাংলায় আবাস যোজনায় দরিদ্রদের কাছে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈয়দপুর গ্রামে। » ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

পছন্দের খাবারের সন্ধানে কোহলি » ১২

৫ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 18 February 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 270

উফ! রক্ষা, আরেকটা পরীক্ষা শেষ...

সোমবার ইতিহাস পরীক্ষার পর। মালদায় কৃষ্ণমোহন স্কুলে। - স্বরূপ সাহা

ভারতের অর্থনীতি পঙ্গু করার পাক চক্রান্ত, সতর্ক বিএসএফ

ওপারে জাল নোটের স্তূপ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসে জাল নোট পাচারের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই জাল নোট আসছে পাকিস্তান থেকে। সেখান থেকেই ছোট, ছোট ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত অগাস্ট থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্তে মজুত করা হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার জাল নোট। কমপক্ষে ১৬টি বড় স্ট্যাক ইয়ার্ড বানানো হয়েছে। পরিস্থিতি দেখে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বিএসএফের তরফে।

কাঁটাতার টপকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা যাতে দেশে ঢুকতে না পারে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আধিকারিকদের তরফ থেকে। পাশাপাশি জাল নোটের পাচার রুখতে বিএসএফের গোয়েন্দাদের সাদা পোশাকে মোতায়েন করা হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। দুই দেশের পাচারকারীদের মধ্যে যে সমস্ত নাম বিএসএফের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে ও একাধিক মোবাইল ফোন নম্বর রয়েছে তার উপরেও নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফের গোয়েন্দা দপ্তর। কি কথা হচ্ছে? তাদের লোকেশন কোথায়? সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন বিএসএফের গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা।

গোয়েন্দাদের দাবি

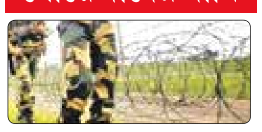

- রাজশাহি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলার বেশ কিছু জায়গায় জাল নোট মজুত রাখা হয়েছে
- যে কোনও সময় সেখান থেকে কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশের দুষ্কৃতী ও জঙ্গিরা
- মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় 'নতুন' বাংলাদেশে ফের পুরোদমে মদত দিচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজশাহি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলার বেশ কিছু জায়গায় জাল নোট মজুত রাখা হয়েছে। যে কোনও সময় সেখান থেকে কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশের দুষ্কৃতী ও জঙ্গিরা। মহম্মদ ইউনূসের জমানায় 'নতুন' বাংলাদেশে ফের পুরোদমে মদত দিচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। পাকিস্তান থেকে আসা পণ্যের 'ফিজিকাল ভেরিফিকেশন' হাসিনার আমলে ছিল বাধ্যতামূলক। সেসব এখন বন্ধ রয়েছে মহম্মদ ইউনূসের নির্দেশে। এই রাজ্যের মালদা সংলগ্ন চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন রাজশাহির বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়েছে সেগুলি। সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম এবং বিমানপথে ঢাকা হয়ে পাকিস্তান থেকে আনা হচ্ছে ভারতীয় জাল নোট। সেগুলি মজুতের জন্য নতুন করে ২০টি ট্রানজিট ক্যাম্প চালু করেছে আইএসআই।

গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারত বিরোধী এই চক্রান্তে পাক গুপ্তচর সংস্থার 'অফিস' ইউনিটের দোসর হয়েছে বাংলাদেশের সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই'এর 'ব্যুরো এক্স'। বিভিন্ন সূত্র থেকে এপারের গোয়েন্দারা জেনেছেন, সীমান্তের ওপারে যে জাল নোট মজুত হয়েছে, সেগুলির সিংহভাগই ২০০ টাকার। রয়েছে ৫০০ টাকার নোটও, যা ছাপা হয়েছে দাউদের ভাই আনিস ইব্রাহিমের 'মেহেরান পেপার মিলে'। পাকিস্তানের সিন্ধে কোটরি এলাকার ওই পেপার মিলটি আইএসআই-এর 'অফিস' ডেস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন পাকিস্তান সিকিওরিটি প্রিন্টিং কন্ট্রোলের অধীন।

এপারের গোয়েন্দাদের দাবি, গত সেপ্টেম্বর থেকে একের পর এক ভারতীয় জাল নোটের কনসাইনমেন্ট পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কনসাইনমেন্টটি এসেছে চট্টগ্রামে। সেটাও গত নভেম্বর মাসে করাচি থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজে চেপে। দুবাই থেকে ঢাকার কিছু উড়ানে পাকিস্তানের 'ডিপ্লোম্যাটিক ট্যাগ' লাগানো ট্রলি ব্যাগ ও স্যুটকেসে ভরে আনা হয়েছে এদেশের জাল নোট।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, হাসিনার সময়ে বারবার অভিযান চালিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল ঢাকার আইএসআই'এর 'ট্রানজিট ক্যাম্পগুলি। যাত্রাবাড়ি, কদমতলি, বাদামতলির ওই ঘাঁটিগুলি ফের সক্রিয়। সেখান থেকেই ট্রাক, লরিতে চাপিয়ে জাল নোট নিয়ে গিয়ে মজুত করা হয়েছে মালদার কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর লাগোয়া নানা স্ট্যাক ইয়ার্ডে।

কথায় কথায়

আমেরিকা ফেরতদের লাইনে মডেল রাজ্যের লোক

আশিস ঘোষ

প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছে বেশ কিছুদিন। আমেরিকা থেকে খেদিয়ে দেওয়া দেশোয়ালিদের ভিড়ে এত গুজরাটি কেন? গোটা দেশের মধ্যে মডেল যে রাজ্য, সেই গুজরাট থেকে এভাবে দলে দলে লোকজন দেশান্তরী হল কেন? দেশান্তরী, আবার চূড়ান্ত বেআইনিভাবে পালিয়ে। যে গুজরাট সুশাসন আর বিকাশের চ্যাম্পিয়ন বলে সরকারি প্রচারে অহরহ তুলে ধরা হয়, বিদেশের কেষ্টবিষ্টুরা এলে তাঁদের একবার করে গুজরাট দর্শন করানো যখন রেওয়াজ, তখন অমৃতসরের প্লেনে এত গুজরাটি কেন? হাতে- পায়ে শেকল পরার লাইনে মডেল রাজ্যের লোক!

সিঙ্গুর থেকে টাটার ন্যানো কারখানা গুজরাটে চলে যাওয়ার পর এমনকি কমরেডরাও কথায় কথায় গুজরাট নিয়ে বুক চাপড়াতেন। তখন থেকেই বলতে গেলে বাঙালির কাছে পশ্চিম উপকূলের রাজ্যটি একটা স্বপ্নরাজ্য। প্রথম দুই দফায় যে বিতাড়িত ভারতীয়রা প্লেন থেকে নেমেছে তাদের মধ্যে গুজরাটি ৫২ জন। আরও আসছে। একটা হিসেব বলছে, ২০২৩ সালে মার্কিন মুলুকে যে ৬৭ হাজার ৩৯১ অবৈধ ভারতীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে ৪১ হাজার ৩৩০ জনই গিয়েছিলেন মোদিজির রাজ্য থেকে। এ জন্য কম ঝুঁকি নিতে হয়নি তাঁদের।

২০২২ সালে জগদীশ প্যাটেল বেআইনিভাবে কানাডা সীমান্ত পেরিয়ে তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলেকে নিয়ে ভয়ংকর তুষার ঝড়ে পড়ে স্রেফ জমে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। এমন জগদীশরা ওদেশে কম নেই। কাজের জন্য, রোজগারের আশায় মডেল রাজ্য ছেড়ে তাঁরা আমেরিকায়। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গান্ধিনগরের কলোলের ব্রিজকুমার যাদব ট্রাম্প ওয়াল নামে পরিচিত মার্কিন-মেক্সিকো সীমানা পাঁচিল পেরোতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। গুরুতর জখম হন স্ত্রী পূজা আর তিন বছরের ছেলে তন্ময়।

এরপর দশের পাতায়

বধূর গোপনাঙ্গে রড, গ্রেপ্তার স্বামী

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রীকে গোপনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা। নগ্ন ছবি মোবাইল ফোনে তুলে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে অস্বাভাবিক মৃত্যু বধূর। আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বাড়ি ডালখোলা থানা এলাকায়। বছর তিনেক আগে তাঁর বিয়ে হয়। সম্প্রতি অভিযুক্ত স্বামী প্রতিবেশী এক তরুণীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। সেই বিষয়টি স্ত্রী জানার পর তাঁর বাবার বাড়ির লোকেদের জানায়। অভিযোগ, তার আগেই স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর দিয়ে গোপনাঙ্গে লোহার শিক ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা করে অভিযুক্ত স্বামী। স্ত্রীকে নগ্ন করে তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয়। মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়।

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কোনওক্রমে পালিয়ে হেমতাবাদে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন ওই মহিলা। পরে ওই ভয়াবহ অপমানের জেরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ায় জমিতে দেওয়ার কীটনাশক খান। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ওই মহিলার। এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালত ক্যাম্পাসে মৃত গৃহবধূর বাবা জানান, চলতি মাসের ১ তারিখে পাঁচজনের বিরুদ্ধে হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি তিনজন পলাতক। বিচারক ধৃতের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।
নীলাদ্রি সরকার, আইনজীবী

অভিযোগ

- স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে গোপনাঙ্গে লোহার শিক ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা করে অভিযুক্ত স্বামী
- স্ত্রীকে নগ্ন করে তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয়
- অপমানের জেরে বাড়িতে কীটনাশক পান করেন ওই গৃহবধূ

ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি তিনজন পলাতক। বিচারক ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। স্ত্রীকে চরিত্রহীন অপবাদ দিয়ে গোপনাঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা করেছিল স্বামী। এখানেই শেষ নয়, নগ্ন করে মোবাইলে ছবি তুলে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এরপর স্ত্রীর চুল কেটে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার চেষ্টা করে। সেখান থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে হেমতাবাদের বাড়িতে এসে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন বধূ।

ওরা কাজ করে

ইটভাটায়। সোমবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

শুভেন্দু সহ ৪ বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবারই রাজ্যপালের ভাষণের ওপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা আক্রমণ চালানোর জন্য পরিকল্পনা সাজিয়েছিল বিজেপিও। কিন্তু সোমবার বিধানসভায় তুমুল হইহট্টগোলের জেরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ ৪ বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী এক মাসের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। ফলে বিধানসভায় এবারের পর্যায়ে আগামী তিনদিন ও বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ অধিবেশনে হাজির হতে পারবেন না শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল সহ ওই চার বিধায়ক। রাজ্যে সরস্বতীপুজোর আয়োজনে বাধা পেতে হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে এদিন বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতির দাবিতে সরব হন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলও। কিন্তু বিধানসভার অধ্যক্ষ মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় তুমুল হট্টগোল শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা।

এরপর দশের পাতায়

মণ্ডল সভাপতি, পদ্মে বিদ্রোহ

নিউজ ব্যুরো

১৭ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির মণ্ডল কমিটির নতুন সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ হতেই বিদ্রোহের আঁচ দলের অন্দরে। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নেতারা ওই ঘটনা স্বাভাবিক আখ্যা দিলেও কর্মীদের মন্তব্য, সভাপতি বাছাই নিয়ে তৃণমূলের মতো বিজেপিতেও আমরা-ওরার ছায়া দেখা গিয়েছে। এনিয়ে প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও, হতাশ বিজেপির তৃণমূল স্তরের কর্মীরা। শুধু তাই নয় প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

তপন ব্লকের ১৭ নম্বর জেলা পরিষদের আসনে মণ্ডল সভাপতি ছিলেন অপূর্ব সরকার। তাঁকে সরিয়ে সভাপতি করা হয়েছে দীপেশ বর্মনকে। একইভাবে ১৯ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের সভপতি ছিলেন গণেশ সরকার। এখানে সভাপতি করা হয়েছে জগদীশ বর্মনকে। আর তা নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, '৪১ নম্বর গঙ্গারামপুর বিধানসভার মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হল। দেখলাম নির্বাচিত বিধায়কদের দলে কোনও মূল্য নেই। আমি দেখলাম করদহ, ভিকাহারে মণ্ডল সভাপতিকে আমি চিনিও না, জানিও না। আমার দল সবই জানে, শুধু বিধায়ক নই, আমি দলের একজন সংগঠক। অত্যন্ত পুরোনো সংগঠকদের নাম দিয়েছিলাম মণ্ডল সভাপতি হিসেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ডিআরও জেলা সভাপতি যে আমাকে গত বিধানসভায় হারানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর কথায় সভাপতি চূড়ান্ত হয়েছে। কারণ, তাঁরা আগামী নির্বাচনে হারানোর চেষ্টা করবে। আমি ভীষণভাবে দুঃখিত। এই সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাচ্ছি। আশা করি দল নির্বাচন জয়ের স্বার্থে বিবেচনা করবে।'

এদিকে ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিধায়কের মন্তব্য, 'আমি খুব দুঃখিত। আমি ভীষণভাবে কষ্ট পেয়েছি। দলের কাছে অনুরোধ করেছি আলোচনার টেবিলে বসে খোলা মন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়।'

নতুন মণ্ডল সভাপতিদের নাম প্রকাশ্যে আসতেই চাপা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে দলের অন্দরে। দলের নীচুতলার নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনে বিজেপি দলের পুরোনো নেতাদের মুল্যায়ন করা হয়নি। যাঁরা দুদিন হল বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের জনসংযোগ নেই, এমন বহু মানুষকে মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতার অভিযোগ, রাজ্যের অন্য জেলার মত মালদাতেও তৃণমূল সহ অন্য *এরপর দশের পাতায়*

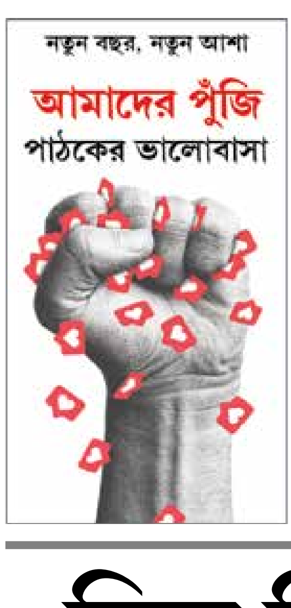

স্ত্রীর বাগানে চুরি করে উপহার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রীর চাষ করা সবজি বাগান থেকে আলু, মুলো চুরি করে ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহে প্রেমিকাকে উপহার। আবার প্রেমিকার সাথে সময় কাটাতে, যাত্রা দেখার নাম করে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতেন স্বামী। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, এমন পরিস্থিতিতে বাড়ির সবজি চুরি বা প্রেম নিয়ে স্বামীকে সন্দেহ হয়নি। অবশেষে ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহে এক বিধবা তরুণীর বাড়িতে লাগাতার ওই ব্যক্তিকে যেতে দেখে, ফাঁদ পাতে গ্রামবাসীরা।

আর সেই ফাঁদেই পা দিয়েই রবিবার রাতে ওই ব্যক্তিকে পরকীয়ার সময় ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। ওই দুজনকে বিয়ে করতে চাপ দেন গ্রামের লোকজন। অবশেষে দুই প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ও পুরুষকে বালুরঘাট থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। স্বামীর এমন প্রেমের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে অবাক চল্লিশোর্ধ মহিলা। রবিবার স্বামীকে থানা থেকে ছাড়াতে অবশ্য তিন মেয়ে, জামাই সহ থানায় এসে দরবার শুরু করেন ওই গৃহবধূ। তাঁর কথায়, 'স্বামী সবজি চুরি করে ওই মহিলাকে উপহার দিত, তা বুঝতে পারিনি। ও যদি ভুল স্বীকার করে ফিরে আসে তাহলে ফিরিয়ে নেব।' কিন্তু তাঁর স্ত্রী ফিরিয়ে নিতে রাজি হলেও ওই প্রেমিক থানায় বসেই সাফ বলেন, 'আমি ওকে ছাড়তে পারব না। প্রয়োজনে দুজনকেই নিয়ে থাকব।'

বালুরঘাটের কামারপাড়া এলাকার ৪৫ বছর বয়সের ওই আদিবাসী ব্যক্তি তার তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। দুর্গাপুজোর পর তিনি স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে বেনারসে দাদন খাটতে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন ফোনে আলাপ হয়েছিল চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামের বাসিন্দা বিধবা তরুণীর সঙ্গে। আর ওই তরুণীর সঙ্গে প্রেম সপ্তাহ পালন করতে সরস্বতীপুজোর আগেই কাজ থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল ওই ব্যক্তি। স্ত্রীর চাষ করা জমি থেকে গত সপ্তাহে নানা সবজি চুরি যেতে শুরু করেছিল।

ওই ব্যক্তির স্ত্রী কিছুতেই ওই চোরের সন্ধান করতে পারছিল না। অবশেষে গতকাল গভীর রাতে ওই প্রেমিকার সাথে ওই ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরা পড়ার পর যেমন গোপন সম্পর্ক প্রকাশ্যে এসেছে, তেমনই সবজি চোরের সন্ধানও পেয়েছে ওই গৃহবধূ। তাঁর স্বামী স্বীকার করেছে যে, হাতে তেমন টাকা না থাকায় প্রেমিকাকে উপহার দিতে স্ত্রীর চাষ করা জমি থেকে আলু, মুলো, ধনেপাতা সহ নানা সবজি চুরি করে নিয়ে যেতেন তিনি।

এদিন প্রেম ও চুরির বিষয় ধরা পড়ার পর থানায় স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে কাচুমাচু হয়ে ওই ব্যক্তি বলেন, হাতে টাকা নেই। ওকে খুব ভালোবাসি, তাই এসব করতে হয়েছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মামলা করতে চায়নি। তারা বলেন, কারও কোনও অভিযোগ নেই। গ্রামবাসীরা মারধর করতে পারে, তাই ওদের উদ্ধার করে আনা হয়েছিল।

ভিড় নিয়ন্ত্রণে এআই প্রযুক্তি স্টেশনে

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসল কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, কুম্ভমেলা চত্বর এবং নয়াদিল্লির দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দেশের ৬০টি ব্যস্ত রেলস্টেশনে স্থায়ী 'হোল্ডিং জোন' তৈরি করা। জরুরি পরিস্থিতিতে এই জোনে ভিড়ের একাংশকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়া আগামী দিনে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামাল দিতে বিশেষ অভিযান চালাবে ভারতীয় রেল। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্য নেওয়া হবে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে কেন্দ্র।

সোমবার থেকেই প্রয়াগরাজগামী ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ১১ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে কলকাতার শিয়ালদা ডিভিশনে। ডিআরএমের তরফে প্রকাশিত ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্রয়াগরাজগামী ট্রেনগুলির জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম থাকছে। মাইকে ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম ঘোষণা হয়ে গেলে তা কোনওভাবে বদল করা হবে না। ডিসপ্লে বোর্ড এবং রেলের এনকোয়ারি ব্যবস্থায় যাতে ট্রেনের সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় রেলপুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নজরদারির জন্য থাকছে

নয়াদিল্লি থেকে শিক্ষা, সতর্ক শিয়ালদা

সিসিটিভি ক্যামেরা। যাত্রীদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসক, প্যারামেডিক ও অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা রয়েছে স্টেশনে। বয়স্ক ও অসুস্থদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ি, হুইলচেয়ার এমনকি স্ট্রেচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া স্টেশন চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখতেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলিতে ভিড়ের চাপ বাড়লে যাত্রীদের হোল্ডিং জোনের দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও ট্রেন আসতে বা ছাড়তে দেরি করলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে যাত্রীদের সতর্ক করার ব্যবস্থাও থাকবে। প্রয়াগরাজের সঙ্গে যুক্ত ৩৫টি রেলস্টেশনের ওপর নজর রাখতে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ওয়ার রুম তৈরি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর শুধু নয়াদিল্লি স্টেশনেই ২০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন ৪টি রাজ্যে মোট ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে মহাকুম্ভগামী ভিড়ের চাপ অত্যধিক। ভক্তদের ৯০ শতাংশই ওই এলাকার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করছেন। সেদিকে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করেছে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির প্রশাসন।

মহাকুম্ভের সময় ত্রিবেণি সংগমে ডুব দিতে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাবেশ হচ্ছে। শাহিস্নানের দিনগুলিতে সংখ্যাটা কয়েক কোটিতে পৌঁছে যাচ্ছে। *এরপর দশের পাতায়*

সুমিতকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত বালুরঘাটবাসী। সোমবার। - মাজিদুর সরদার

রনজিতে সফল সুমিতকে নিয়ে উদ্বেল বালুরঘাট

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রনজিতে অভিষেক ম্যাচে সাত উইকেট নেওয়া সুমিত বালুরঘাটে ফিরলেন। সোমবার সুমিতকে মালা পরিয়ে কেক কাটিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে শহরবাসী।

ব্যান্ড বাজিয়ে হুডখোলা গাড়িতে তাকে নিয়ে শহর পরিক্রমা করা হয়েছে। এদিন সকালে বালুরঘাট রেলস্টেশনে নামতেই তাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় করেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। গত ৩০ জানুয়ারি রনজি ট্রফিতে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে সুমিত দুটি ইনিংস মিলিয়ে সাতটি উইকেট নেন। পাওয়ার হাউস এলাকায় বাড়ির সামনে বাংলা রনজি দলের পেসার সুমিত মহন্তকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করেন তার বাবা- মা। স্কুল মাঠ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও স্থানীয় বাসিন্দারা একজোট হয়ে তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। রবিবার রাতেই বালুরঘাটের গর্ব সুমিত মহন্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের তরফেও তাকে সংবর্ধিত করা হয়।

সুমিত পরে বলেন, 'প্রথম থেকেই বালুরঘাট তথা জেলাবাসীর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি। যার ফলে প্রথম ম্যাচে অনেকটাই উৎসাহ পেয়েছি। আগামীতে একজন পেস বোলার হিসেবে রনজির পাশাপাশি আইপিএল সহ বিভিন্ন খেলার লক্ষ্য রয়েছে।'

পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরের গর্ব সুমিত। জেলা থেকে এই প্রথমবার কোনও ক্রিকেটার রনজি খেলেছেন। তাকে শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি।'

ফুড ফেস্টিভালে মালদার ৭

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কলকাতায় 'হর্টি ফুড ফেস্টিভালে' এবার নজর কাড়বে নবাবগঞ্জের বেগুন, মাখনা, সংরক্ষিত লিচু, আমজাত দ্রব্য, ঔষধি ভেষজ। আগামী ২০ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের উদ্যোগে কলকাতায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হর্টি ফুড ফেস্টিভাল ২০২৫। মালদার সাতজন চাষি ও শিল্পদ্যোগী এই মেলায় যোগদান করবেন।

জেলার আম ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, 'এবার উদ্যানপালন দপ্তরের তাক লাগানো অনেক খাদ্যসামগ্রী এই মেলায় প্রদর্শনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

আম ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সভাপতি তথা শিল্প উদ্যোগী উজ্জ্বল সাহার আরও বক্তব্য, 'হর্টি ফুড ফেস্টিভালে জেলার কৃষিজ খাদ্যপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসার বাড়বে। উন্নতমানের বাজার তৈরি হলে জেলার শিল্প উদ্যোগী এবং চাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।' একই বক্তব্য উদ্যানপালন দপ্তরের উপঅধিকর্তা সামন্ত লাইকের।

মাদক মামলায় গ্রেপ্তার

বৈষ্ণবনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মাদক মামলায় যুক্ত থাকা একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম নয়ন শেখ ওরফে ফিরোজ শেখ। বাড়ি কালিয়াচক থানার শাহবাজপুরের বামনটোলা এলাকায়।

পুলিশসূত্রের খবর, '২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর ৬ কেজি ৬৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তে নেমে সেই ঘটনায় যুক্ত থাকায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।'

উচ্চমাধ্যমিকে মেটাল ডিটেক্টর

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস রুখতে পরীক্ষা কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টরের বন্দোবস্ত করতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সেই সঙ্গে সর্বত্র কড়া নজরদারি থাকবে বলে জানান উত্তর দিনাজপুর পরীক্ষার যুগ্ম কনভেনর সুব্রত সাহা।

বধূ নির্যাতনে ধৃত

বৈষ্ণবনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বধূ নির্যাতন মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মিঠুন মণ্ডল ও কৃষ্ণ মণ্ডল। তাদের সোমবার লক্ষ্মীপুর এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ওই বধূর স্বামী সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা পলাতক।

তৃণমূল নেতার মুখে ফের 'খেলা হবে' হুংকার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গত সপ্তাহে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করতে এসে থানার আইসিকে পাশে বসিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রেফারিহীন ভোটের ময়দানে বিরোধীদের পা ভেঙে দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের সভাপতি জিয়াউর রহমান। আর আজ সেই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলাতেও এসে কার্যত নিজের বক্তব্যকে পুনরায় সমর্থন করার পাশাপাশি মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রী সহ একাধিক জনপ্রতিনিধির সামনে আবার সেই বিতর্ক উসকে দিলেন।

তারপরেই প্রশ্ন উঠেছে ভোটের জন্য তবে কি রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল। তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধীরা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর -১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে একটি ভিঙ্গল ফ্রেন্ডস কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (এ) ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, 'ফুটবলে যেভাবে গোল বাঁচানোর জন্য আক্রমণ করা হয়, সেইভাবে বিরোধীদের আক্রমণ করা হোক। ফুটবলে রেফারি থাকে, লাল কার্ডের ভয় থাকে। ভোটের সময় কোনও রেফারি থাকবে না।' আর সেই সময় মঞ্চে বসেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার। তার এই মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।

এদিন আবার পাশে উপস্থিত থাকলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন। আর তাঁর বক্তব্যকে সিলমোহর দিলেন মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন এবং জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল টাটা। তাঁদের দাবি, উনি যেটা বলেছেন ঠিক বলেছেন। খেলা হবে বলেই একুশে তৃণমূল জিতেছিল। ভোটে বিভিন্ন ধরনের খেলা হয়। সেটা তিনি বলেছেন।' এ দিনও জিয়াউর রহমান হুংকার দেন, 'খেলা হবে।'

এ প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের কটাক্ষ, 'পুলিশ সুপার যদি তৃণমূলের জেলা সভাপতির মতো কাজ না করেন, আইসি যদি ব্লক সভাপতির মতো কাজ না করেন, তবে ভোটের সময় খেলা দেখিয়ে দেবে মানুষ।'

বক্তব্য

ফুটবলে যেভাবে গোল বাঁচানো হয়, সেইভাবে বিরোধীদের আক্রমণ করা হোক। ফুটবলে রেফারি থাকে, লাল কার্ডের ভয় থাকে। ভোটের সময় কোনও রেফারি থাকবে না।

জিয়াউর রহমান
ব্লক তৃণমূল সভাপতি

পালটা বক্তব্য

পুলিশ সুপার যদি তৃণমূলের জেলা সভাপতির মতো কাজ না করেন, আইসি যদি ব্লক সভাপতির মতো কাজ না করেন, তবে ভোটের সময় খেলা দেখিয়ে দেবে মানুষ।

জামিল ফিরদৌস
রাজ্য কমিটির সদস্য, সিপিএম

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় হাটের পাশে 4 কাঠা ফাঁকা জমি বিক্রয় হবে। M : 7908604517. (C/114792)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242. (C/114861)

অ্যাফিডেভিট

30/1/2025 তারিখ তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে 182 নং অ্যাফিডেভিট করে জানাচ্ছি আমি ননীবালা রায় স্বামী ভবেন রায় বা ননীবালা দাসী স্বামী ভবেন্দ্র দাস বা ননীবালা দাস স্বামী ভবেন্দ্রনাথ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

●

আমার আধার কার্ড নং 9737 5124 3575 (ভারত সরকারের অধীনে) নাম ভুল থাকায় গত 17-02-25, সদর কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nirendranath Ray এবং Niren Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হরদেব ছেদারঝাড়, হাতিরাম শালবাড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/114614)

●

আমার D.L Vide No.- ASIb20130018711, আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-09-2024 কোচবিহার সদর E.M কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Das এবং Sanjal Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার প্রকৃত নাম Sanjoy Das. ইছামারি, হাতিডুবা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

(C/114615)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 78639 77242. (C/114860)

●

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফিক্সড বেতন - ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph : 8250106017. (C/114859)

●

Recruitment going on for teacher in Clean Heart English Medium School (Village+Post- Sriram Para (Berubari More) Jalpaiguri. Teacher required for all subjects. Salary will be negotiable. Qualification- Graduation+B.Ed, D.El.Ed. Interview Date - 22.02.2025. Reporting Time- 9:30 A.M. M : 8016611953/8670530910. (C/114730)

স্মরণে

মীরা চক্রবর্তী (১৮/০২/২০) মা, আজকের এই দিনটিতে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো। তোমার আশীর্বাদ আমার পাথেয় - গোপাল। (C/114729)

অ্যাফিডেভিট

আমি মাসুম করিম, ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB 63 20210001906) পিতার নাম Ajaffar Sekh থাকায় দিনহাটা নোটারিতে 13.2.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Azaffar Sekh হইল। সাং- খারিজা কালাইঘাটি। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

e-Tender Notice

Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT no WB/025/ BDOKNT/24-25 Work Sl No. 01, Dated :- 15-02-2025.** Last date of submission of bid through online 03-03-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit **https:// wbtenders.gov.in.** from 15-02-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

Tender Notice

The undersigned invites Tender vide NIT No-579/KMD; Dated-17/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement.
Date of Purchasing of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 25.02.2025.
Date of submission of Tender papers: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 27.02.2025.
Tender Box opening date: On 28.02.2025 at 1.00 PM or any other day as specified by the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity
D/Dinajpur

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল কার্যালয় -২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি, ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩), ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪, ইমেল :-z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট – IV-A (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের তুলসীহাটা শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে' 'যেখানে যা কিছু আছে' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ৫,৮৪,৭৮,৪৯২ (টাকা : পাঁচ কোটি চুরাশি লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশো বিরানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্ব পরিচিত এলাহাবাদ ব্যাংক) তুলসীহাটা শাখার অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে -
১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),
পরিচালক : সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণ দেবী আগরওয়াল এবং শীতল মোদি,
নিবন্ধিত - কার্যালয় ঠিকানা : গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট : কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১২৫
নির্মাণ ভূমির ঠিকানা - গ্রাম - কাঙ্করিয়া, পোস্ট : তুলসীহাটা, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১৪০
২. সঙ্গীতা আগরওয়াল সুনীল কুমার আগরওয়াল (পরিচালক, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)-এর স্ত্রী ১০৭-মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭২৭৮২৭৬৬২৭
৩. শীতল মোদি অজয় মোদি (পরিচালক, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)-এর স্ত্রী, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৯৭৩৩২৫৮৭২৮
৪. কিরণ দেবী আগরওয়াল নীলাম্বর আগরওয়ালের (পরিচালক, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) স্ত্রী, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৯৭৩৩৪৮২৬১৯
৫. শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল নীলাম্বর আগরওয়ালের (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
৬. রবি প্রকাশ আগরওয়াল নীলাম্বর আগরওয়াল (জামিনদাতার)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
৭. নীলাম্বর আগরওয়াল রামস্বরূপ আগরওয়াল (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
৮. বিজয় কুমার মোদি বৈজনাথ মোদির (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৯১২৬৫৫৬৬০৫।
৯. অজয় মোদি বৈজনাথ মোদির (জামিনদাতা) পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৮৯৪৪০৩৭২৫১।
১০. বৈজনাথ মোদি বিশ্বনাথ মোদি (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
১১. সুশীল কুমার আগরওয়াল মদন আগরওয়াল (জামিনদাতা)-এর পুত্র, ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (প: ব:), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭১৮০৫৭৬৯৮৩।
১২. অমিত কুমার আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়াল (বন্ধকদাতা)-এর পুত্র, মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক - পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং - ১বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা - ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি (প: ব:), পিন - ৭৩৪০০১।
১৩. মীরা দেবী আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়াল (বন্ধকদাতা)-এর স্ত্রী, মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক - পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং - ১বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা - ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি (প: ব:), পিন - ৭৩৪০০১- ১২.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত ব্যক্তিবৃন্দের কাছে পাওনা রয়েছে।
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ যা ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রির জন্য আনীত হয়েছে নিম্নে গণনা করা হল

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সম্পত্তি-I	সম্পত্তি - II	সম্পত্তি - III
	১১১ ডেসিমেল জমির একটি প্লট যা ইকুইটেবল মর্টগেজ দ্রষ্টব্য দলিল নং I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ সকলেই তাং ০৩.১২.২০১২ এখন সেটি রাইস মিলের অন্তর্গত তৎসহ বিল্ডিং / কাঠামো যা মৌজা কাঙ্করিয়ায় অবস্থিত জেএল নং ১৪, থানা হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (পব) যেটা এলআর খতিয়ান নং ১২৭০, ১২৭১ ও ১২৭২ -এর আওতাধীন, এলআর প্লট নং ৬৯৪/১১৫৭ কিরণ দেবী আগরওয়ালা, সঙ্গীতা আগরওয়ালা এবং শীতল মোদির নামে রয়েছে, যারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ : উত্তর - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দক্ষিণ - চারু চন্দ্র বসাক (দারু বসাক) পূর্ব - পিডব্লিউডি রোড পশ্চিম - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	২৭ ডেসিমেল জমির একটি ইকুইটেবল মর্টগেজ যা অধিগৃহীত হয়েছিল দ্রষ্টব্য দলিল নং I-৭৮৫১ তাং ০৩.১২.২০১২ রাইস মিল জোনের অন্তর্ভুক্ত তৎসহ বিল্ডিং / কাঠামো মৌজা - কাঙ্করিয়ায় অবস্থিত জেএল নং ১৪, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প.ব.) এলআর খতিয়ান নং ১২৭০, ১২৭১, ১২৭২-এর অন্তর্ভুক্ত এলআর প্লট নং ৬৯৪/১১৫৭ কিরণ দেবী আগরওয়ালা, সঙ্গীতা আগরওয়ালা ও শীতল মোদির নামে আছে। যারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ : উত্তর - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দক্ষিণ - চারু চন্দ্র বসাক (দারু বসাক) পূর্ব - পিডব্লিউডি রোড পশ্চিম - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	একটি ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ যার ফ্ল্যাট নং-১বি, ১৫৩৮ বর্গফুট পরিমাপের, ২য় তলা, 'মেইফেয়ার অ্যাপার্টমেন্ট', গার্ডেন্স ব্লক পাম ভিউ অধিগৃহীত হয়েছে দ্রষ্টব্য দলিল নং I-৬০০, তাং ০৫.০২.২০০৯ জমির একটি প্লট সমানুপাতিক শেয়ার অন্তর্ভুক্ত জেএল নং ২ যারা আওতাধীন, শিট নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬ ও ৩১৭, এলআর প্লট নং ৬০, মৌজা ডাবগ্রামে অবস্থিত, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা - ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি, অমিত কুমার আগরওয়ালা এবং মীরা দেবী আগরওয়ালার নামে আছে, জমিটি যারা সীমাবদ্ধ ও আবদ্ধ : উত্তর - সড়ক দক্ষিণ - প্লট নং ১৮৩ (আংশিক) এবং ২০০ (অংশ) ও এসএমসি রোড পূর্ব - এসএমসি রোড ও আনন্দী দেবী গোয়েলের জমি পশ্চিম - এসএমসি রোড ও পশুপতি শাস-এর জমি
সম্পত্তির উপর যদি কোনও ঝামেলা থাকে	জানা নেই	জানা নেই	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টা : ৩,১০,২৫,০০০/- (তিন কোটি দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	টা: ৫৯,৬০,০০০/- (উনষাট লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)	টা: ৬৩,৩৪,০০০/- (তেষট্টি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থ রাশি	টা : ৩১,০২,৫০০/- (একত্রিশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)	টা: ৫,৯৬,০০০/- (পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)	টা: ৬,৩৩,৪০০/- (ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা : ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	টা: ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)	টা: ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ ও সময় https://baanknet.com	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা
প্রপার্টি আইডি নম্বর	IDIB50187424242	IDIB50250798544	IDIB30064423600

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd.-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনলাইন দরদানে অংশগ্রহণ করার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ নং-এ রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন Support, baanknet@psballiance.com-এতে।
সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবির জন্য এবং ই-অকশন নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টিকরণের জন্য যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd., দূরভাষ নং - ৮২৯১২২০২২০.
তারিখ : ১৬/০২/২০২৫
স্থান : মালদা
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও	ডকুমেন্ট (সেল নোটিশ ইমেজ)

যোগাযোগের ব্যক্তি :
১. (পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং - ৮৫২৭৭১৭৭৯৯)
২. (মনীশ কুমার, শাখা প্রবন্ধক, মোবাইল নং - ৮৭৫৯৯২৩২৪৮)

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শীলামপুর শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৬৯,৪২,৪৯৯ (টাঃ উনসত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চার শত নিরানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শীলামপুর শাখার কাছে ১। মোসাঃ সারিফা বিবি মহোঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)-এর স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ২। হাজি মহোঃ আব্দুস শাহিদ (জামিনদাতা)। ৩। মোসাঃ তাউকিরা খাতুন, মহো মইনুল হকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ৪। মহোঃ একলাসুর রহমান, মহোঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র। ৫। মহোঃ মোজাহেরুল হক, মহো মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র - সকলে গ্রাম- খিখিরবোনা, পোস্ট- উত্তর দরিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদায় বসবাসরত। ১২.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত এই ব্যক্তিবৃন্দের কাছে পাওনা রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মহোঃ মইনুল হকের স্বত্বাধিকরণে, এলাকার পরিমাপ ৫.৫০ ডেসিমেলের একটু কম বা বেশি আরএস দাগ নং- ৪৭৩, এলআর দাগ নং- ৫০৪, আরএস খতিয়ান নং- ১১৯, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৯৯, জে.এল. নং- ১৩৫, মৌজা- জগদীশপুর প্রাপ্ত দ্রষ্টব্য হেবানামা দলিল নং I ৮৭৭৫ , ১৭.১০.২০০৭ তারিখের হিসেবে অন্তর্গত। সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর - আব্দুস শাহিদের জমি। দক্ষিণ- গিয়াসুদ্দিন এবং রিবাউলের বাড়ি। পূর্ব- আব্দুস শাহিদের জমি। পশ্চিম- আব্দুল মালেকের জমি।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১৮,৬০,০০০.০০ (টাকা আঠারো লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১,৮৬,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তিটির আইডি নং	আইডিআইবি ২২২৪১৫২৪৮৪৫

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বর্ণনা, সম্পত্তিটির ছবি এবং ই-অকশনের শর্তাবলির জন্য দয়া করে পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
ঈশ্বর প্রসাদ শাও, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৪৭৪৯১৪৪৫৬

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমাজ বদলাবেই
আপনি হবেন মশাল-বাহক?
চলে আসুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য যোগ্য এবং আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত স্নাতক। সব পদেরই কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

সাব-এডিটর: সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন। তাদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে সবার ক্ষেত্রেই রাজ্য সহ দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

রিপোর্টার: এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

ভিডিও-এডিটর পোর্টাল: আবেদনকারীকে অ্যাডোব প্রিমিয়ার, ফোটোশপ ও গ্রাফিকসের কাজ জানতে হবে। অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

সাব-এডিটর পোর্টাল: পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মালদার আমের গুণগতমান বাড়াতে পদক্ষেপ

বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে বৈঠক

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গত বছর ইউরোপ ও আরবের কয়েকটি দেশে মালদার আম রপ্তানি হবে বলে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু ফলনে ঘাটতি, গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় শেষ মুহূর্তে সেই চুক্তি বাতিল হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার মরশুমের শুরুতেই আম রপ্তানির বিষয়টি নিয়ে তোড়জোড় শুরু করল মালদা জেলা প্রশাসন। এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র (অ্যাপেডা) কর্তাদের একটি বৈঠক হল সোমবার। সবেমাত্র বাগানে মুকুল ফুটছে, এখন থেকেই আমের গুণগতমান সঠিক রাখতে পরিকল্পনা শুরু করেছে জেলা উদ্যান পালন দপ্তর। সোমবারের বৈঠকে আমের গুণগতমান ভালো করা সহ বিদেশে আম পাঠানোর প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্ত বিষয়গুলি যেন মালদায় করা সম্ভব হয়, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মালদায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি আমের প্যাক হাউস রয়েছে। সেটিরও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিনের বৈঠকে জেলা প্রশাসন, জেলা উদ্যান পালন দপ্তর ও অ্যাপেডার কর্তাদের মধ্যে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী মার্চ মাস থেকে জেলার আমচাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কীভাবে আমের পরিচর্যা করলে সেই আম বিদেশে পাঠানো সম্ভব হবে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে শিবিরের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করা হবে।

মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্টের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'এবছর বিদেশে আম পাঠাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ এখন থেকে শুরু করছে জেলা প্রশাসন। এতে করে অনেকটাই সুবিধা হবে জেলার আম ব্যবসায়ীদের।' একই বক্তব্য মালদা জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েকের।

মালদা জেলা উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মরশুমে মালদা জেলায় ৩১ হাজার ৮১২ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে। আবহাওয়া আম চাষের পক্ষে অনুকূল থাকায় বাগানে প্রায় ৬০ শতাংশ গাছে মুকুল ফুটতে শুরু করেছে। এইরকম আবহাওয়া থাকলে আগামীতে বাকি গাছেও ব্যাপকভাবে মুকুল ফুটবে। গত বছর মালদা জেলায় আমের উৎপাদন হয়েছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন। স্বাভাবিকের থেকে ফলন অনেক কম হয়েছিল। তবে এই বছর আবহাওয়া ভালো থাকায় উদ্যান পালন দপ্তরের কর্তারা আশাবাদী জেলায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আমের উৎপাদন হতে পারে। তবে সমস্তটাই নির্ভর করছে জেলার আবহাওয়ার উপর।'

অ্যাপেডার রিজিওনাল ম্যানেজার সীতাকান্ত মণ্ডল বলেন, 'গত বছর মালদায় আমের ফলন কম হয়েছিল। এই বছর আবহাওয়া ভালো রয়েছে। আমের ফলন বেশি হবে আশা করা যাচ্ছে। এখন থেকেই বিদেশে আম রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা উদ্যোগ নেওয়া শুরু করছি।'

কৃষকদের ভালো মানের আম উৎপাদনের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, বিশ্বের একাধিক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়েছে।

সন্তানকে নিয়ে ধানখেতে ব্যস্ত। সোমবার বালুরঘাটের কালীনগরে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

শ্বাসরোধ করে বধূকে খুনের অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই ইতি ঘটল আরও একটি ভালোবেসে বিয়ের। স্বামী সহ পরিবারের বিরুদ্ধে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল। মৃতার নাম পূজা মণ্ডল (২৫)। খুনের ঘটনাটি ঘটেছে ভালুকা পঞ্চায়েতের খিদিপুরে। তরুণীর পরিবারের অভিযোগে পুলিশ তাঁর স্বামী মুকেশ মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

পূজার বাড়ি ভালুকা বালুপুকুরে। মুকেশের সঙ্গে তাঁর ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কয়েক বছর আগে মুকেশের সঙ্গে পালিয়ে সে বিয়ে করে। দম্পতির শিশুসন্তানও আছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ি থেকে পূজাকে টাকা এবং মোটর সাইকেলের জন্য চাপ দেওয়া হত। সঙ্গে চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। সহ্য করতে না পেরে মাস কয়েক আগে পূজা বাপের বাড়ি চলে আসে। মুকেশ সেখানে গিয়ে বৌয়ের কাছে হাত-পা ধরে ক্ষমা চেয়ে আবার তাকে নিজের বাড়ি ফিরিয়ে আনে।

> বিয়ের পর থেকে মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিত। না পেয়ে আমার মেয়েকে ওরা মেরেই ফেলল। মেয়েকে ফিরে পাব না। তবে ওই ছেলের শাস্তি চাই।
>
> **যশোদা মণ্ডল,** মা

মৃতার বাড়ির অভিযোগ, রবিবার রাতে গ্রামে বসেছিল কীর্তনের আসর। বাড়ির লোক কীর্তন শুনতে সেখানে যায়। সেই সুযোগে মদ খেয়ে এসে মুকেশ পূজাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। সকালে এলাকার বাসিন্দারা পূজার বাড়িতে খবর দেন। ভালুকা ফাঁড়ি থেকে পুলিশ সেখানে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে।

মা যশোদা মণ্ডল বলেন, 'বিয়ের পর থেকে মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিত। না পেয়ে আমার মেয়েকে ওরা মেরেই ফেলল। মেয়েকে ফিরে পাব না। তবে ওই ছেলের শাস্তি চাই।'

পূজার দাদা শ্যাম মণ্ডল বলেন, 'আমার বোনের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা করে পালিয়ে গিয়ে ও বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় পণের দাবিতে লাগাতার মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার। গতকাল আমরা খবর পাই, বোনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের দাবি ওর স্বামীই ওকে মেরেছে।'

এ প্রসঙ্গে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, পূজার স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারের নালিশ পুলিশকে

কুমারগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পণের দাবিতে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের শিকার এক গৃহবধূ। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলার পর সম্প্রতি বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টাও করা হয় তাঁকে। প্রথমে তিনি অত্যাচারের ঘটনাটি কাউকে না জানালেও পরে প্রাণ বাঁচাতে বাবাকে সব খুলে বলার পর পরিবারের পরামর্শে রবিবার সন্ধেতে কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে কুমারগঞ্জের এক তরুণীর সঙ্গে গঙ্গারামপুরের এক তরুণের সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি মিলে পণের দাবিতে ওই বধূর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন। শ্বশুরবাড়ির দাবির মুখে পড়ে তিনি বাবার বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার টাকাও এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন ধরে নতুন করে পণের দাবি অগ্রাহ্য করায় তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। অভিযোগ, সম্প্রতি রাতে ঘুমানোর সময় তাঁকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কোনওভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়ে তিনি সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়ি ফিরে আসেন।

অঙ্ক পরীক্ষা দেওয়া হল না অভিযুক্তের

ধর্ষিতাকে বিয়েতে নারাজ, গ্রেপ্তার তরুণ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানতে পারার পরেই সালিশি সভা বসে গ্রামে। সেই সালিশিতে দু'জনের বিয়ের নিদান দেওয়া হয়। কিন্তু ছেলেটির বাবা রাজি না হওয়ায় মেয়ের মা মাতব্বরদের পরামর্শে থানায় অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে। ফলে সোমবার ওই পরীক্ষার্থীর অঙ্ক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

ধৃত পরীক্ষার্থীর বয়স ১৮ বছর। রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে তার বাড়ি। মাস চারেক আগে মাসির মাধ্যমে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে ওই তরুণের সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু'জনের মধ্যে ফোনে কথাবার্তাও হত। সম্প্রতি মাসির বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে ছাত্রীটিকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ওই পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় গ্রামে সালিশি সভা বসে। সেখানে নবম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে ওই পরীক্ষার্থীর বিয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দেশ না মানায় নাবালিকার মা ভাটোল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সোমবার ছিল মাদ্রাসা বোর্ডের অঙ্ক পরীক্ষা। সেইমতো ছাত্রটি বাড়িতে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতের বাবার বক্তব্য, 'আমার ছেলে মাদ্রাসা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তিনটে পরীক্ষা দিয়েছে। আজ তার অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। কিন্তু গ্রেপ্তারের জন্য পরীক্ষা দিতে পারল না।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'ওই নাবালিকার সঙ্গে আমার ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি সালিশি সভা হয়েছে। সেখানে আমার ছেলেকে ওই নাবালিকাকে বিয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নাবালিকা হওয়ার কারণে আমরা সময় চেয়েছিলাম। তার আগেই আমাদেরকে না জানিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। মাতব্বরদের ফতোয়া জারি করায় এই মামলা রুজু করেছে পরিবারের সদস্যরা।' রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বেশ্বর রায় সরকার বলেন, 'ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' রায়গঞ্জ জেলা আদালতের পকসো কোর্টের সরকারি আইনজীবী সুজিত সরকার বলেন, 'এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগের ভিত্তিতে ছাত্রটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

পাচারের আগে উদ্ধার কাফ সিরাপ

হবিবপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পাচারের আগেই বিএসএফের তৎপরতায় উদ্ধার হল প্রচুর পরিমাণে কাফ সিরাপ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামের সড়ক থেকে একটি চার চাকার গাড়ি আটক করে বিএসএফ। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েই উদ্ধার হয় কাফ সিরাপগুলি।

উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপগুলির পরিমাণ আটশো বোতল বলে জানা গিয়েছে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রাম শ্রীরামপুর এলাকায়। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই এই কাফ সিরাপগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে বিএসএফের ধারণা। তবে গাড়িতে চালক ছাড়া কেউ ছিল না বলে জানা গিয়েছে। বিএসএফ গাড়ি সহ কাফ সিরাপগুলি আটকের পাশাপাশি একটি মোবাইল ফোন সহ আটক করেছে গাড়ির চালককেও।

শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাণ্ডব সিং জানান, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি গ্রাম শ্রীরামপুর। রবিবার রাতে হঠাৎই একটি চার চাকার গাড়ি আটক করে বিএসএফ। তল্লাশি চালিয়ে বিএসএফ গাড়ি থেকে উদ্ধার করে প্রচুর কাফ সিরাপের বোতল। এরপরই গাড়ি ও গাড়ির চালক'কে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায় বিএসএফ।বিএসএফ সোমবার আটক হওয়া গাড়ি ও ফেনসিডিল সহ চালককে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে।'

বাস পার্কিং নিয়ে সমস্যা

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নাইট সার্ভিস বাস রাখার জায়গা নেই। সেখানে রয়েছে অন্য বাস। নাইট সার্ভিস বাস পার্কিং করতে না পাড়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চালকেরা। সোমবার বালুরঘাট পাবলিক বাসস্ট্যান্ডের দু'দিকের গেট বন্ধ করে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বাসকর্মী ইউনিয়নের সদস্য ও পুলিশ প্রশাসন। পরে দুই পক্ষের আলোচনায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে এমন ঘটনায় কিছুটা হলেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকেও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বালুরঘাট পাবলিক বাসস্ট্যান্ড থেকে বেসরকারি সব ধরনের যাত্রীবাহী বাস, ট্রেকার চলাচল করে। আবার রাতে সেখান থেকে কলকাতা বা শিলিগুড়ির যাওয়ার রাতের বাস ছাড়ে। ভোর বা সকালে বাসগুলি বালুরঘাট পাবলিক বাসস্ট্যান্ডে এসে ঢোকে। ওই সব বাসকর্মীদের অভিযোগ, তারা শুধুমাত্র বাস ছাড়ার সময় ও ঢোকার সময়টুকু সেখানে থাকেন। সকালে বা রাতে অনেক সময় পার্কিং করা যায় না। কারণ, ওই সময় সেখানে অন্য বাস রাখা হয়। নাইট সার্ভিস বাসকর্মীদের সাফ দাবি, তাদের জন্য বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা না হলে আগামীদিনে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন।

অভিযোগ সম্পর্কে বালুরঘাট বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানস চৌধুরী বলেন, 'যেখানে সকালে নাইট সার্ভিস বাস দাঁড়ায়, সেই জায়গায় অন্য বাস আজকে সকালে ছিল। গতকাল বেশ কয়েকটি বাস বিয়েবাড়ির জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। অনেক রাত হওয়ায় বাসগুলি ওখানে পার্কিং করা হয়েছিল। এ নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়। বিষয়টি শুনে বাসগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্যা মিটে গিয়েছে।

আইএনটিটিইউসি বাসস্ট্যান্ডের সম্পাদক সনজিৎ মহন্ত বলেন, 'রাতে যেসব নাইট সার্ভিস বাস আসে, তারা সকালে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং রো ফাঁকা পাননি। তাই তারা রাস্তা বন্ধ করেছিলেন। আমি বাস মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। নাইট সার্ভিস বাসের জন্য তিনটি পার্কিং রো ফাঁকা রাখার কথা বলা হয়েছে।

বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি মহেশ পারখ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। এমন কোনও সমস্যা হলে পুরসভা সমাধানের সবরকম চেষ্টা করবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রকৃতির মাঝে।। ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে ছবিটি তুলেছেন শুভ্রজিৎ বসুনিয়া।

সোলার পাম্প বিকলে জলসংকট

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তীব্র গরমের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী অঞ্চলের গোয়ালদাহ গ্রামের সোলার পাম্পটি। যার ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে রয়েছে গ্রামবাসীরা। অধিকাংশ দিনমজুর মানুষের বাস এই গ্রামে। প্রতিটি বাড়িতে নেই ডিপ টিউবওয়েল। ফলে তাদের নির্ভর করতে হয় সরকারি ডিপ টিউবওয়েল এবং সোলার পাম্পের উপর। গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ওই এলাকায় একটি সোলার পাম্প বসানো হয়।কিন্তু কয়েক মাস হল সেটি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। পানীয় জলের জোগান করতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , বছর দুয়েক আগে গোয়ালদাহ গ্রামে বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয়ে এই সোলার পাম্প বসানো হয়েছিল। কিছুদিন সেই পাম্প ঠিকঠাকভাবে চলার পর বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে।ফলে বাড়ির জল পান করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দা রনেন রায় জানান

,নিম্নমানের জিনিসপত্র দিয়ে সোলার পাম্পটি বসানোতে আমাদের দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।প্রথম থেকেই পাম্প নিয়ে সমস্যা। প্রায় ৪ মাস হল জল মিলছে না।

আরেক বাসিন্দা যমুনা প্রসাদ রায়ের একই অভিযোগ। তিনি বলেন,এত নিম্নমানের কাজ হয়েছে তা মুখে বলা যায়না।সোলার পাম্পটি বিকল থাকায় পানীয় জলের জোগান দেওয়া একপ্রকার দুর্বিষহ হয়ে উঠছে গ্রামবাসীদের । অবিলম্বে সোলার পাম্পটি চালু করার দাবি করেছি আমরা।

এদিন সোমবার বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ি গোয়ালদাহ গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। গ্রামে পানীয় জলের একমাত্র সোলার পাম্পটি বিকল থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।পাশাপাশি গ্রামের মানুষকে নিয়ে তিনি সভাও করেন।গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুমা পারভিন বলেন,যে সমস্ত সোলার পাম্প বিকল আছে সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে।

জমির পাট্টা পেলেও উচ্ছেদের নোটিশে শঙ্কা

রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগাঁও অঞ্চলের পলিহার গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবারের দিন কাটছে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে। ১৯৯৬-এ তারা ২৪ বিঘা জমির পাট্টা পেয়ে ঘর তৈরি করেন। বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ শৌচাগার তৈরি করেছেন। ৩০ বছর পর পাট্টা পাওয়া জমির উপর নোটিশ পেয়ে তাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আশঙ্কা , জমি থেকে সরে যেতে হবে। জমির মালিক বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন । সোমবার গ্রামবাসী পাট্টার কাগজ নিয়ে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে হাজির হন। যদিও এদিন শুনানি হয়নি।

বৃদ্ধা সিন্ধুবালা সরকার বলেন, '৯৬ সালে জমির পাট্টা পেয়ে বাড়িঘর তৈরি করেছি। পাট্টা পাওয়ার পর জমির মালিক দু-তিনটে মামলা করেন। হেরেও যান। তার পরিবার আবার নাকি মামলা করে জিতে গিয়েছে । অথচ আমরা কিছুই জানি না। ভূমি রাজস্ব দপ্তর ১৩ ফেব্রুয়ারি নোটিশ পাঠিয়েছে। সেদিন দপ্তর বন্ধ থাকায় শুনানি না হওয়ায় আজ আবার আসতে বলেছিল। এখন আমাদের উচ্ছেদ নোটিশ দিলে কোথায় যাব?'

আতঙ্কে রয়েছে অপর গ্রামবাসী রব্বুল হোসেন। বলেন, 'আমাদের ২৬ জনের নামে নোটিশ করেছে। তাই আজ ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে এসেছি । পাট্টা পাওয়া জমিতে ৩০ বছর ধরে সবাই মিলেমিশে আছি।'

জমির মালিক রাজ মহম্মদের কথায়, ১৯৯৬ সালে দাদুকে অকৃতদার দেখিয়ে তাঁর ২৪ বিঘা জমি ভেস্ট করে দিয়েছিল তৎকালীন বাম সরকার। দাদুর তিন স্ত্রী, চার ছেলে এবং ছয় মেয়ে। আমি দাদুর বড় ছেলের অন্যতম পুত্র। এব্যাপারে হাইকোর্টের এলআরটিটিতে মামলা করলে রায় আমাদের পক্ষে যায়।' কালিয়াগঞ্জের ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক অমিতাভ মিশ্রের কথায়, 'এ ধরনের কোনও তথ্য আমার কাছে নেই। বিষয়টি সামনে এলে যথাযথ পদক্ষেপ করব।' সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জেলা উপ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক শ্রদ্ধা সুব্বা বলেন, 'এক ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে জমির নথি যাচাই করতে করতে পাট্টাদারদেরকে শুনানিতে আসতে বলা হয়েছিল। এদিন শুনানি না হওয়ায় পরে আবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

মনোনয়নপত্র জমা ছয় প্রার্থীর

করণদিঘি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : করণদিঘি ব্লকের টুঙ্গিদিঘি বালিচর রাবণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মনোনয়নপত্র জমা করলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। এদিন দলের নেতা-কর্মীরা দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান।

করণদিঘির তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুভাষ সিংহ বলেন,' আমাদের সমর্থনে ছয়জন প্রার্থীই জয়লাভ করবেন। আজ টুঙ্গিদিঘি হনুমানচক থেকে মিছিল করে রাবণপুর কৃষি সমবায় সমিতিতে গিয়ে প্রার্থীপদ জমা দিয়েছেন।'

তৃণমূলে যোগ

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস সভাপতি শ্যামল দাস সহ কয়েকজন আজ তৃণমূলে যোগ দিলেন। রায়গঞ্জ বন্দরে তৃণমূলের কার্যালয়ে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর প্রদীপ কল্যাণী সহ অন্যরা।

শ্যামল দাস বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের প্রতি আস্থা রেখে তৃণমূলে যোগ দিলাম।' অন্যদিকে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তিলকতীর্থ ভৌমিক জানান, 'কে বা কারা তৃণমূলে যোগ দিল জানা নেই।'

বেড়া দেওয়া নিয়ে বিবাদ

কুমারগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হাটের জমির পাশে বেড়া দেওয়া সংক্রান্ত বিবাদের মধ্যস্থতা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বটুন পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। কথাবার্তা চলাকালীন মহিলার ছোড়া পাথরের আঘাতে জখম হন বটুন অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি চঞ্চল মণ্ডল। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের পতিরাম থানার অধীন বটুন খোট্টাপাড়া হাটে।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক মহিলা সহ দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে অভিযুক্তরা আহত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে রাজনীতির প্রভাব খাটিয়ে একতরফা কাজ করার অভিযোগ তোলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বটুন খোট্টাপাড়া হাট লাগোয়া একটি জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজ করছিল একটি পরিবার। কিন্তু হাটের ব্যবসায়ী সহ অনেকের অভিযোগ, এমনভাবে বেড়া দেওয়া হচ্ছিল যে ব্যবসা চালানো এবং মানুষজনের যাতায়াত করতে সমস্যা তৈরি হত। এই নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যারা বেড়া দিচ্ছিলেন সেই পরিবারের বিবাদ শুরু হয়। ওই সময় মধ্যস্থতা করতে গিয়ে চঞ্চল মণ্ডল আক্রান্ত হন।

ঘটনার পর রাতে আহত নেতার স্ত্রী ছায়া দাস পতিরাম থানায় জমির মালিক রমানাথ বর্মন ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পতিরাম থানার পুলিশ রাতেই দুই অভিযুক্তকে পতিরাম থানায় আটক করে নিয়ে আসে এবং পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্য চঞ্চল মণ্ডলকে আহত করার ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বালুরঘাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশের কঠোর নজরদারি রয়েছে।'

তৃণমূলের কুমারগঞ্জ ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল বসাক বলেন, 'এই ঘটনায় আহত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানো ও নেতাগিরির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

পুকুর ভরাটে বাধা পঞ্চায়েত সদস্যের

গাজোল, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চায়েত সদস্যের তৎপরতায় সোমবার বন্ধ হল পুকুর ভরাটের কাজ। সোমবার বিডিও, ভূমি সংস্কার আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গাজোল-১ পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে লিখিতভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ জানান ওই সদস্য। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ। এদিকে পঞ্চায়েত সদস্যের তৎপরতা দেখে পুকুর ভরাট করার কাজে ব্যবহৃত মাটি কাটার মেশিন নিয়ে চম্পট দিয়েছে চালক।

ঘটনাটি তুলসীডাঙা কোড়াপাড়া সংলগ্ন এলাকার। ওই গ্রামে প্রায় পাঁচ বিঘা আয়তনের একটি পুকুর আছে যার নাম তালপুকুর। জানা গিয়েছে, বর্তমানে মালদার এক বাসিন্দা পুকুরটির মালিক। হঠাৎই শুক্রবার একটি মাটি কাটার মেশিন দিয়ে পুকুর ভরাট করার কাজ শুরু হয়। ঘটনার কথা জানতে পেরে এলাকাবাসীদের নিয়ে পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ওই বুথের পঞ্চায়েত সদস্য দীপক সাহা। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি নিয়ে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দীপকবাবু।

> এলাকায় এটিই একমাত্র পুকুর। পুকুরপাড়ে বসবাসকারীরা এই পুকুর ব্যবহার করেন। এমনকি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে জল নেওয়ার জন্য এই পুকুর ছাড়া আর অন্য কোনও জলাশয় নেই।
>
> **দীপক সাহা**
> পঞ্চায়েত সদস্য, গাজোল-১

দীপকবাবুর কথায়, 'এলাকায় এটিই একমাত্র পুকুর। পুকুর পাড়ে বসবাসকারীরা এই পুকুর ব্যবহার করেন। এমনকি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে জল নেওয়ার জন্য এই পুকুর ছাড়া আর অন্য কোনও জলাশয় নেই।

তিনি আরও জানান, 'বর্তমানে এই এলাকায় জায়গার দাম আকাশছোঁয়া। আমাদের অনুমান পুকুরটি ভরাট করে প্লট করে বিক্রি করার তালে রয়েছেন পুকুর মালিক। তবে আমরা কিছুতেই পুকুর ভরাট করতে দেব না। লিখিতভাবে অভিযোগ জানালাম বিডিও, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গাজোল -১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে। তারা সকলেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।'

তবে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে দেখেই পুকুর ভরাট করার কাজে ব্যবহৃত মাটি কাটার মেশিন নিয়ে চম্পট দিয়েছে চালক।

রক্তদান শিবির

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভ্রাম্যমাণ স্ক্যানিং গাড়ির সৌজন্যে বিনামূল্যে ক্যানসার রোগ নির্ণয় ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল কালিয়াগঞ্জে। রবিবার সকালে মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের তরফে হনুমান ভবনে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ শর্মা, স্বপন সরকার, মণীশ জৈন প্রমুখ।

বকনা বাছুর জন্মের গ্যারান্টি

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিশেষ ইনজেকশনের দাম মাত্র ২৫০ টাকা। এই ইনজেকশন দিলেই বকনা বাছুরের জন্ম হবেই। এমন এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কুমারগঞ্জে। সৌজন্যে ব্লকের প্রাণীসম্পদ দপ্তর। এও বলা হচ্ছে, বকনা বাছুর না জন্মালে টাকা ফেরত দেওয়া হবে। চার মাস আগে শুরু হয়েছে এই কর্মযজ্ঞ। প্রকল্পের নাম দেওয়া এবিআইপি - এস এস প্রোগ্রাম। প্রাণীবন্ধুরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গবাদিপশুর মালিকদের সঙ্গে এই প্রকল্প বোঝাচ্ছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ক্রমেই গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ গোরু দিয়ে চাষ করার বিষয়টি এখন প্রায় ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। গোরুর গাড়িতে করে ফসল থেকে শুরু করে অন্য জিনিসপত্র পরিবহণের বিষয়টিও প্রায় উঠে গিয়েছে। ফলে বলদের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে কমে গিয়েছে। তার পরিবর্তে বকনা বাছুর জন্ম নিলে এবং পরবর্তীতে সেটি গাই গোরুতে পরিণত হওয়ার পর প্রতিদিন যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট লাভজনক। ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক ডাক্তার তৌফিক আহমেদ, ডাক্তার সোহম দাসেরা

জানিয়েছেন, কৃত্রিম প্রজননে পরপর দুটি বকনা বাছুরের পরিবর্তে একটি এঁড়ে বাছুরের জন্ম হলে ২৫০ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। প্রাণীসম্পদ দপ্তরের এই প্রকল্প গ্রামাঞ্চলে বিরাট আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

পৃথকীকরণ বর্জ্য সংগ্রহতে আমরা জোর দিয়েছি

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল শুভময় বসু। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, দুয়ারে সরকার প্রকল্প, পাবলিক গ্রিভেন্স সেল দপ্তর ছাড়াও পুরসভা এলাকার ১ থেকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ড্রেন ও রাস্তা সাফাইয়ের দায়িত্ব রয়েছে তাঁর কাঁধে। তবে জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা আজও গড়ে তুলতে ব্যর্থ পুরসভা। দুয়ারে সরকার শিবিরে সমস্যার সমাধান পান না জনতা। জনতার করা এমনই কিছু প্রশ্ন শুভময় বসুকে। শুনলেন জসিমুদ্দিন আহমেদ।

জনতার চার্জশিট

ইংরেজবাজার পুরসভা

শুভময় বসু
চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল, ইংরেজবাজার পুরসভা

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প আজও কেন চালু করতে পারল না পুরসভা?

চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলঃ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালুর আগে পৃথকীকরণ বর্জ্য সংগ্রহতে আমরা জোর দিয়েছি। এনিয়ে শহরবাসীকে বোঝানো হচ্ছে কীভাবে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পৃথক বিনে জমা রাখতে হয়। সাফাইকর্মীরা পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য প্রকল্পে না নিয়ে গেলে প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে না। আমাদের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার সঙ্গে পুরপ্রধানের সব ধরনের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন মেশিনারি শীঘ্রই ভাগাড়ে বসানো হবে।

জনতা : দুইবেলা সাফাই চালিয়েও শহরের রাস্তা আবর্জনামুক্ত হচ্ছে না কেন ?

চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল : আগের তুলনায় মালদা শহরের রাস্তাঘাট অনেকটাই পরিচ্ছন্ন। কিছু অসচেতন পুরনাগরিকরা সাফাইপর্ব সম্পন্ন হওয়ার পরে জঞ্জাল ফেলার অস্থায়ী জায়গাগুলোতে আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। এই অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডগুলি তুলে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছেন পুরপ্রধান। কোনও অবস্থাতেই রাস্তায় আবর্জনা আর ফেলা যাবে না। পুরপ্রধান ট্রিপার ভ্যানের সংখ্যা বাড়াতে চলেছেন। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ১টি করে জঞ্জাল সাফাইয়ের গাড়ি দেওয়া হবে।

জনতা : আবর্জনা কর শহরবাসীর জন্য বাড়তি বোঝা নয় কি?

চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল : আবর্জনা কর নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের নয়। এনিয়ে সুডার নির্দেশিকা স্পষ্ট। আবর্জনা কর না নেওয়া হলে প্রকল্পের টাকা দেবে না কেন্দ্র। তাই এই কর এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মানুষের চাপ সৃষ্টি না হয়। আমজনতার জন্য রান্নাঘর পিছু দৈনিক ১টাকা, ফুট হকার ও ছোট দোকানদারদের জন্য ১.৫০ টাকা। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, নার্সিংহোম মালিকদের ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। পুরসভার হাতে এই টাকা আসলে আবর্জনা নিয়ে পরিষেবা আরও উন্নতমানের হবে।

জনতা : ড্রেন সাফাই আদৌ হয় কি ? বর্ষায় শহরের রাস্তায় জল কেন জমে ?

চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল : শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের ছোট ড্রেনগুলি নিয়মিত সাফাই হয়। বড় ড্রেনগুলো বছরে একবার। প্রয়োজনে দুইবারও হয়ে থাকে। বর্ষায় রাস্তায় জল আর আগের মতো জমে না। এক ঘণ্টার মধ্যেই নেমে যায়। আমাদের মূল জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ চলছে। রেগুলেটেড মার্কেট ঘেঁষে এই বাইপাস ড্রেন মাধবনগরে মহানন্দা নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। জেলা সেচ দপ্তর ও মালদা জেলা প্রশাসন আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করে।

জনতা : দুয়ারে সরকারে সব সমস্যার সুরাহা পান না শহরবাসী। শুধু আবেদন করা হয় কিন্তু সঠিক পরিষেবা মেলে না। কি বলবেন?

চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল : দুয়ারে সরকার প্রকল্পে রাজ্যে এই জেলা দ্বিতীয়। মালদা শহরও সফলতার একটা অংশ। আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে শিবির করেছি। বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা সহ সরকারি ৩৩টি প্রকল্পের সুবিধা মানুষ এই শিবির থেকে পেয়েছেন। এবছর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়েছিল বিদ্যুৎ দপ্তর। বহু মানুষ এই সুবিধা গ্রহণ করেছেন। শিবিরে মানুষ সুবিধা না পেলে এত সংখ্যক মানুষ কেন ছুটে আসছেন।

জনতা : পাবলিক গ্রিভেন্স কতটা সফল ?

চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল : এই শহরে পুরসভাগত নানাবিধ সমস্যা কিংবা অভিযোগ পুরবাসী সরাসরি পাবলিক গ্রিভেন্সের হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে জানাতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরও এই অ্যাপে সংযুক্ত রয়েছে। মানুষ অভিযোগও জানাচ্ছেন। মনিটরিং টিম রয়েছে। অভিযোগ থাকলে আমাদের দল ছুটে গিয়ে সমস্যার সমাধান করছেন।

একনজরে

পুরসভাঃ ইংরেজবাজার
ওয়ার্ড সংখ্যাঃ ২৯
জনসংখ্যাঃ প্রায় ৩ লক্ষ
মোট আয়তনঃ ১৩.২৫ বর্গ কিলোমিটার

মালদা শহরের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। সোমবার ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

অসাধু চক্রের জন্য বদনাম : পর্ষদ সভাপতি

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে ও পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে মালদায় এলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার সকাল থেকে মালদা শহরের একাধিক স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি। অন্য বছরে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠছিল সেই জায়গা থেকে এবছরের ব্যবস্থাপনায় অনেকটাই সন্তুষ্ট দেখিয়েছে পর্ষদ সভাপতিকে।

আজ সকালে পর্ষদ সভাপতি মালদা শহরের একাধিক স্কুল পরিদর্শন করে ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। পরীক্ষক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিদর্শনের মাঝে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রামানুজ বলেন, 'এখনও পর্যন্ত পাঁচটি স্কুল পরিদর্শন করেছি। সমস্ত স্কুলেই ঠিকমতো পরীক্ষা চলছে। রাজ্য ও জেলা প্রশাসন আমাদের সঙ্গে অনেক সহযোগিতা করেছে। আজ চতুর্থদিনে ইতিহাস পরীক্ষা চলছে। আমাদের প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাতে হচ্ছে। প্রতিটি স্কুলে সমান নজর দেওয়া হচ্ছে। আমি নিজে বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে ঘুরছি। সচিব সাহেবও ঘুরছেন। জেলায় জেলায় পরিদর্শনের মাধ্যমে স্কুলগুলির ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখা, পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো এবং আগামীদিনের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।'

> **আমাদের প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাতে হচ্ছে। প্রতিটি স্কুলে সমান নজর দেওয়া হচ্ছে। আমি নিজে বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে ঘুরছি। সচিব সাহেবও ঘুরছেন। জেলায় জেলায় পরিদর্শনের মাধ্যমে স্কুলগুলির ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখা, পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো এবং আগামীদিনের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।**
>
> **রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, সভাপতি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ**

এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সঙ্গে মালদার নাম জড়িয়ে পড়া এবং এবছরের পরিস্থিতি নিয়ে পর্ষদ সভাপতির দাবি, 'মালদা জেলা খারাপ এটা আমি মানতে নারাজ। কিছু অসাধু ছাত্রছাত্রীদের প্রলোভন দিয়ে এসব করে। কোথায় মোবাইল উদ্ধার হচ্ছে সেটা আমরা প্রতিদিনই প্রেস বিবৃতিতে জানাচ্ছি।'

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গাস্নান ফেরত আহত পুণ্যার্থীদের বেশিরভাগকে ছেড়ে দেওয়া হলেও রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃতদেহটিকে সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির নাম সুরীনাথ সোরেন (৫৫)। বাড়ি হবিবপুরের খড়িবাড়ি এলাকায়। গত শুক্রবার গঙ্গাস্নান সেরে পুণ্যার্থীরা একটি ছোট লরি করে ফিরছিলেন। গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে ওই লরিটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আহত হন ১৭ জন। ঘটনার দিন থেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন সুরীনাথ। গতকাল রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো হারিয়াগড় এলাকায়। গোটা ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন মৃতার পরিবার। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম কাকলি মণ্ডল (৩০)। বাড়ি মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত হারিয়াগড় এলাকায়। পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১২ বছর আগে ইংরেজবাজারের জোতবসন্তপুর এলাকার বাসিন্দা হৃদয় মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয় কাকলির।

রবিবার দুপুরে বাবার বাড়িতে কাকলির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহিলার বিষপান

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম ঝর্ণা দাস। পুরাতন মালদার সাহাপুর পঞ্চায়েতের নাগেশ্বরপুরে তাঁর বাড়ি। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই রবিবার দুপুরের দিকে তিনি বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। বিষয়টি নজরে আসার পর পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। ঘটনার ভিত্তিতে মালদা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগ বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে

আবাস যোজনায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলা আবাস যোজনায় দরিদ্রদের কাছে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈয়দপুর পঞ্চায়েতের মোবারকপুর কানাইপুর গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার পূর্ণ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন হরিরামপুরের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া।

লিখিত অভিযোগে মোবারকপুর কানাইপুর গ্রামের চন্দ্র দেবশর্মা, হরি সরকার, অনন্ত সরকার, অমূল্য দেশি সহ দশজন দরিদ্রের অভিযোগ, বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির ষাট হাজার টাকা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এসেছে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ঘরের কাজও শুরু হয়েছে। এরপর পঞ্চায়েত সদস্য অঞ্জলি সরকার ও তাঁর স্বামী তাপস সরকার পাঁচ হাজার টাকা করে তাঁদের দিতে হবে বলে বাড়ি এসে জানিয়ে যান। অভিযোগ, সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পঞ্চায়েত সদস্য আটকে দেবেন বলে হুমকিও দিয়ে যান।

অভিযোগ

- **মোবারকপুর কানাইপুর গ্রামের কয়েকজনের নামে বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির ষাট হাজার টাকা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এসেছে**
- **ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ঘরের কাজও শুরু করেন তাঁরা**
- **পঞ্চায়েত সদস্য অঞ্জলি সরকার ও তাঁর স্বামী তাপস সরকার পাঁচ হাজার টাকা করে তাঁদের দিতে হবে বলে বাড়ি এসে জানিয়ে যান**
- **সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পঞ্চায়েত সদস্য আটকে দেবেন বলে হুমকিও দিয়ে যান**

অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য অঞ্জলি সরকার হলেও সিদ্ধান্ত নেন তাঁর স্বামী তাপস সরকার। অনেকেই পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে গোপনে টাকা দিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি লিখিত অভিযোগকারীদের। প্রথম কিস্তির ষাট হাজার টাকার মধ্যে থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিলে সেই টাকায় বাড়ির কাজ অনেকটাই পিছিয়ে যাবে। এসত্ত্বেও খানিকটা সাহস নিয়েই সোমবার দুপুরে হরিরামপুর ব্লকের বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে লিখিত অভিযোগে নিজেদের অসহায়তার কথা উল্লেখ করেন জিনো সরকার, ভারতী সরকাররাও। তাঁদের দাবি, প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পেয়েছি। জিনিসপত্রের যা দাম, তাতে সেই টাকা দিয়ে ঘরের ভিত্তি তৈরি করাটাও খুব সমস্যার। তার মধ্যেও যদি ৫ হাজার টাকা দিয়ে দিতে হয়, তবে ঘর কীভাবে করব। আমরা চাই, আমাদের সমস্যার কথা বিবেচনা করা হোক।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অঞ্জলি সরকার ও তাঁর স্বামী তাপস সরকার। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর দাবি, 'আমার ও স্ত্রীর নামে পরিকল্পনা মাফিক বদনাম করবার চেষ্টা করছেন কিছু মানুষ।' পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়ার বক্তব্য, 'এই ধরনের অভিযোগ কখনই মেনে নেওয়া যায় না। লিখিত অভিযোগ হাতে পাওয়ার পর আমি স্তম্ভিত। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করব।'

তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও অত্রী চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'টাকা দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। ঘটনার তদন্ত হবে।'

পরীক্ষার্থীর কাছে মিলল মোবাইল

ডালখোলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এক পরিক্ষার্থীর কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ডালখোলায়। সোমবার মাধ্যমিকের ইতিহাস পরিক্ষা ছিল। এদিন ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে এক ছাত্রের কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। জানা যায় সে ডালখোলা হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র।

সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনে এবছরের মাধ্যমিকের অংক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের বেশ কিছু ছবি পাওয়া গিয়েছে। যদিও এব্যাপারে সেন্টার ইনচার্জ বা ভেনু ইনচার্জ মুখ খুলতে চাননি।

ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুদেষ্ণা মণ্ডল জানান, 'পরীক্ষা চলাকালীন হিন্দি হাইস্কুলের এক ছাত্রের কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। তবে মোবাইলটিতে কি আছে না আছে তা আমরা খতিয়ে দেখিনি। পুরো বিষয়টি পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

তবে কীভাবে একজন ছাত্র কোনও বাধা ছাড়াই পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের মাধ্যমিক পরিক্ষার ডিস্ট্রিক্ট কনভেনার বিকাশ দাসকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

গ্রেপ্তার স্বামী

গঙ্গারামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রীকে আত্মঘাতী হওয়ার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আমিনুল সরকার (৩৮)। অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

১৬ বছর আগে বেলিনা বিবির সঙ্গে গঙ্গারামপুর থানার মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা আমিনুল সরকারের বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে স্বামী সহ শ্বশুড়বাড়ির লোকজন বেলিনার ওপর শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন করত। গত রবিবার ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। রবিবার রাতে মৃত বধূর দাদা সামসুদ্দিন মোল্লা বোন জামাইয়ের বিরুদ্ধে গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

মৃত শ্রমিক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ফের হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটল ভিনরাজ্যে। মৃত পরিযায়ীর নাম সাজেদ আলি (৩০)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বড়ই পঞ্চায়েতের পাঁচলা গ্রামে। সাজেদ রাজস্থানের জয়পুরে একটি হোটেলে রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার রাতে খাওয়ার পর হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন সাজেদ। এরপর তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখন কীভাবে ভিনরাজ্য থেকে তাঁর দেহ ফেরানো হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে পরিবার।

শোভাযাত্রা

বুনিয়াদপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শনিবার বংশীহারীর শিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন সকাল ১০টায় বর্তমান এবং প্রাক্তন পড়ুয়া, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ স্থানীয়দের নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের হয়।

স্কুল প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা শেষ হলে পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ ভাওয়াল বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের এই ৭৫ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানটির আজ সূচনা হলেও সারাবছর ধরে অনুষ্ঠানটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে। আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে।'

পর্যালোচনা মিটিং

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সামনের বছরের গোড়াতেই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। তাই সরকারি প্রকল্পগুলির হালহকিকত খতিয়ে দেখতে সোমবার কর্ণজোড়ায় পর্যালোচনা মিটিং অনুষ্ঠিত হল। জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা সভায় অংশ নিয়েছিলেন। জেলার প্রকল্পগুলির কাজ কীভাবে চলছে, কতটা হয়েছে তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

হেমতাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হেমতাবাদে অনুষ্ঠিত দুয়ারে সরকার শিবিরে ৩৪ জন বিশেষভাবে সক্ষম শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেন। সোমবার দুপুরে ওই আবেদনকারীদের একসঙ্গে বাসে চাপিয়ে রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় প্রশাসন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাঁদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

সিবিএসই পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার শুরু হল সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা। এতে জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯৮ জন। এবারে রায়গঞ্জে মোট ভেনুর সংখ্যা ২টি। একটি সুদর্শনপুর এলাকায় ও অপরটি কসবা সংলগ্ন এলাকায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পাশে পুলিশ

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অ্যাডমিট কার্ড ভুলে বাড়িতে ফেলে আসা পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াল বালুরঘাট থানার পুলিশ। বিপাকে পড়া ওই পরীক্ষার্থীর বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে বাইকে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন বালুরঘাট থানার এএসআই শংকর দাস। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি পরীক্ষার্থী ও তাঁর পরিবার। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও পুলিশের এই দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

সোমবার ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার চতুর্থ দিন। এদিন ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। তপন ব্লকের বাসুদেবপুর এলাকার স্বপ্না বর্মন রাজুয়া হাইস্কুলের ছাত্রী। তার পরীক্ষার সিট পড়েছিল বালুরঘাট শহরের চকভৃগু নদীপাড় হাইস্কুলে। ভুলবশত অ্যাডমিট কার্ড বাড়িতে ফেলে এসে বিপাকে পড়েছিল ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়েই তার মনে পড়ে যে বাড়ি থেকে সে অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছে।

ছাত্রীর হাতে অ্যাডমিট দিচ্ছেন পুলিশকর্তা। - সংবাদচিত্র

বিষয়টি বুঝতে পেরে ওই পরীক্ষার্থী দ্রুত স্কুলের সামনে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের বিষয়টি জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যোগ নেয় বালুরঘাট থানার এএসআই শংকর দাস সহ অন্য পুলিশকর্মীরা। তড়িঘড়ি মোটরবাইক নিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান ওই ছাত্রীর বাড়িতে। পরীক্ষার্থীর বাড়ি থেকে অ্যাডমিট সংগ্রহ করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন। পুলিশের সহযোগিতায় পরীক্ষা দিতে পেয়ে খুশি ওই ছাত্রী। পাশাপাশি পুলিশকর্মীর মানবিক মুখের প্রশংসা করেছেন এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন।

মাদলের বোল, নাচ-গানে জমজমাট সহরায় পরব

নৃত্যের তালে আদিবাসী মহিলারা। সোমবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

গৌতম দাস

গাজোল, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পূর্ণিমার রাতে আদিবাসী মহল্লা থেকে ভেসে আসছে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি বোল। একটু কান পাতলেই শোনা যাবে হারমোনিয়াম আর বাঁশির সুরে আদিবাসী রমণীদের গান। আদিবাসী অধ্যুষিত গাজোল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এখন চলছে আদিবাসীদের উৎসব বাঁধনা অথবা সহরায় উৎসব। বার্ষিক এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আদিবাসী অধ্যুষিত সমস্ত গ্রাম নতুন করে সেজে উঠেছে।

বাঁধনা বা সহরায় উৎসব চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। প্রতিদিনের জন্য রয়েছে নানারকম নিয়ম। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন শিক্ষক সরকার টুডু। তাঁর কথায়, 'বাঁধনা বা সহরায় উৎসব আদিবাসীদের প্রধান উৎসব। আদিবাসীরা মূলত প্রকৃতির পূজারি। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি, পূর্বপুরুষ, সমাজের প্রধান এবং গোরুকে পুজো করে। মূলত মাঘীপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে এই উৎসব হয়। উৎসবের প্রথমদিনে প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদরে পুজো করা হয়। এই অনুষ্ঠান উম্ মাহা নামে পরিচিত। সেইসঙ্গে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করা হয়। এছাড়াও দ্বিতীয়দিনে দাকা মাহা,তৃতীয়দিনে খুন্টা মাহা পালন করা হয়।'

সরকার টুডু জানান,'আদিবাসীদের প্রধান জীবিকা মূলত কৃষিনির্ভর। তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে পশু পালন। ওইদিন বলদকে স্নান করিয়ে তাদের সুন্দর করে সাজিয়ে পুজো করা হয়। এই উৎসবই খুন্টা মাহা। চতুর্থদিনে গ্রামের সকলে মোড়ল বা মাঝি হারামের বাড়িতে যায়। এই অনুষ্ঠান জালি মাহা নামে পরিচিত।' তাঁর সংযোজন,'পঞ্চমদিনে হাকু কাটকম উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মাছ বা কাঁকড়া ধরে সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সহরায় পরবের শেষ দিনে পালিত হয় শাকরাত মাহা। এইদিনে মোড়ল এবং গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা নবীন প্রজন্মকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ভেষজ ও গাছগাছড়া চেনান। সবশেষে থাকে নাচ, গান আর খাওয়াদাওয়া। থাকে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা।

আদিবাসী রমণী বাসন্তী বেসরা বলেন,'সহরায় পরব মানেই নতুন জামাকাপড়, ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া, পিঠেপুলি তৈরি, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন এবং নাচ-গান। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয়রা আসেন। এটি আমাদের মূল বাৎসরিক অনুষ্ঠান। সবাই মিলে খুব আনন্দ করি আমরা। এইসময় প্রকৃতি যেভাবে নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে তোলে, প্রকৃতির সঙ্গে আমরাও সেভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলি। সারাবছর এই উৎসবের জন্য আমরা মুখিয়ে থাকি।'

ভিনরাজ্য থেকে ফেরার পথে মৃত

মোথাবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভিনরাজ্য থেকে ফেরার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, ওই তরুণকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মোথাবাড়ির গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায়।

মৃত তরুণের নাম আকতার হোসেন(৩৬)। মোথাবাড়ির গঙ্গাপ্রসাদ কলোনির তরুণ আখতার মাস ছয়েক আগে হায়দরাবাদে পাড়ি দেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি স্ত্রী ফোন করলে আরপিএফ জানায়, তাঁর স্বামী চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন।

মৃত শ্রমিকের স্ত্রী সেভিনা খাতুন জানান,' আমার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি। বাবার আসার খবরে দুই ছেলে খুব আনন্দে ছিল। কিন্তু ১৪ তারিখ আমি ফোন করলে আরপিএফ জানায়, আমার স্বামী ট্রেন থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। বাবার কফিনবন্দি দেহ দেখে বাড়ির সকলে বাকরুদ্ধ। ছেলেদের নিয়ে কীভাবে সংসার চালাব, তা বুঝতে পারছি না।' সেভিনা খাতুন আরও জানান, 'আমার পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য ছিল স্বামী। দুর্ঘটনার আগের দিনেও তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে যে কি হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না। ছেলেদের কীভাবে মানুষ করব, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। এই পরিস্থিতিতে যদি সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে খুব উপকার হয়।'

ট্যাংকে মৃত ২

নন্দীগ্রামে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ক'দিন আগেই কলকাতায় ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মারা যান অনেকে।

দুষ্কৃতী হামলা

শনিবার গভীর রাতে খাস কলকাতার নিউমার্কেট এলাকায় দুই ব্যবসায়ীর ওপর হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। ওই দুই ব্যবসায়ীর গলায় কোপ মারা হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

সর্বস্ব লুট

বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধ দম্পতিকে অস্ত্র দেখিয়ে খুনের হুমকি দিয়ে সর্বস্ব লুট করল দুষ্কৃতীরা। রবিবার রাতে ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে দমদমে।

ধৃত ২

শনিবার রাতে কুলতলি থানার দেউলবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে অস্ত্র সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর জেলার পুলিশ।

পলাতক স্ত্রী, আদালতে ভর্ৎসিত স্বামী

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্বামীর কিডনি বিক্রির টাকা নিয়ে পলাতক স্ত্রী। কিন্তু আদালতে ভর্ৎসিত হতে হল স্বামীকে। আগেই হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেছিলেন স্বামী। কিন্তু স্ত্রী জানান, স্বেচ্ছায় প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছেন তিনি। তাই ওই মামলা খারিজ হয়ে যায়। এবার পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন স্বামী। হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার বাসিন্দা আদালতে সোমবার অভিযোগ করেন, স্ত্রী তাঁর কিডনি বিক্রির টাকা, গয়না নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। অথচ পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। উলটে বারবার তাঁর বাড়িতে এসে হেনস্তা করছে তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে তিনি নিরাপত্তা ও স্ত্রীর নিয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার দাবি করেন। অভিযোগ শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'এটা তো আপনাদের ঘরোয়া বিষয়। আদালত কী করবে? পুলিশ তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থলে যাবেই।' তবে রাজ্যের থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি।

আরজি করে নিষিদ্ধ আরও এক স্যালাইন

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মেদিনীপুর হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ডের পর বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যালসের রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইন বাতিল করা হয়েছিল আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এবার বাতিল করা হল ভিশন পেরেন্টাল প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্লুইড মেডিসিন ইনজেকশন। হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ থেকেই ওই ওষুধ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্যালাইন কাণ্ডের পরই আরজি কর সহ রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল থেকে অভিযুক্ত সংস্থার স্যালাইন তুলে নেওয়া হয়। এবার বাতিল করা হল ফ্লুইড মেডিসিন ইনজেকশন। সম্প্রতি ওই ইনজেকশন দেওয়ার ফলে রোগীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলে খবর। এরপরে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই ওষুধ বন্ধের নির্দেশ দেন আরজি কর কর্তৃপক্ষ। মেদিনীপুর কাণ্ডের পর ১৩ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয় ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। যে মামলার তদন্ত করছে সিআইডি।

আহা, আজি এ বসন্তে...

ফাল্গুন এসে গেছে। বসন্ত আবাহনে বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা নেমে পড়েছেন পথেই। সোমবার শান্তিনিকেতনে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

পাহাড়ের দুর্নীতিতে প্রশ্নে রাজ্য

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পাহাড়ের নিয়োগ দুর্নীতিতে আবারও হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য। সোমবার রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু মন্তব্য করেন, 'পাহাড়ে যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া আদৌ মানা হয়? সেখানে কমিশন আদৌ আছে? পাহাড়ে নিয়োগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনও ভূমিকা রয়েছে?' এদিন জিটিএ এলাকায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'পাহাড় ছাড়া সারা রাজ্যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া মানা হয়। পাহাড়ে কেন হয় না? পাহাড়ে কমিশনের আঞ্চলিক অফিসের সঙ্গে মূল দপ্তরের সমন্বয় আদৌ আছে কি?' এভাবেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন বিচারপতি।

জিটিএ এলাকায় গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আদালতে ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য। পাহাড়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিতে আদালত-বান্ধব নিয়োগ করে সমাধান সূত্র পেতে চায় হাইকোর্ট। এদিন আইনজীবী কৌশিক গুপ্তকে আদালত-বান্ধব হিসাবে নিযুক্ত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন বিচারপতি। তবে এই মামলায় আবেদনকারী আইনজীবী সহ অন্যান্য আইনজীবীর উপস্থিতি নিয়েও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কেন আইনজীবীরা উপস্থিত থাকেন না? আমি মামলা খারিজ করে দিতে বাধ্য হব।' সাতদিন পর ফের মামলাটির শুনানি রয়েছে। তখন বিচারপতি নির্ধারণ করবেন মামলাটি শুনবেন কি না।

এর আগেও পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে একটি মামলায় বেনামি চিঠিতে তৃণমূল নেতাদের নামে অভিযোগ উল্লেখ করা হয়। তা নিয়ে বিধাননগর উত্তর থানায় ওই তৃণমূল নেতাদের নামে এফআইআরও দায়ের করা হয়। এই সংক্রান্ত মামলায় তদন্ত করছে সিআইডি। তবে সেই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট নয় আদালত।

পুরসভায় বিক্ষোভ ইঞ্জিনিয়ারদের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না পদোন্নতি, শূন্যপদও পূরণ হচ্ছে না। এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার কলকাতা পুরসভার অতিরিক্ত পুর কমিশনার প্রবালকান্তি মাইতির অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা।

এদিন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা 'ছিছি' লেখা পোস্টার গলায় ঝুলিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন। অতিরিক্ত পুর কমিশনার প্রবালকান্তি মাইতির অফিসের সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের দাবি, সাড়ে তিন বছর ধরে কোনও পদোন্নতি হচ্ছে না। এজন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন তাঁরা। পুরসভাও পালটা মামলা দায়ের করে ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু আজও সমস্যার সমাধান হয়নি। বিক্ষোভকারী ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁদের সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ১৫ জন আধিকারিককে নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন। তাতে আন্দোলনকারীদের কথা শোনা হয়। কিন্তু একটি চক্র সমস্যা সমাধানে বাধা দিচ্ছে। এর প্রতিবাদেই এই বিক্ষোভ।

আজ টিভিতে

অনির প্রতি তীব্র অভিমান নিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসবে রাই?
মিঠি ঝোরা রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদাঠাকুর, ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধে ৭.৩০ মহান, রাত ১০.৩০ জামাইরাজা, ১.০০ কালপুরুষ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ এই ঘর এই সংসার, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ পুত্রবধূ, রাত ১০.০০ মাটির মানুষ, ১২.৩০ দেখ কেমন লাগে

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.০৫ হানিমুন, সন্ধে ৬.৩০ সংগ্রাম, রাত ৯.৩৫ অমানুষ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ডাকাতের হাতে বুলু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১.৫০ ভিভেগম, বিকেল ৪.৫১ বিবি নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৯ সত্যভামা, রাত ১০.৩৩ কয়েদি নম্বর ১৫০

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩০ দোবারা, ২.৪৬ কঞ্জুস মক্ষীচুস, বিকেল ৪.৫১ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৪৫ ইয়ে শালি আশিকী, রাত ৯.০০ ফোন ভূত, রাত ১১.১৬ লায়লা মজনু

অমানুষ রাত ৯.৩৫ জলসা মুভিজ

ওয়ান্টেড দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

কঞ্জুস মক্ষীচুস দুপুর ২.৪৬
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.১১ স্পিড, দুপুর ১.০৬ আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ২.৩২ এক্স-মেন: ফার্স্ট ক্লাস, রাত ৮.৪৫ রকি-ফোর, ১০.৩০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ

র‍্যাপটরস
দুপুর ১২.৩৫
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

বকেয়া আদায়ে মমতার নির্দেশ

ভুয়ো জব কার্ড বাতিলে অবস্থান পালটাতে নারাজ কেন্দ্র

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে একশো দিনের কাজে ভুয়ো জব কার্ডে টাকা তোলা নিয়ে এখনও ব্যতিব্যস্ত রাজ্য সরকার। বারবার এই নিয়ে কেন্দ্রের অভিযোগের মাশুল গুনে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। মূলত এই অভিযোগেই ২০২২ সাল থেকে রাজ্যের একশো দিনের বকেয়া প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রককে একাধিকবার সুনির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান পেশ করলেও ছবিটা বদলায়নি। রাজ্যের বকেয়া টাকা মঞ্জুর করেনি কেন্দ্র। ভুয়ো জব কার্ডের অজুহাত ধরেই এখনও বসে আছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক। অতি সম্প্রতি আবার কেন্দ্র রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে ভুয়ো জব কার্ড সংক্রান্ত সমস্যাকেই মূল বিষয় বলে উল্লেখ করে। এই সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর কথা আবার মনে করিয়েছে তারা। এমনকি ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশিকা রয়েছে, সেটাও আবার উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

একশো দিনের কাজে কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া অর্থ না পাওয়ায় তিন বছর ধরে বিপাকেই পড়ে রয়েছে রাজ্য। উলটে কেন্দ্রের এই ভূমিকা মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার নিজেই তার অর্থে এই ধরনের প্রকল্প চালু করেছে। একশো দিনের জায়গায় রাজ্যের মানুষের ৫০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে পালটা প্রকল্প নিয়েছে সরকার। বকেয়া পাওনা মেলা এখনই সম্ভব হবে না ধরে নিয়ে রাজ্যকে তার নিজের টাকায় এই প্রকল্প চালাতে হচ্ছে। এতে রাজকোষের ওপর আর্থিক বোঝাও বাড়ছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, একদিকে যেমন কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। অন্যদিকে টাকা পেতে কেন্দ্রের শর্তপূরণে যা যা করা দরকার করতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য ও পরিসংখ্যান রাজ্যের হাতে রাখতে হবে।

মোদি ও মমতা : সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা পাওনা নিয়ে বিতর্ক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'কেন্দ্রের কাছে বকেয়া আদায়ে চাপ সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের ব্যাপারে কেন্দ্র যা যা শর্ত চাপাচ্ছে, তা মেনে নিয়ে আমাদেরও এই সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি রাখতে হবে। টাকা আদায়ের চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখা চলবে না।' এই নিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথাও হয়ে গিয়েছে বলে সোমবার নবান্ন সূত্রের খবর।

দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে এদিন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কেন্দ্র টাকা দেবে না বলেই ধরে নিয়েও আমাদের আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্রের কাছে এই নিয়ে আমাদের দরবার করার রাস্তাও বন্ধ হচ্ছে না।'

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, আবার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে দেখা করে কথা বলার জন্য রাজ্যের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে এই নির্দেশই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেই সূত্রেই বকেয়া আদায়ে কেন্দ্রের শর্ত রাখতে যা যা প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তার জন্য তৈরি থাকতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তুতি হিসেবে পঞ্চায়েত দপ্তর এখন রাজ্যের সব জেলাকে জব কার্ড বাতিল সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান রিপোর্ট পাঠানোর জন্য আবার নির্দেশ দিয়েছে। সঙ্গে জব কার্ড বাতিল হওয়ার পর উপভোক্তাদের পাওয়া টাকা ফেরত পাওয়া গিয়েছে কি না তাও জানাতে বলা হয়েছে। ভুয়ো জব কার্ড বাতিল করার জন্য কেন্দ্রের নির্দেশিকা ঠিকমতো মানা হয়েছে কি না, তাও সবিস্তারে জানাতে বলা হয়েছে।

সিপিএমে চর্চায় জেলা সম্পাদকের নতুন নাম

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে নতুন কমিটির গঠনের সময় ভোটাভুটিতে হেরেছেন বিদায়ি জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। ফলে ওই জেলার সিপিএমে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের চিত্র প্রকট হয়েছে। খোদ জেলা সম্পাদকের পরাজয়ে স্পষ্ট হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনায় আলিমুদ্দিনের দূরদর্শিতার ব্যর্থতা।

এই পরিস্থিতিতে বুধবার নতুন জেলা সম্পাদক ঘোষণা করা হবে। তা নিয়ে এখন জেলা সিপিএম ও আলিমুদ্দিনের অন্দরে বিস্তর চর্চা চলছে। কাকে ওই পদে বসানো হবে এবং তাতে বাকিদের সন্তুষ্ট করা যাবে কিনা এই বিষয়টি এখন ভাবাচ্ছে আলিমুদ্দিনকে।

দলের একাংশের বক্তব্য, তরুণ ও অভিজ্ঞ কোনও নেতাকে জেলা সম্পাদকের পদে বসানো হোক। এই পরিস্থিতিতে বুধবার নতুন জেলা কমিটিকে ডাকা হয়েছে আলিমুদ্দিনে। সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মৃণাল চক্রবর্তীকে নিয়ে আগেই জেলা সিপিএমের অন্দরে ক্ষোভ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তাই সম্মেলনের সময় তাঁকে সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া বক্তব্য রাখা হয়েছিল রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। তবে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। নীচু স্তরের কর্মীদের মনোভাব বুঝতে শীর্ষ নেতাদের খামতি রয়েছে বলে মনে করে দলের একাংশ নেতা। তাই উত্তর ২৪ পরগনার পরিস্থিতি বুঝতে দেরি হয়েছে আলিমুদ্দিনের।

গত রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্মেলন শেষ হয়েছিল। কিন্তু নতুন কমিটি গঠন করা যায়নি। ৭৪ জনের যে নামের প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছিল, তার পালটা আরও ২৭ জনের নাম জমা পড়ে। শেষ পর্যন্ত ২৫ জন নাম প্রত্যাহার করলেও মধ্যমগ্রাম ও সল্টলেকের দুই নেতা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। সুজন চক্রবর্তী, মানস মুখোপাধ্যায়ের মতো শীর্ষ নেতারা ভোটাভুটির বিষয়টি এড়াতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

ব্যতিক্রমীভাবে প্রথম উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন জেলা কমিটি গঠন করতে হয়েছে। জেলা কমিটিতে মধ্যমগ্রামের ওই নেতা সনৎ বিশ্বাস জয়ী হয়েছেন। ফলে তিনি জেলা কমিটিতে থাকছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই মৃণাল চক্রবর্তী। তাঁর পরাজয়ের ফলে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে আলিমুদ্দিনের বিচক্ষণতার অভাব এবং জেলায় একাধিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

'আধার কার্ড থাকলেই কি ভারতীয়'

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : 'আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থাকলেই ভারতীয় নাকি? বহু বাংলাদেশির কাছে এই ধরনের নথি রয়েছে। কেউ কেউ নিজেকে ভারতীয় প্রমাণ করতে আয়করও দেন', একটি জামিন সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। একটি জামিন সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'অনুপ্রবেশকারী অনেক বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে এদেশের ভুয়ো আধার, ভোটার, র‍্যাশন কার্ড, পাসপোর্ট রয়েছে। তাঁরা এদেশে বসবাস করছেন। এদেশের নাগরিক প্রমাণ করার জন্য আয়করও দেন অনেকে। দেখছেন না আমেরিকা তো অবৈধভাবে থাকার অভিযোগে আমাদের দেশের কতজনকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই নথি থাকলেই তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।'

অনুপ্রবেশের অভিযোগে বর্ধমানের এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ১৩ মাস ধরে তাঁরা বন্দি রয়েছেন। তাই হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান ওই দম্পতি। তখনই বাংলাদেশিদের ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। আবেদনকারীদের আইনজীবীর দাবি, ২০১০ সালে ওই দম্পতি বাংলাদেশ থেকে পূর্ব বর্ধমানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের ভারত সরকার প্রদত্ত আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তাঁরা বাড়িও পেয়েছেন। পুলিশ বিনা কারণে ভুয়ো পাসপোর্ট থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে ওই দম্পতিকে। তখনই ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'জাল পাসপোর্ট তৈরি করে ভারতে আসা অনেক বাংলাদেশির কাছে এরকম আধার ও ভোটার কার্ড রয়েছে। এই দম্পতি ভারতীয় নাগরিকত্বের সরকারি নথি ও প্রমাণপত্র নিয়ে আসলে তবেই জামিন মঞ্জুর করবে আদালত।' তবে আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দেন, ফরেন সিটিজেনশিপ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের ধারা দুই অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁরা ফরেন সিটিজেনশিপ অ্যাক্টের আওতায় পড়বেন না। তবে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ এই যুক্তি মানতে নারাজ। ওই দম্পতির জামিনের আবেদন খারিজ করে আদালত।

বেআইনি নির্মাণ রুখতে কমিটি গঠন রাজ্যের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি নির্মাণ রুখতে রাজ্য পর্যায়ের বিল্ডিং কমিটি গঠন করল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এই কমিটিতে ৮ জন সদস্য রয়েছেন। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এই কমিটির চেয়ারপার্সন। খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞরাও থাকছেন কমিটিতে। রাজ্যের কোনও জায়গায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় হেলে পড়া বাড়ির ঘটনা সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। তাই শুধু কলকাতা পুরসভাই নয়, সারা রাজ্যের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাতে বেআইনি নির্মাণ রোখা যায়।

বেআইনি নির্মাণ বা এই সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা থাকলে তা খতিয়ে দেখে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ দেবে এই কমিটি। বিপজ্জনক বাড়ির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের সঙ্গে আলোচনাও করতে পারবেন কমিটির সদস্যরা। রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর তাঁদের কাছে থাকবে। প্রয়োজনে কোনও পুর দপ্তর অঞ্চলভিত্তিক বিষয়ে কমিটির সদস্যদের থেকে পরামর্শ চাইতে পারে। পুর দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে এই কমিটির বিষয়ে জানানো হয়েছে।

সিবিআইয়ের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে আর্থিক দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সোমবার সিবিআইয়ের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, সিবিআই কি কাজ করবে না বলে এ ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে? বাংলায় থেকে সিবিআইয়ের এমন দশা হয়েছে? সাধারণ মানুষের টাকা তছরুপ হয়েছে, সেখানে রাজ্যের অনুমোদনের জন্য এফআইআর দায়ের করেনি সিবিআই।

বিচারপতি বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে এফআইআর করতে গেলে রাজ্যের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। নথি ও তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী সিবিআই সিদ্ধান্ত নেবে এফআইআর করা হবে কি না।' ব্যাংক দুটিতে আর্থিক দুর্নীতির ঘটনায় কয়েক বছর আগে অভিযোগ হলেও সিবিআই কোনও এফআইআর দায়ের করেনি। তাই এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি।

তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের অনুমোদনের জন্য কেন অপেক্ষা করবে সিবিআই? কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, পাবলিক সেক্টর সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য রাজ্যের অনুমোদন নিষ্প্রয়োজন।' বিচারপতি নির্দেশ দেন, সিবিআই প্রাথমিক অনুসন্ধান করে প্রথমে ব্যাংকগুলিকে জানিয়ে তাদের মতামত নেবে। তারপর দ্রুত এফআইআর দায়ের করবে। সিবিআইয়ের ডিআইজিকে দুটি মামলায় তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৫ ফাল্গুন ১৪৩১

ক্ষমাহীন অপরাধ

মহাকুম্ভের পথে নিঃসন্দেহে মহাবিপর্যয়। পুণ্য করতে গিয়ে এমন বিপদের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এর আগে কুম্ভে অগ্নিকাণ্ড, হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনাগুলি আকস্মিক। কিন্তু দেশের রাজধানীর বুকে যা হল, তাতে রেল কর্তৃপক্ষের দায়সারা মনোভাবকে বেআব্রু করে দিয়েছে। নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুকে একেবারেই আকস্মিক দুর্ঘটনা বলা যাবে না। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ঘোরালো হয়েছে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তা দেখেও দেখেনি।

রাত ১০টার কিছুক্ষণ আগে বিপত্তিটা হলেও রাত ৮টা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, স্টেশনে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। দেশের রাজধানীর বুকে নয়াদিল্লির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এমনিতেই নিরাপত্তার কারণে নজরদারি বেশি থাকার কথা। সিসিটিভিতে মোড়া থাকে এ ধরনের স্টেশন। থাকে কন্ট্রোল রুম, যেখান থেকে পুরো স্টেশনের ওপর লাগাতার নজরদারি চলে। রেলের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী সবসময় লক্ষ রাখে স্টেশনের আনাচে-কানাচে।

এই পরিস্থিতিতে ওপচানো ভিড় দেখে সতর্ক হওয়াই নিয়ম রক্ষীবাহিনীর। রেল প্রশাসনেরও পরিস্থিতি অজানা থাকার কথা নয়। কুম্ভগামী জনতার সংখ্যা যে নেহাত কম হবে না, আগাম টিকিট কাটার বহর দেখে তা বুঝে যাওয়া উচিত রেল কর্তৃপক্ষের। সেই টিকিটের সিংহভাগই ছিল সাধারণ শ্রেণির। ঘটনার প্রায় দু'ঘণ্টা আগে রাত ৮টার পরই স্টেশনের আজমেরি গেটের দিকের ওভারব্রিজটিতে জনস্রোত দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় অচল হয়ে গিয়েছিল।

সিসিটিভি ও মোতায়েন রেল রক্ষীবাহিনীর চোখে যদি তাতে বিপদসংকেত পৌঁছে না থাকে, তবে তার চেয়ে রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি আর কিছু হতে পারে না। ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপর ওভারব্রিজটিতে যে পরিমাণ লোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাতে ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও ছিল। চেষ্টা করেও লোক এগোতে পারছিল না। এসবই রেল প্রশাসনের আগাম বোঝার কথা। বোঝার সমস্ত রকম বন্দোবস্ত রেলের আছে।

তা সত্ত্বেও যদি রেল না বুঝে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে হয় বোঝার বন্দোবস্তগুলি অচল বা অকেজো হয়েছিল, নচেৎ বুঝেও পদক্ষেপ করেনি রেল কর্তৃপক্ষ। যখন কুম্ভে পুণ্যার্থীদের আমন্ত্রণের জন্য এত প্রচার চলছে সরকারি তরফে, তখন তাঁদের যাত্রাপথ মসৃণ করা সাধারণ প্রশাসনের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ট্রেনে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় গত কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল। উঠতে না পেরে ট্রেনে ভাঙচুর, অন্য যাত্রীদের ওপর হামলার ভিডিও যে হারে ভাইরাল হয়েছিল, তাতেও বিপদের আঁচ স্পষ্ট ছিল।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইসব হামলা বা তাণ্ডব ঠেকানোর চেষ্টা করেনি রেল। অপরাধ করেও সবাই পার পেয়ে গিয়েছে। কুম্ভে শেষ স্নানের আগে প্রয়াগরাজমুখী ভিড় যে মারাত্মক চেহারা নিতে পারে, তার সমস্ত আভাস ওইসব ঘটনায় ছিল। কিন্তু না রেল কর্তৃপক্ষ, না সাধারণ প্রশাসন যাত্রীদের এই স্রোতকে ট্রেনে তোলার, স্টেশনে জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ফলে রেল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সাধারণ প্রশাসনকেও সমানভাবে কাঠগড়ায় তোলা যায়। মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীর সংখ্যার রেকর্ড গড়ার বাসনাতেই সরকারের বেশি নজর ছিল। নিরাপত্তার দিকটা বরং অবহেলিত থেকে গিয়েছে। এতবড় মেগা ইভেন্ট সামলানো শুধু উত্তরপ্রদেশ সরকারের দায়িত্ব নয়। যে যে রাজ্য থেকে পুণ্যার্থীরা যাচ্ছেন বা যেসব রাজ্যের ওপর দিয়ে তাঁরা যাচ্ছেন, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির অধিক সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের আশপাশের রাজ্যগুলির দায়িত্ব ও নজরদারি থাকা অত্যন্ত জরুরি। নয়াদিল্লির ঘটনা প্রমাণ করল সেই দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সবাই ব্যর্থ হয়েছে। তার ওপর ঘটনার পর রেল প্রশাসন যেভাবে প্রথম প্রথম ঘটনাটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ওই গাফিলতি ফৌজদারি অপরাধের সমতুল। অতীতে এরকম বিপর্যয়ে রেলমন্ত্রীদের ইস্তফার নজির আছে। বর্তমান রেলমন্ত্রী টুঁ শব্দ না করে রেলের ক্ষমাহীন মনোভাবকে বেআব্রু করে দিলেন।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যাস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

লালনকে মুছলে আরও বিপন্ন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে লালন উৎসব বন্ধে প্রশাসনের অবস্থান চিন্তার। ধর্মীয় নেতাদের হুমকিতে মাথা নত করেছে প্রশাসন।

অংশুমান কর

অশান্ত বাংলাদেশে মৌলবাদ যে ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ক'দিন আগেই তসলিমা নাসরিনের বই স্টলে রাখার জন্য হামলা করা হল অমর একুশে গ্রন্থমেলায় সব্যসাচী প্রকাশনার স্টলে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বন্ধ হয়ে গেল লালন স্মরণ উৎসব, যে আয়োজনটি সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ টাঙ্গাইলের মধুপুরে। ২০১৭ সালে টাঙ্গাইলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লালন সংঘ। এই সংঘই প্রতিবছর এই লালন উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এবছর এই আয়োজনটি করা গেল না, তার কারণ মধুপুর হেফাজতে ইসলাম এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। স্মরণ অনুষ্ঠানটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তাই হেফাজতে ইসলামের তরফে অনুষ্ঠান বন্ধ করার হুমকি দেওয়ার পরেই হেফাজতের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন লালন সংঘের কর্তাব্যক্তিরা। কিন্তু সেই বৈঠকেও বরফ গলেনি।

সাম্প্রতিক অতীতে এই প্রথম লালন উৎসব বা লালন-স্মরণ যে বন্ধ হয়ে গেল বাংলাদেশে, এমনটা নয়। গতবছরের নভেম্বর মাসেও এই ঘটনা ঘটেছিল। দশ বছর ধরে চলা 'লালনমেলা' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জে। সেবারও এই মেলা বন্ধে হুমকি এসেছিল হেফাজতে ইসলামের তরফেই। হুমকির বহর ছিল এমনই যে, বিভিন্ন জায়গা থেকে লালনভক্তরা এসে মেলা প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া সত্ত্বেও জেলা প্রশাসন শেষপর্যন্ত মেলার অনুমতি দেয়নি।

সেই লালনমেলার আয়োজক ছিলেন ফকির শাহাজালাল। মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, মেলাটি আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে পড়তে হয়েছিল হুমকির মুখে। নারায়ণগঞ্জের মেলাটি বন্ধ করে দেওয়ার পেছনে হেফাজতে ইসলাম একটি অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিল। এই সংগঠনটির নেতারা বলেছিলেন, ওই মেলাতে নাকি অপসংস্কৃতির চর্চা করা হয়! তাঁদের আপত্তির পরেও যদি মেলার আয়োজন করা হয় তাহলে যে কোনওভাবে মেলাটিকে ভন্ডুল করে দেওয়ার হুমকিও তাঁরা দিয়েছিলেন। এই হুমকির উলটো দিকে দাঁড়িয়ে নারায়ণগঞ্জের সংস্কৃতিকর্মীরা পালটা কর্মসূচি পালন করেছিলেন নারায়ণগঞ্জ শহরে। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এই অজুহাত দিয়ে মেলার অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন।

নারায়ণগঞ্জের মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের মুক্তমনা উদারপন্থী চিন্তকদের অনেকেই বলেছিলেন যে, লালনমেলায় অপসংস্কৃতির চর্চা হয়- হেফাজতের এই যুক্তি নেহাত অজুহাত মাত্র। হেফাজতে ইসলাম চায় না লালনের মতাদর্শের প্রচার।

টাঙ্গাইলের মধুপুরের লালন স্মরণ উৎসব বন্ধ করার জন্য যে-হুমকি হেফাজতে ইসলাম দিয়েছে, তা কিন্তু প্রমাণ করেছে উদারপন্থী চিন্তকরা যে আশঙ্কা করেছিলেন, তাই সত্য। মধুপুরের হেফাজতে ইসলাম শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল্লাহ পরিষ্কার জানিয়েছেন, লালন স্মরণ উৎসব বন্ধ করা হয়েছে, কারণ ইসলামের সঙ্গে অনুষ্ঠানটির মতবিরোধ আছে।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় লালন ফকিরের মূর্তি ও সমাধিস্থল। পদ্মাপারের নব্য নেতাদের অনেকের কাছে লালনও যেন পরিত্যক্ত।

অর্থাৎ, লালনের মতাদর্শের সঙ্গে ইসলামের সংঘাত রয়েছে।

সত্যিই ইসলামের আদর্শের সঙ্গে লালনের মতাদর্শের কোনও বিরোধ আছে কি না তা গূঢ় দার্শনিক প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তর এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে না খোঁজার চেষ্টা করাই ভালো। এইটুকু বরং বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, হেফাজতে ইসলাম মনে করছে লালনের উদার, মানবতাবাদী, ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে-ওঠা মতাদর্শটি তাদের জন্য বিপজ্জনক। এই ধারণাটি মান্যতা পায় লালন স্মরণ উৎসবের সংগঠকদের একটি কথা থেকেও। এই উৎসবের আয়োজক সবুজ মিয়াঁ একটি সংবাদপত্রকে জানিয়েছেন যে, হুমকি এসেছিল এই মর্মে যে লালনের মতাদর্শ মধুপুরে প্রচার করতে দেওয়া হবে না। যে লালন লিখেছিলেন, 'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান/নারীলোকের কী হয় বিধান', কট্টরপন্থী মুসলিমরা যে তাঁকে এক কালাপাহাড় হিসেবেই দেখবেন তা বোধহয় প্রত্যাশিতই।

দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই চিন্তার হল প্রশাসনের অবস্থান। দুটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় নেতাদের হুমকির কাছে মাথা নত করেছে প্রশাসন। হুমকির কাছে মাথা নত না করে প্রশাসনের উচিত ছিল লালনমেলা এবং লালন স্মরণ উৎসবকে সংগঠিত করতে সাহায্য করা। প্রশাসন তা করেনি। একই কথা প্রযোজ্য বইমেলায় সব্যসাচীর স্টলে হামলা প্রসঙ্গেও। সরকারি বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দে করা হলেও একজন হামলাকারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। উলটে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সব্যসাচী প্রকাশনার শতাব্দী ভবকে।

একইভাবে সরকার নীরব দর্শক হয়ে দেখেছে ৩২ ধানমন্ডি রোডে শেখ মুজিবুর স্মৃতিধন্য বাড়িটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নীরব থেকেছে সাতক্ষীরার বইমেলায় বামপন্থী মতাদর্শের সংগঠন উদীচীর স্টলে হামলা হওয়ার সময়ও।

এ নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না যে, শেখ হাসিনার আমলে অন্যায় হয়েছে বহু। জাতিসংঘের রিপোর্টেও একথা স্পষ্ট করা হয়েছে, জুলাই গণ অভ্যুত্থানে বলপ্রয়োগ করে, পরিকল্পিতভাবেই হত্যা করা হয়েছে ছাত্রছাত্রী সহ অসংখ্য নিরীহ মানুষকে। এই ক্ষত এখনও বাংলাদেশের স্মৃতিতে দগদগে।

একথাও মানতেই হয়, জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও একটি মূলগত পরিবর্তন হয়েছে। এত সহজে ওই দেশে শান্তি আসবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, শান্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী ইউনূস ও তাঁর সরকারের সদিচ্ছা কতটুকু? মুখে তাঁরা শান্তির কথা বলছেন বটে, কিন্তু কাজে সে কথার প্রতিফলন ঘটছে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একটি নিউজ পোর্টালকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে ইউনূসের প্রেস উপদেষ্টা শফিকুল আলম বলেছেন, 'আপনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, নাস্তিক- যা খুশি হতে পারেন। যে কোনও লিঙ্গের হতে পারেন। মানবাধিকারই সবচেয়ে বড় কথা।'

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের প্রেস উপদেষ্টা মুখে একথা বলছেন বটে, কিন্তু মানবাধিকার রক্ষণে সরকার কতখানি উদ্যমী এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ঠিক যেমন লালনমেলা ও লালন স্মরণ উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার পরে হাস্যকর ঠেকছে শফিকুল আলমের বলা এই কথাটিও যে, তাঁদের চিন্তায় 'নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আছেন। লালন ফকির আছেন'।

ইউনূস সরকারের বোঝা উচিত যে, কোনও ধরনের ধর্মীয় সংগঠনের চাপের কাছে মাথা নত করা আসলে বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়া।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কবি সোহেল হাসান গালিবের গ্রেপ্তার এই বার্তাই দিচ্ছে। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পক্ষ নিয়েছিলেন গালিব। কিন্তু একটি কবিতায় তিনি নবির অসম্মান করেছেন মৌলবাদীরা এই দাবি তোলায়, তাঁকে জেলে পুরতে বাধ্য হয়েছেন ইউনূস সরকার। ইউনূস সরকার কথায় ও কাজে ফারাক দেখাতে থাকলে, এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটবে।

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া ইউনূসের মনে রাখা উচিত যে, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব বিশেষ করে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। দায়িত্ব মাজার-মন্দিরে হামলা রোখা। নতুন সংবিধান রচনা করার চেয়ে এই কাজ কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ক্রমশ সংঘটিত হতে শুরু করেছে। হিন্দু এবং মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়েরই কট্টরপন্থী মানুষজনের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য ভালো কোনও বার্তা বয়ে আনবে না। মনে রাখা উচিত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে মূলগত তফাত রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বলিদান দিয়ে বাংলাদেশ শান্ত ও সুস্থির থাকবে না। লালনকে বাদ দিলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আশা করি দেশটির বর্তমান কান্ডারি স্মরণে রেখেছেন যে, দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই উপমহাদেশের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে লিখেছিলেন, ''হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/ কান্ডারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!'

(লেখক সাহিত্যিক, অধ্যাপক)

আজ

১৮৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

১৯৭৭

অভিনেত্রী কাবেরী বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে ভারতকে প্রথমে তিস্তার পানি দিতে হবে। সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই বন্ধুত্ব হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ভারত বন্ধুত্ব পাতাতে চাইলে কোনওমতেই ওদের দাদাগিরি করা যাবে না।

- ফখরুল ইসলাম
(বাংলাদেশের বিএনপির মহাসচিব)

ভাইরাল/১

ট্রেনে ফের অপ্রীতিকর ঘটনা। এবার ছোলা লুটের ভিডিও ভাইরাল। ভিড় ট্রেনে ছোলা বিক্রি করতে উঠেছিলেন এক বিক্রেতা। সুযোগ বুঝে কয়েকজন তাঁর মাথায় রাখা ঝুড়ি থেকে মুঠো মুঠো ছোলা তুলে খেতে থাকেন। ছিছিক্কার নেটিজেনদের।

ভাইরাল/২

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বক্সারে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের মাঠটি ফুলের টব দিয়ে সাজানো। মুখ্যমন্ত্রী চলে যেতেই জনতা টবগুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। মুহূর্তে মাঠ প্রায় ফাঁকা। কিছু কচিকাঁচাকেও মাথায় করে টব নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

জনমন জনমত

বাজেট বাড়লেই গবেষণার মান নাও বাড়তে পারে

এবারের বাজেটে গবেষণার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে ১০ হাজার নতুন ফেলোশিপের। সংখ্যার দিক থেকে দেখলে এটা অবশ্যই ভালো খবর। কিন্তু শুধু বাজেট বাড়লেই কি গবেষণার মানোন্নয়ন হবে? বরাদ্দ করা টাকা ঠিকমতো কাজে না লাগলে বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আটকে থাকলে, গবেষকদের সমস্যার আসল সমাধান হবে না।

ভারতে গবেষণার অন্যতম বড় সমস্যা আমলাতান্ত্রিক বাধা। গবেষণার অনুদান পাওয়ার জন্য অনেক ধাপে অনুমোদন নিতে হয়। ফলে টাকা হাতে আসতে দেরি হয়। ল্যাবের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। এত ঝামেলার মধ্যে অনেক মেধাবী গবেষক হতাশ হয়ে যান। তাই শুধু টাকা বরাদ্দ করলেই হবে না, বরং সেটার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাটাই আসল চ্যালেঞ্জ।

আরেকটি বড় সমস্যা, গবেষণায় বেসরকারি বিনিয়োগের অভাব। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে গবেষণায় বিনিয়োগ করে। গুগল, মাইক্রোসফট বা টেসলার মতো কোম্পানিগুলো গবেষণায় প্রচুর অর্থব্যয় করে এবং নতুন উদ্ভাবনগুলো সরাসরি প্রযুক্তি ও শিল্পে কাজে লাগে। কিন্তু ভারতে গবেষণার মূল ভরসা শুধু সরকারি তহবিল। ফলে গবেষণার গতি ধীর হয়ে যায় আর অনেক প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্প মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতীয় গবেষকদের বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা ('ব্রেন ড্রেন') আরেকটি বড় সমস্যা। শুধু বেশি বেতনের জন্য নয়, বরং উন্নত গবেষণার সুবিধা, ভালো ল্যাব, অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা এবং কম প্রশাসনিক ঝামেলার কারণেই গবেষকরা বিদেশে যেতে চান। চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া এই সমস্যার ভালো সমাধান করেছে। তারা গবেষকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বড় বৃত্তি, গবেষণা অনুদান এবং অত্যাধুনিক ল্যাব সুবিধা দিয়েছে। ফলে, তারা 'ব্রেন ড্রেন'-এর বদলে 'ব্রেন গেন' ঘটাতে পেরেছে।

ভারতেও যদি গবেষকদের জন্য উন্নত সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা যায়, ল্যাবগুলোর মান বাড়ানো হয় এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানো হয়, তাহলে গবেষণার মানও বাড়বে। সরকার গবেষণার জন্য টাকা বরাদ্দ করেছে, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। কিন্তু সেই টাকা গবেষকদের হাতে সঠিক সময়ে পৌঁছাচ্ছে কি না, সেটাও দেখতে হবে। শুধু বাজেট বাড়িয়ে গবেষণার মান বাড়ানো সম্ভব নয়, বরং তার সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কারও দরকার।

নীলাচল রায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নগরজীবনে বিষণ্ণতার প্রান্তরে একাকিত্ব

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক গবেষণা বলছে, ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের ৭০ শতাংশই নির্দিষ্ট সময় পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

রুদ্র সান্যাল

শহরজীবন যত আধুনিক হচ্ছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে বাড়ছে একাকিত্বের সমস্যা। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, নগরজীবনে বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্যে বিষণ্ণতা ও মানসিক চাপে ভোগার হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে মানুষ আজ বাস্তব সম্পর্কগুলোকে অবহেলা করছে, ফলে তারা ভার্চুয়াল জগতে বন্ধুত্বের আশ্রয় নিচ্ছে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর।

ভারতের বড় শহরগুলোতে চাকরি ও শিক্ষার কারণে একা বসবাসের প্রবণতা বেড়েছে। এক সার্ভে অনুযায়ী, কলকাতায় বসবাসরত প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ তাদের কর্মব্যস্ত জীবনের কারণে পরিবার বা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করার সুযোগ পায় না। প্রতিযোগিতার এই শহরে মানুষ দিনশেষে ক্লান্ত শরীরে বাড়িতে ফিরলেও, তাদের মনের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য তেমন কেউ থাকে না। ফলে তারা সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বর্তমানে কৃত্রিম সম্পর্কের বিস্তারও একাকিত্বের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সম্পর্কগুলো দিন-দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের ৭০ শতাংশই নির্দিষ্ট সময় পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কারণ এসব সম্পর্ক মূলত তাৎক্ষণিক বিনোদন বা প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। বাস্তব জীবনে কাউকে সময় দেওয়া বা

মানসিকভাবে সমর্থন করা যেখানে কঠিন, সেখানে ভার্চুয়াল জগতে কয়েক সেকেন্ডেই 'লাইক' বা 'কমেন্ট' দিয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখা সম্ভব।

একাকিত্ব মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিষণ্ণতা হবে বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা, যার বড় একটি অংশ শহুরে একাকিত্বের কারণেই হবে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। একটি মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩৫ শতাংশ তরুণ-তরুণী একাকিত্বজনিত বিষণ্ণতায় ভুগছেন, যা তাঁদের কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিগত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে একাকিত্বের হার আরও বেশি। শহরজীবনের ব্যস্ততায় অনেক পরিবার তাদের বয়স্ক সদস্যদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারে না, ফলে তাঁরা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। পরিবার ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ভার্চুয়াল সম্পর্কের চেয়ে বাস্তব যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। গবেষকরা মনে করেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, নিয়মিত পারিবারিক সময় কাটানো, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে একাকিত্ব অনেকটাই কমানো সম্ভব। এছাড়া, কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে সময় বের করে প্রকৃতির কাছাকাছি যাওয়া, বই পড়া ও ব্যায়ামে মনোযোগী হওয়াও একাকিত্ব দূর করতে সহায়ক হতে পারে।

শহরজীবনের আধুনিকতা ও প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু আন্তরিকতা কমিয়ে দিয়েছে। যদি আমরা কৃত্রিম সম্পর্কের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিই, তবে নগরজীবনের একাকিত্ব অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। বাস্তব সম্পর্ক ও মানবিক সংযোগই পারে আমাদের জীবনকে সত্যিকারের অর্থবহ করে তুলতে।

(লেখক বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৮

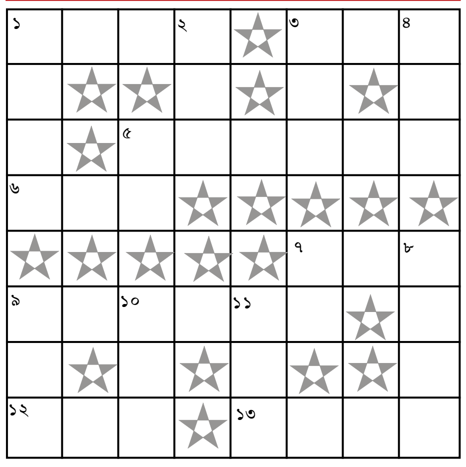

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। আখরি বা সর্বশেষ ৫। গরিব দুখিদের মধ্যে সমগ্রী বিতরণ ৬। স্থানও হতে পারে, ভুসম্পত্তিও হতে পারে ৭। কাঁটাওয়ালা গাছ ৯। আলোচনা বা বাক্যবিনিময় ১২। পদ্মফুলের ডাঁটা ১৩। যাঁরা পাটি বা মাদুর তৈরি করেন।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার ২। ম্লান, নিষ্প্রভ বা কলঙ্কযুক্ত ৩। আশ্বাস বা ভরসা দেওয়া ৪। সাহায্য, সহযোগিতা বা উৎসাহ দেওয়া ৫। নিক্ষেপ করা, ঠকানোও হতে পারে ৭। এক ধরনের মাছ, বন্যাও হতে পারে ৮। এক নাগাড়ে, যেখানে থামার প্রয়োজন নেই ৯। ধারণা বা আন্দাজ করা ১০। চোখের পাতা পড়তে যেটুকু সময় লাগে ১১। চলতে চলতে থেমে যাওয়া।

সমাধান ■ ৪০৬৭

পাশাপাশি : ১। ফালতু ৪। মুখর ৫। হাবা ৭। নাকাল ৮। শরিকানা ৯। বাতায়ন ১১। সীবন ১৩। চাড় ১৪। চশমা ১৫। নাচার।

উপর-নীচ : ১। ফাতনা ২। তুমুল ৩। দরবেশ ৬। বাহানা ৯। বাগিচা ১০। নষ্টচন্দ্র ১১। সীমানা ১২। নজির।

চর্চায়

বিয়েবাড়িতে অতিথি হিসেবে হাজির গায়ক শংকর মহাদেবন। মঞ্চে উঠে তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন বরকে। ''আমার এখানে আসতে পারেন। কিন্তু শর্ত হল, আমার সঙ্গে 'ব্রেথলেস' গানটি গাইতে হবে।'' বর সঙ্গে সঙ্গে উঠে যান মঞ্চে। বিয়ে তখনও শেষ হয়নি। তিনি নির্দ্বিধায় শংকরের সঙ্গে গাইতে শুরু করেন।

তিস্তার জল চেয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি বিএনপি-র

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতবিদ্বেষের খেলায় এবার তিস্তার জলকে ঘুঁটি করছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। ওই সরকারের অন্যতম প্রধান মদতদাতা বিএনপি-র তরফে সোমবার রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, ভারত যদি বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে তাদের তিস্তানদীর জলের ন্যায্য ভাগ দিতে হবে। পাশাপাশি তিস্তার মহাপ্রকল্পের বাস্তবায়নেরও দাবি তোলা হয়েছে। সোমবার থেকে লালমণিরহাটের কাউনিয়ায় তিস্তা পাড়ে দু-দিন ব্যাপী লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি এবং সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

ওই সমাবেশে যোগ দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, তিস্তা রক্ষার আন্দোলন বাঁচা-মরার লড়াই। জনগণ লড়াইয়ের মাধ্যমে তিস্তাকে রক্ষা করবে। 'জাগো বাহে, তিস্তা বাঁচাই' শীর্ষক ওই সমাবেশে তিস্তার জলের ভাগ আদায়ে ইউনূসের সরকারকে জোরালো ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান ফখরুল। পাশাপাশি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ বিক্রি করে তিস্তার জল আনতে পারেননি বলেও তোপ দাগেন বিএনপি-র এই শীর্ষনেতা। ফখরুল বলেন, 'একদিকে যখন ভারত সব বাঁধ ছেড়ে দেয় এবং গেটগুলি খুলে দেয় তখন সেই জলের তোড়ে আমাদের ঘরবাড়ি, গ্রাম, ধানের খেত সব ভেসে যায়। আবার যখন সেইসব বন্ধ করে দেয় তখন আমাদের সমস্ত এলাকা খরায়

তিস্তার জলের ন্যায্য ভাগ দেওয়ার দাবিতে মিছিল। সোমবার বাংলাদেশে।

শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। তিস্তা পাড়ের মানুষের দুঃখ আর যায় না।'

খালেদা জিয়ার দলের এই নেতা বলেন, 'বহু আগে থেকে আমরা তিস্তার ন্যায্য পাওনা চাইছি। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানিরা বলেছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর আমরা বলেছি। আওয়ামি লিগের সরকার আসার পর সবাই ভেবেছিলেন, ভারতের বন্ধু আওয়ামি লিগ। সুতরাং তিস্তার জল বোধহয় এবার পেয়ে যাব। কিন্তু গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশটাকে বেচে দিয়েছেন। তিস্তার একফোঁটা জলও আনতে পারেননি।'

ভারতবিদ্বেষের পালে হাওয়া দিয়ে ফখরুলের তোপ, 'শুধু তিস্তা নয়, ভারত থেকে ৫৪টি নদী আমাদের দেশে এসেছে। সবগুলির উজানে তারা বাঁধ দিয়েছে। জল তুলে নিয়ে যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আর আমাদের দেশের মানুষ এখানে ধান ফলাতে পারেন না। ফসল ফলাতে পারেন না। তাঁদের জীবন-জীবিকা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। আমাদের জেলেরা মাছ ধরতে পারেন না।'

বিএনপি তিস্তা নিয়ে আন্দোলনের শেষ দেখে ছাড়বে বলেও হুমকি দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশে তিস্তার দুই পাড়ে ২৩০ কিলোমিটার অংশে ১১টি স্থানে ওই ৪৮ ঘণ্টার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তাতে মানুষের নিশিযাপনের জন্য কয়েকশো তাঁবু তৈরি করা হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তার জলবণ্টন সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের পাওয়ার কথা তিস্তার ৩৭.০৫ শতাংশ জল। অপরদিকে ভারতের প্রাপ্ত ৪২.০৫ শতাংশ জল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে শেষপর্যন্ত তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

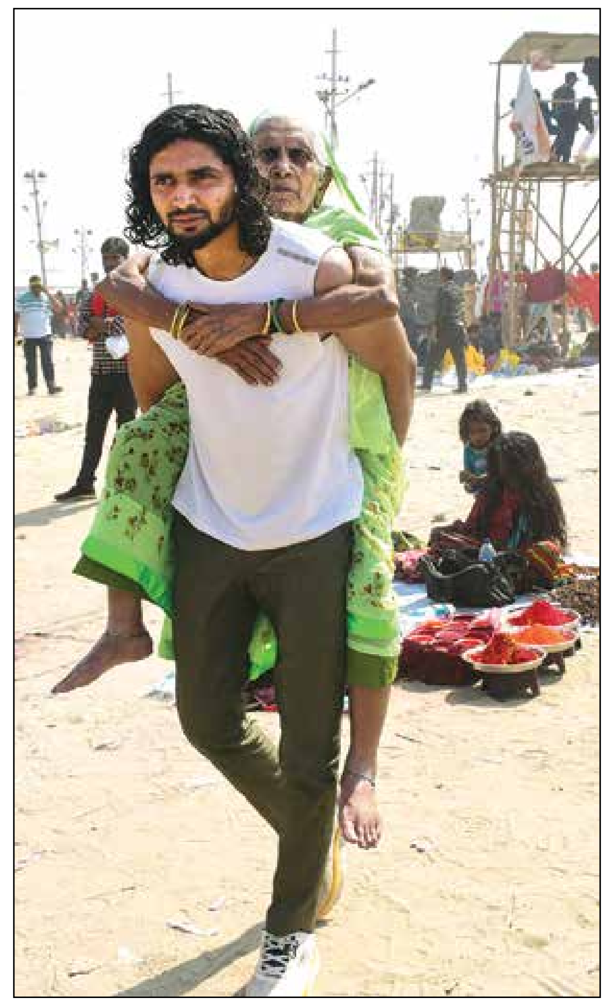

ছেলের পিঠে সওয়ার... মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সঙ্গমের পথে। প্রয়াগরাজে।

'অনেক হয়েছে', ধর্মস্থান নিয়ে নতুন আবেদন খারিজ

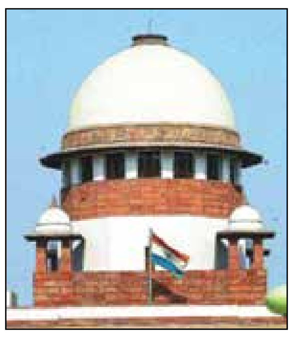

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইন সংক্রান্ত মামলায় একের পর এক নতুন আবেদন জমা পড়ায় বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট সোমবার এই মনোভাব ব্যক্ত করেছে। এই আইন অনুযায়ী, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট যে উপাসনাস্থলের ধর্মীয় পরিচয় যেমন ছিল, তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সোমবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না স্পষ্টভাবে বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ। এর একটা শেষ থাকা উচিত।' তিনি জানিয়ে দেন, 'এই বিষয়ে নতুন করে কোনও আবেদন আর গ্রহণ করা হবে না।' বিচারপতি খান্না আরও বলেন, 'এত আবেদন জমা পড়ছে যে, আমাদের পক্ষে সব শুনে ওঠা সম্ভব নয়।' বিচারপতি খান্না একইসঙ্গে এও বলেন, 'তবে নতুন আবেদনে যদি এমন কোনও যুক্তি উত্থাপন করা হয় যা আগে বলা হয়নি, তবে সেটি গ্রহণ করা যেতে পারে।'

সোমবার ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইনের বৈধতা নিয়ে দায়ের করা মামলাগুলির শুনানি চলাকালীন এই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। ওই আইনে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের অবস্থান অনুযায়ী উপাসনাস্থলের ধর্মীয় চরিত্র পরিবর্তন বা পুনরুদ্ধারের আর্জি নিয়ে মামলা দায়ের নিষিদ্ধ করা হয়। তবে রাম জন্মভূমি বিরোধ এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

উপাসনাস্থল আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রথম আবেদনটি করেছিলেন অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায়। তবে গত বছর আদালত ১০টি মসজিদ পুনরুদ্ধারের দাবিতে হিন্দুপক্ষের ১৮টি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে এবং মন্দির-মসজিদ সংক্রান্ত সব মামলা একত্রিত করে। এর মধ্যে শাহি ইদগাহ-কৃষ্ণ জন্মভূমি, কাশী বিশ্বনাথ-জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং সম্ভাল মসজিদ সংক্রান্ত মামলাও রয়েছে।

আবেদনকারীদের পক্ষে সিনিয়ার অ্যাডভোকেট বিকাশ সিং আদালতকে জানান, কেন্দ্রের কাছ থেকে এখনও উত্তর মেলেনি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হবে।

ভুবনেশ্বরে আত্মঘাতী নেপালি ছাত্রী

ভুবনেশ্বর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : এক নেপালি ছাত্রীর আত্মহত্যার জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছে ওড়িশার কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজি (কেআইআইটি)। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নেপাল থেকে আসা অন্যান্য পড়ুয়ারা। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ক্যাম্পাস সূত্রে খবর, আত্মঘাতী ছাত্রীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই ছাত্রীটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

নেপালি পড়ুয়াদের অভিযোগ, মৃত্যুর ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পরেই নেপালি ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি কেআইআইটির কোনও আধিকারিক। রবিবার হস্টেলের ঘর থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীটির দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বন্ধুদের দাবি, ছাত্রীর সঙ্গে অদ্বিক শ্রীবাস্তব নামে এক ছাত্রের সম্পর্ক ছিল। ছাত্রীটিকে নাকি মাঝেমধ্যে হেনস্তা করতেন অদ্বিক। তাঁর প্ররোচনায় নেপালি পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অদ্বিককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

রবিবার ছাত্রীর আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্যাম্পাসে জড়ো হন কয়েকশো নেপালি ছাত্রছাত্রী। 'আমরা বিচার চাই' বলে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। সোমবারও কেআইআইটি ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা লক্ষ করা গিয়েছে।

শপথের দিন ঠিক, মুখ্যমন্ত্রী খুঁজতে হিমসিম

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে? আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে বিজেপি। দিল্লি বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল ৮ ফেব্রুয়ারি। বিজেপি ৪৮টি আসনে জয়ী হয়। ১০ দিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় বিজেপি। তবে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে না পারলেও শপথগ্রহণের দিনক্ষণ এবং স্থান নির্ধারণ করে ফেলেছে পদ্মব্রিগেড। বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দানে বিকাল সাড়ে চারটেয় দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপি কেন মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করতে পারছে না, সেই প্রশ্ন তুলে সোমবার তোপ দেগেছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। তিনি বলেন, 'ফলপ্রকাশের পর থেকে ১০ দিন কেটে গিয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বাসিন্দারা নতুন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার বাকি সদস্যদের নাম জানতে পারবে বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট যে, দিল্লিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মুখের অভাব রয়েছে।' বিজেপির অন্দরের ডামাডোলে পরিষদীয় দলের বৈঠকও পিছিয়ে গিয়েছে। সোমবার ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি পিছিয়ে বুধবার করা হবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

পরিবারের ৪ জনের মৃত্যু

মাইসুরু, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কর্ণাটকের মাইসুরুতে দিল্লির বুরারি কাণ্ডের ছায়া। এক ব্যবসায়ী, তাঁর স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও ব্যবসায়ীর মায়ের দেহ মিলেছে মাইসুরু এক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। মাইসুরুর পুলিশ কমিশনার সীমা লটকর জানিয়েছেন, রবিবার তাঁরা সকলে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক অনুমান, ঋণে জর্জরিত হয়ে এই কাণ্ড। বাড়ির সবাইকে বিষ খাইয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন পরিবারের কর্তা চেতন। দেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

যাবজ্জীবন

পানাজি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ২০১৭ সালে গোয়ায় এক আইরিশ-ব্রিটিশ পর্যটককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আসামিকে আট বছর পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল গোয়ার মারগাঁও জেলা দায়রা আদালত। সোমবার বিকট ভগত নামে ৩১ বছরের ওই তরুণকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনানো হয়েছে। বিকটের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, খুন ছাড়াও চুরি এবং প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার সব ক'টি আদালতে প্রমাণিত হয়। কারাদণ্ডের পাশাপাশি তথ্যপ্রমাণ লোপাট সহ একাধিক কারণে মোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে অপরাধীকে।

জোর সীমান্ত নিরাপত্তায়, অনুপ্রবেশ বন্ধে

বিজিবি-বিএসএফ বৈঠক শুরু দিল্লিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে বিএসএফ-বিজিবি-র ডিজি পর্যায়ের ৫৫তম সীমান্ত বৈঠক শুরু হল। চারদিনের এই বৈঠক নিয়ে ভারত আশাবাদী। কেন্দ্র জানিয়েছে, তারা আশা করে 'সমস্ত পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক (মউ) ও অন্য চুক্তিগুলিকে যথাযথভাবে সম্মান করা হবে।' এদিন সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিজিবির ডিজি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী সহ ১৩ সদস্যের বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান বিএসএফ প্রধান দলজিৎ সিং চৌধুরী। গত ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের পট পরিবর্তনের পর বিজিবি-বিএসএফের এটাই প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক।

বৈঠক প্রসঙ্গে বিজিবির তরফে বলা হয়েছে, 'সীমান্ত সম্পর্কিত নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং দুই বাহিনীর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলাই এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য।' বিজিবি প্রতিনিধিদলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশ মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধি দপ্তর এবং যৌথ নদী কমিশনের কর্মকর্তারাও রয়েছেন।

দুই দেশের ডিজি পর্যায়ের এই বৈঠকে যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে তার মধ্যে রয়েছে, সীমান্ত হত্যা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘন, অননুমোদিত পরিকাঠামো নির্মাণ, সমন্বিত বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া ও অন্যান্য উন্নয়নকাজ এবং উপযুক্ত পানীয় জলের শোধনাগার স্থাপন। আগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছিলেন, 'এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশ 'ভিন্ন সুরে' কথা বলবে।'

সম্মেলনে মুখ্য আলোচ্য বিষয় হতে চলেছে কাঁটাতারের বেড়া। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী দাবি করেছেন, সীমান্তের পাঁচটি স্থানে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিজিবি ও স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদে তা সফল হয়নি। এর মধ্যে লালমণিরহাটের তিনবিঘা করিডর, নওগাঁর পত্নীতলা এবং আরও তিনটি এলাকা রয়েছে, যেখানে ভারত ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিতে চেয়েছে।

যদিও ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্ত নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য তারা আগের সব সমঝোতা বাস্তবায়ন করতে চায় এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে সহযোগিতামূলক মনোভাব আশা করছে। ভারতের মতে, সীমান্তে বেড়া, নিরাপত্তা লাইটিং, প্রযুক্তিগত নজরদারি ও গবাদিপশুর বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি 'সীমান্ত সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ' হিসেবেই নেওয়া হচ্ছে।

বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির ওপর ভিত্তি করেই দুই দেশের সীমান্ত সম্পর্ক ভবিষ্যতে কোন পথে এগোবে, তা স্পষ্ট হবে।

মুখোমুখি বিএসএফ এবং বিজিবি-র দুই ডিজি। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

অহং ছাড়ুন, কেন্দ্রকে কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অহং বাদ দিয়ে দেশের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি নিয়োগের বার্তা দিল কংগ্রেস। দেশের প্রধান বিরোধী দলের সাফ কথা, সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু সিইসি নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন আইন নিয়ে মামলা চলছে তাই আপাতত এই নিয়োগ স্থগিত রাখা উচিত। মঙ্গলবার

নতুন সিইসি নিয়োগ

বর্তমান সিইসি রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁর জায়গায় দেশের পরবর্তী নতুন সিইসি কে হবেন তা নিয়ে সোমবার নিয়োগ কমিটির বৈঠক বসে। আইন অনুসারে ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পাশাপাশি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও যোগ দেন। বৈঠকের পর একটি ডিসেন্ট বা অসম্মতি নোট জমা দেন রাহুল। তাতে তিনি জানিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু সিইসি নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের শুনানি চলছে তাই এই বৈঠক ডাকা উচিত হয়নি।

অজয় মাকেন বলেন, 'আজ সিইসি নিয়োগ নিয়ে বৈঠক বসেছিল। আমরা মনে করি, যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট ১৯ ফেব্রুয়ারি শুনানি করে সিদ্ধান্ত জানাবে যে নিয়োগ কমিটির কাঠামো কেমন হওয়া উচিত, তাই বৈঠক স্থগিত রাখা উচিত ছিল।' অভিযোগ, প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ কমিটি থেকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়। বরং কমিশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে চাইছে। পরবর্তী সিইসি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

সাতসকালে কাঁপল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নয়াদিল্লি। বহু মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সোমবার ভোর ৫টা ৩৬ নাগাদ দিল্লি, গাজিয়াবাদ, নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা ছাড়াও ভূমিকম্প অনুভূত হয় আগ্রা, হরিয়ানা ইত্যাদি এলাকায়। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'দিল্লি ও রাজধানীর লাগোয়া এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সবাইকে শান্ত থাকতে এবং সুরক্ষা বিধি মেনে চলার পাশাপাশি সম্ভাব্য আফটারশকের জন্য সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।' ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল দিল্লির ধৌলাকুঁয়া। মাটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীর ছিল কম্পনের কেন্দ্রস্থল। কম্পনের মাত্রা ছিল ৪। এদিনই বিহারের সিওয়ান জেলার বিস্তীর্ণ অংশে ভূমিকম্প হয়।

প্রশ্ন মোদির আর্থিক উপদেষ্টার

'ভারতে কারা মার্কিন অনুদানের প্রাপক?'

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পালনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রকে মজবুত করতে অনুদান দিত আমেরিকা। সেই নীতি মেনে ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতেও ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছিল তারা। ইউএসএআইডি-র মাধ্যমে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছিল। ক্ষমতায় এসেই সরকারি খরচ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর 'গাইডলাইন' মেনে ভারত সহ বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র মজবুত করার খাতে দেওয়া অনুদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এলন মাস্ক পরিচালিত আমেরিকার দক্ষতা বিষয়ক মন্ত্রক। তাদের সেই ঘোষণাকে সামনে রেখে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগছে বিজেপি। এবার শাসকদলের সুরে

> ভারতে ভোটারদের উৎসাহিত করতে বরাদ্দ ২ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নতি করার জন্য ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের প্রাপকদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।
>
> **সঞ্জীব সান্যাল**
> প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

সুর মেলাতে শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারাও।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সান্যাল প্রশ্ন তুলেছেন, আমেরিকা থেকে এই খাতে বরাদ্দ অনুদান কাদের কাছে যাচ্ছিল? ইউএসএআইডিকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সান্যাল বলেন, 'ভারতে ভোটারদের উৎসাহিত করতে বরাদ্দ ২ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নতি করার জন্য ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের প্রাপকদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। নেপালের উন্নতির জন্য ব্যয় করা ২ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলারের কথা তো ছেড়েই দিলাম।' প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টার মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ২০১২-য় ভারতে ভোটদানের হার বাড়াতে একটি মার্কিন সংস্থা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট একটি সংস্থাকে নাকি অনুদান দিয়েছিল। সোমবার সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি। তিনি বলেন, '২০১২ সালে যখন আমি সিইসি ছিলাম, তখন ভারতের নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়াতে একটি মার্কিন সংস্থার সঙ্গে মিলিয়ন ডলার তহবিলের জন্য নির্বাচন কমিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে গণমাধ্যমের একাংশের প্রতিবেদনে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই।' কুরেশি জানিয়েছেন, ২০১২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ সুবিধা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনও অনুদানের প্রতিশ্রুতি ছিল না।

বিজেপি অবশ্য এই ইস্যুতে জমি ছাড়তে নারাজ। রবিবার দলের মিডিয়া সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেছিলেন, 'ভোটদানের হার বাড়াতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার? এটা তো ভারতের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ। এর ফলে কে লাভবান হয়েছে? বলাই যায় যে সেটা শাসকদল নয়।' তাঁর আরও বক্তব্য ছিল, 'কংগ্রেস ও গান্ধি পরিবারের সঙ্গে সোরোসের যোগাযোগের কথা সবাই জানেন। আমাদের ভোট প্রক্রিয়ায় ওঁর ছায়া পড়েছে।' সোমবার কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুযোগে বিদেশি অনুদান নিয়ে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস। ত্রিবেদী বলেন, 'আমরা কংগ্রেসকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই... এই শক্তি কারা, যারা ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত এবং সংকটে ফেলার জন্য অনুদান দিয়েছে?' কংগ্রেস অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন অনুদান বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে ভারতে শাসক শিবির যে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, ঘটনাপ্রবাহ সেদিকে ইঙ্গিত করছে।

পুতিন-ট্রাম্প বৈঠক হচ্ছে

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষপূর্তি আসন্ন। লড়াই বন্ধ করার লক্ষ্যে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের বৈঠক মঙ্গলবার হতে চলেছে সৌদি আরবের রিয়াধে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, দ্রুত পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে। যদিও তারিখ ঠিক হয়নি।

যুদ্ধ বন্ধ করতে মরিয়া ট্রাম্প। সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেছেন তিনি। ১২ ফেব্রুয়ারির সেই ফোনালাপের পর মার্কিন বিদেশসচিব মার্ক রুবিওর নেতৃত্বে রিয়াধ যাচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়ালজ এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। আগামীকালের বৈঠকটি হবে দ্বিপাক্ষিক। আলোচনার বিষয় ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করা। রাশিয়ার প্রতিনিধিদলে থাকছেন সেই দেশের বিদেশমন্ত্রী সেরগেই লাভরভ ও পুতিনের কূটনৈতিক উপদেষ্টা ইউরি উষাকভ।

খবর, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাঁর পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার সস্ত্রীক সৌদি আরবে পৌঁছোচ্ছেন। জেলেনস্কি আগেই জানিয়েছেন, সৌদি সফরে তাঁর রুশ বা মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা নেই। যুদ্ধ বন্ধ করতে পুতিন কি আগ্রহী? উত্তরে ট্রাম্প বলেছেন, 'এটা তাঁর কাছে আমারও প্রশ্ন।' শনিবার লাভরভের সঙ্গে রুবিওর কথা হয়েছে ফোনে। রুবিও বলেছেন, 'একটি ফোনালাপ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না।'

কংগ্রেসকে ফের বিপদে ফেললেন পিত্রোদা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চিনের বিপদ নিয়ে লোকসভায় দাঁড়িয়ে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ড্রোন এবং এআই প্রযুক্তির দৌলতে বেজিং কীভাবে ভারতকে টেক্কা দিচ্ছে সেই কথা হাতে-কলমে ড্রোন উড়িয়ে বুঝিয়েও দিয়েছেন তিনি। তবে রায়বেরেলির সাংসদ যাই বলুন, তাঁর দলের নেতা তথা নেহরু-গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ স্যাম পিত্রোদা মনে করেন, চিনকে শত্রু হিসেবে দেখা উচিত নয় ভারতের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই চিনের সঙ্গে সীমান্ত ইস্যুটি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখা হয়।

কংগ্রেসের প্রবাসী ভারতীয় শাখার চেয়ারম্যান পিত্রোদা এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্য করে দলকে বিপাকে ফেলেছিলেন। তাঁকে সতর্ক করা হলেও তিনি যে নিজেকে শোধরাতে নারাজ সেটা ফের প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে পিত্রোদা বলেন, 'চিনের বিপদ বলতে যে কী বোঝানো হয় সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। নিজেদের শত্রুকে দেগে দেওয়াটা যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যাস তাই আমি মনে করি, চিন-ভারত বিষয়টি নিয়েও অহেতুক বাড়াবাড়ি করা হয়।' স্যাম পিত্রোদার কথায়, 'সীমান্ত নিয়ে চিন-ভারত মতভেদ গোড়া থেকেই রয়েছে। আমাদের এই ঝোঁকটা পরিবর্তন করতে হবে। চিনকে তাই শত্রু হিসেবে দেখা ঠিক নয়। শুধু চিন নয়, বাকিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যোগাযোগ, সহযোগিতা, সমন্বয় এবং একসঙ্গে তৈরি করার বিষয়টি শেখার সময় এসে গিয়েছে। শুধু নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ করা ঠিক নয়।'

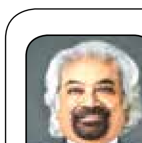

> সীমান্ত নিয়ে চিন-ভারত মতভেদ গোড়া থেকেই রয়েছে। আমাদের এই ঝোঁকটা পরিবর্তন করতে হবে। চিনকে তাই শত্রু হিসেবে দেখা ঠিক নয়। শুধু চিন নয়, বাকিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
>
> **স্যাম পিত্রোদা**

> 'স্যাম পিত্রোদা চিন নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা অবশ্যই কংগ্রেসের মত নয়। ওই মন্তব্যে দলের অবস্থানের প্রতিফলন হয়নি।
>
> **জয়রাম রমেশ**

চিনকে নিয়ে পিত্রোদার কথায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক উসকে উঠেছে। বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী তাঁর মন্তব্যের নিন্দা করে বলেন, '২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষে যে ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন এই মন্তব্য

চিন শত্রু নয়

শুধু তাঁদেরই অসম্মান করেনি, বরং সীমান্ত সংঘাতে যাঁদের বলিদান হয়েছে তাঁদের আত্মত্যাগকেও অপমান করা হয়েছে।'

বিতর্কের জেরে পিত্রোদার মন্তব্য থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্যাম পিত্রোদা চিন নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা অবশ্যই কংগ্রেসের মত নয়। ওই মন্তব্যে দলের অবস্থানের প্রতিফলন হয়নি।' কেন্দ্রকে বিঁধে রমেশ বলেন, 'চিন আমাদের বিদেশনীতি, নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থাকবে। চিনকে নিয়ে মোদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে কংগ্রেস বারবার প্রশ্ন তুলেছে।'

এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সদ্যসমাপ্ত মার্কিন সফরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা মেটাতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি সাফ জানিয়ে দেন, চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা মোকাবিলায় কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

সম্প্রীতির হুজুর সাহেবের মেলা

হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলার নাম শোনেননি, উত্তরবঙ্গে এমন মানুষ পাওয়া হয়তো দুষ্কর। শুধু মুসলিমরা নন, মাজারে গিয়ে চাদর চড়ান অন্য ধর্মাবলম্বীরাও। ফলে ধীরে ধীরে সম্প্রীতির উৎসব হয়ে উঠেছে হুজুর সাহেবের মেলা।

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা, ড্রোনে নজরদারি

হলদিবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলার (এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব) উদ্বোধন হল। সোমবার বিকেলে এর উদ্বোধন করেন কমিটির সভাপতি গদিনশিন পির সৈয়দ খন্দকার নুরুল হক ওরফে রুমি হুজুর। মঙ্গল ও বুধবার অনুষ্ঠিত হবে হুজুর সাহেবের মেলা। এই উপলক্ষ্যে পুলিশের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার মেলা চত্বর পরিদর্শন করেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ অন্য আধিকারিকরা। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলছেন, 'নিরাপত্তার দিকটি আমরা খতিয়ে দেখছি।'

হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দোকানদাররা তাঁদের পসরা সাজিয়েছেন মেলা প্রাঙ্গণে। এদিন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। তবে মেলা শুরু হবে মঙ্গলবার থেকে।

এত বড় মেলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশও তৎপর রয়েছে। ৫৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও চলবে নজরদারি। হলদিবাড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা চত্বরে নিরাপত্তার তদারকি করবেন খোদ পুলিশ সুপার। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন এসডিপিও, ডিএসপি র‍্যাংকের সাতজন, ইনস্পেকটর পদমর্যাদার ১৫ জন পুলিশ আধিকারিক। পাশাপাশি ১১০ জন সাব-ইনস্পেকটর, ৭০ জন লেডি কনস্টেবল এবং ৩০০ সিভিক ভলান্টিয়ার মেলা চত্বরে মোতায়েন থাকবেন। সেইসঙ্গে থাকছে পর্যাপ্ত সাদা পোশাকের পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্সও। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের সকল প্রকার ছুটি বাতিল করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার জন্য ইসালে সওয়াব কমিটির তরফে ৭০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগানো হচ্ছে।

এদিন মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, দিদারুল আলম সরকার, কার্যনির্বাহী সম্পাদক জালালউদ্দিন সরকার, কোষাধ্যক্ষ নবিউল ইসলাম, হুজুরের বংশধর সহ অন্যরা। বুধবার দোয়ার মধ্য দিয়ে মেলার সমাপ্তি ঘটবে।

অন্যদিকে, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা। মেলা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ।

বিভেদের মাঝেও মিলন মহান

আধ্যাত্মিকভাবে প্রচার করতে করতে হুজুর সাহেব বাংলার উত্তরভাগে এসে উপস্থিত হন। রংপুর, রাজশাহি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সুফিবাদের প্রচার করতে করতে অতঃপর ১৯৪৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে মরদেহ হলদিবাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়।

দেবব্রত চাকী

কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ তথা অসম, বিহার ও প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের গন্তব্য হয়ে ওঠে কোচবিহার জেলার সীমান্ত শহর হলদিবাড়ি। একটাই গন্তব্য হুজুর সাহেবের মাজার বা দরগা। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অর্থাৎ জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে, সে ধনী-দরিদ্র যা-ই হোক না কেন বিশাল সংখ্যক মানুষ ইসালে সওয়াব নামে পরিচিত এই উৎসবে শামিল হন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এক মেলাও বসে যা হুজুর সাহেবের মেলা নামে পরিচিত। ১০৪৫ সাল থেকে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। হলদিবাড়ি শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মাজারটি অবস্থিত হলেও সমগ্র মেলাটির বহর পুর এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে পড়ে।

হুজুর সাহেবের মাজারের অদূরে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা কাঁটাতার দ্বারা সুরক্ষিত থাকার কারণে ওপারের মানুষজনের বর্তমানে মেলায় যোগদানের সুযোগ না থাকলেও সুদূর অতীতে এই মেলাকে কেন্দ্র করে ওপারের মানুষের ঢল নামত। উভয় পাড়ের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

প্রশ্ন হল কে এই হুজুর সাহেব? কার আকর্ষণে এত মানুষের সমাগম কিংবা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের পাশাপাশি হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের আগমন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে এই অঞ্চলের ইতিহাসে চোখ ফেরাতে হবে। স্থানিক চর্চার সূত্র ধরে যেটা জানা যায় তা হল, উনবিংশ শতকের এক সুফি সাধকের আকর্ষণই এর মূলে। হুজুর সাহেব নামে পরিচিত এই সুফি সাধকের পুরো নাম সুলতামুল আরিফিন কুদওয়াতুস সালিফিন হুজ্জাতুল কামিলিন সানাদুল ওয়াসিলীন সিরাজ কামিলীন মজহারুল উলুম আল মাসদুম সায়িদ্য হজরত মাওলানা এক্রামুল হক রমমতুল্লা আলায়হে। ১৮৫১ সালে তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এলাকার ঝলঝলি এস্টেটে তাঁর মাতুলালয়ে হুজুর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। শাহসুফি সায়িদ মুহাম্মদ ইব্রাহিম (রহঃ) ও সাইয়্যিদা হাজেরা বিবি (রহঃ)-র সন্তান সাইয়িদ মুহাম্মদ এক্রামুল হকের মাতুল সায়্যিদ মুহাম্মদ আজিজার রহমান ছিলেন কোচবিহার রাজদরবারের রাজ-হাকিম। যাইহোক সৈয়দ এক্রামুল হক বা হুজুর সাহেবের শৈশবের পাঠ বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) কালিজিয়েট স্কুলে শুরু হলেও তা সম্পূর্ণ না করে তিনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে অনেক সাধকের সান্নিধ্য লাভ করেন। দীর্ঘ ১৯ বছরের বেশি সময় সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ বা খেলাফত লাভ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে। হুজুর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বাংলা ও অসমে ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর হুজুর সাহেব আধ্যাত্মিকতা প্রচারের মনোনিবেশ করেন। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। নমাজ, রোজা, শরা-শরিয়তের বিভিন্ন দিকে বিশ্লেষণ করে সদুপদেশের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে আনতে তিনি প্রয়াসী হন।

এইভাবে আধ্যাত্মিকভাবে প্রচার করতে করতে হুজুর সাহেব বাংলার উত্তরভাগে এসে উপস্থিত হন। রংপুর, রাজশাহি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সুফিবাদের প্রচার করতে করতে অতঃপর ১৯৪৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে মরদেহ হলদিবাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়। জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়িতে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় বেশকিছু অলৌকিক কাহিনী জনমানসে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করে। যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশিষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে হুজুর সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়। তারপরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সাল থেকে ইসালে সওয়াব সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়। বিভেদের শত আয়োজনের মাঝেও আজও হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা ও ইসালে সওয়াব বাংলার উত্তরভাগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত।

দোয়া, দরুদে মুখরিত হয় মাজার শরিফ

লুৎফর রহমান

(সম্পাদক, এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি)

হলদিবাড়ি মাজার শরীফ। উত্তরবঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পীঠস্থান, দরবারে এক্রাম। সুফি সাধক, মানবতার প্রতীক হজরত ফতেহ আলি ওয়সি (রহঃ)-এর সুযোগ্য খলিফা কুতুবুজ্জামান হাদিয়েজ্জামান শাহ সুফি সৈয়দ খন্দকার এক্রামুল হক (রহঃ), যিনি শায়িত রয়েছেন হলদিবাড়ির জমিনে। উত্তরবঙ্গের এই মহান দরবারে এক্রাম থেকে প্রতিবছর বাংলা সন ৫ ও ৬ ফাল্গুন এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব উদযাপন করা হয়ে থাকে।

১৮৫১ সাল, বাংলায় ১২৫৮ সনে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের ঝলঝলিয়া নামে একটি গ্রামে হুজুর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। হুজুর সাহেবের আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশি গ্রাম। তাঁর ডাক নাম ছিল এক্রাম। তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাংলা, ইংরাজি ও উর্দু ভাষায় সমান পারদর্শী। অল্পবয়সেই তিনি সাধনার দিকে ব্রতী হন। কঠোর সাধনায় আধ্যাত্মিক জগতে সিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর ৯৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। হুজুর সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। তাঁরই স্মরণে ৫ ও ৬ ফাল্গুন ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

হুজুর সাহেব কথাটির অর্থ অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে যিনি সকলের কাছে হুজুর সাহেব নামে খ্যাত, তিনিই হলেন হলদিবাড়ির সুবিখ্যাত পির শাহ সুফি খন্দকার এক্রামুল হক (রহঃ)। হলদিবাড়ির ইসালে সওয়াবে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমন হয়। এই হলদিবাড়ি ইসালে সওয়াব সাধারণ মানুষের মধ্যে 'হুজুর সাহেবের মেলা' নামে পরিচিত। একসময়ে ওপার বাংলা থেকেও প্রচুর পির অনুরাগীর সমাগম দেখা যেত। কিন্তু সেসব আজ অতীত। হলদিবাড়ির ইসালে সওয়াবকে বর্তমানে সম্প্রীতির এক মহা মিলনক্ষেত্র বলা যায়।

শুরুর দিকে ইসালে সওয়াবের মাঠে কোনও স্থায়ী পরিকাঠামো ছিল না। তাই তখন গোরু-মহিষের গাড়িতে যে সমস্ত পুণ্যার্থী উপস্থিত হতেন, তাঁরা গাড়িতে বাঁশের ঠেঙ্গা (ঠেকনা) লাগিয়ে গাড়িতে শুয়ে-বসে ওয়াজ শুনতেন এবং মাঠে নিজেরাই রান্না করে খেতেন। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা থেকে অনেকে হেঁটেই আসতেন মেলায়। এছাড়া বিহার এবং অসম থেকে বাসে বা ট্রেনেও লোকজন আসতেন। তখন তো আর এখনকার মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল না। ১৯৬৫ সালের আগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হলদিবাড়িতে ট্রেন আসত। সেই ট্রেনেও বহু মানুষ আসতেন। ১৯৬৫ সালের পর অবশ্য সেই ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। তবুও হলদিবাড়ির ইসালে সওয়াবে উত্তরোত্তর লোক সমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইসালে সওয়াবের রাতে বহু আলেম-উলেমাদের আগমন ঘটে। তাঁদের আগমনে জায়গাটি পবিত্র হয়ে উঠে। আলেম ও উলেমারা কোরান এবং হাদিসের আলোচনা করেন।

এই ইসালে সওয়াবে ভিক্ষুকের সমাবেশও নেহাত কম হয় না। তাঁদের উপার্জনও কম হয় না। এককথায় বলা যায় আপামর জনগণ এই ইসালে সওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সকলের দোয়া, দরুদে হলদিবাড়ির মাজার শরিফ মুখরিত হয়ে ওঠে।

অনুলিখন : অমিতকুমার রায়

উৎসবের জৌলুস বাড়িয়েছে জয়ী সেতু

অমিতকুমার রায়

ঝুঁকি নিয়ে তিস্তা নদী পার হয়ে মেলায় আসা। অথবা প্রায় ৭২ কিলোমিটার সড়কপথ অতিক্রম করে মেলায় আসা। এসব এখন অতীত। জয়ী সেতুর দৌলতে হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় আসাটা এখন যেন 'মুখের কথা'।

একথা মানতেই হবে, জয়ী সেতুর দৌলতে জৌলুস বেড়েছে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলার। যোগাযোগের সুবিধায় ভিড়ও বেড়েছে। এই যোগাযোগের সুবিধার কথা বলতে গেলে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন ও মেলার ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানোর কথা অস্বীকার করলে কিন্তু চলবে না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম উদাহরণ হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াব উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা। কোচবিহার জেলার সীমান্ত ঘেঁষা মহকুমা মেখলিগঞ্জ। এই মেখলিগঞ্জ মহকুমার দুই ব্লক মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ির বুক চিরে চলে গিয়েছে স্রোতস্বিনী তিস্তা নদী। আগে এই তিস্তা নদীর কারণে মেখলিগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভার মানুষ সড়কপথে প্রায় ৭২ কিমি পথ অতিক্রম করে জলপাইগুড়ি হয়ে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলায় শামিল হতেন। অথবা তিস্তা নদীর চর দিয়ে হেঁটে, জীবন হাতে নিয়ে লাইফজ্যাকেট ছাড়াই নৌকায় নদী পার করে মেলায় আসতে হত। এছাড়াও অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দারা জলপাইগুড়ি হয়ে ঘুরপথে মেলায় শামিল হতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মেখলিগঞ্জ মহকুমাবাসীর দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি মেনে তিস্তা নদীর ওপর হয়েছে জয়ী সেতু। এটি আবার রাজ্যের দীর্ঘতম সেতুও বটে। আর তার ফলে মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ির সড়কপথে দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ কিমি।

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অংশ, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে যে মানুষের ঢল আগে জলপাইগুড়ি হয়ে হুজুর সাহেবের মেলায় উপস্থিত হত, এখন তারা খুব সহজে এবং কম সময় ও অর্থব্যয় করে জয়ী সেতু হয়ে মেলায় আসছেন।

মেলা কমিটির তরফে কার্যনির্বাহী সম্পাদক জালালউদ্দিন সরকার বলেন, 'দূরত্বের কারণে এতদিন যাঁরা মেলায় আসতে পারেননি। তাঁরাও এখন খুব সহজেই মেলায় আসতে পারছেন।'

কথা হচ্ছিল মফিজুল হকের সঙ্গে। অসমের বাসিন্দা মফিজুল প্রতি বছর মেলায় আসেন বাড়ির লোকজনকে নিয়ে। পুরোনো দিনের সমস্যার কথা বলছিলেন। মফিজুলের কথায়, 'আগে আমাদের জলপাইগুড়ি হয়ে হলদিবাড়িতে যেতে হত। এর ফলে সময় বেশি লাগত। অনেক টাকাও খরচ হত। কিন্তু জয়ী সেতুর দৌলতে এখন খুব সহজেই মেখলিগঞ্জ হয়ে কম সময়ে ও কম খরচে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলায় যেতে পারছি। খুব সুবিধা হয়েছে।'

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সাদ্দাম হকের মুখেও জয়ী সেতুর প্রশংসা। আগে সময় ও টাকা বাঁচাতে চর দিয়ে হেঁটে বা নৌকায় চেপে তিস্তা নদী পেরিয়ে হুজুর সাহেবের মেলায় যেতেন। এখন জয়ী সেতুর দৌলতে খুব সহজে বাইক নিয়ে হলদিবাড়ি চলে যান।

অন্যদিকে, আজও হুজুর সাহেবের বংশধর তথা বড় ছেলের পরিবার ওপার বাংলায় রয়েছে। তাঁরা প্রতিবছর হুজুর সাহেবের মেলায় অংশ নেন। আগে তাঁদের চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হয়ে হলদিবাড়িতে আসতে হত। কিন্তু মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হওয়ার পর তাঁরা খুব সহজেই এনজেপি চলে যান। সেখান থেকে হলদিবাড়ি। তবে এবছর অবশ্য পরিস্থিতি আলাদা। বাংলাদেশে অশান্তির জন্য মিতালি এক্সপ্রেস বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে ভিসা দেওয়াও। তাই হুজুর সাহেবের বড় ছেলের পরিবারের সদস্যরা এবারের মেলায় আর অংশ নিতে পারছেন না।

হুজুরের মেলা উপলক্ষ্যে রেলমন্ত্রকের তরফে অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো হয়। সেই ট্রেনে চেপে বহু লোক সহজেই হলদিবাড়িতে আসতে পারছেন। এতে মেলার ভিড় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জয়ী সেতু থেকে শুরু করে বিশেষ ট্রেন- সব মিলিয়ে খুশি হুজুর সাহেবের এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি।

ছোট তারা

কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা শুভার্থী চক্রবর্তী (১০)। ৩ বছর বয়স থেকেই কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে জেলা ও স্থানীয় স্তরে বেশ সুনাম অর্জন করেছে ও পুরস্কৃত হয়েছে।

রাস্তার মাঝে মাছের গাড়ি, যানজট তহবাজারে

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট বিশ্বাসপাড়া থেকে সাড়ে তিন নম্বর মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকছে একাধিক মাছের গাড়ি। যার ফলে এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হচ্ছে। আড়াআড়ি করে গাড়িগুলি রাখার ফলে পথ চলতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষজন। এমনকি প্রায়শই ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভার হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয় ও পথচলতিরা।

বালুরঘাট পুরসভার তহবাজারের এক পাশে মাছের দোকানগুলি বসে। সেকারণে রোজ সকাল থেকে মাছের গাড়ি আসতে শুরু করে বালুরঘাটে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গাড়ি আসে। তহবাজারে গাড়ি রাখার তেমন জায়গা নেই। তাই গাড়িচালকরা একরকম বাধ্য হয়েই মূল রাস্তায় গাড়ি রাখে।

বালুরঘাটবাসী মাধব মৈত্র বলেন, 'রোজ সকালে আমাকে কাজে আসতে হয়। প্রতিদিন সকালে দেখি সাড়ে তিন নম্বর মোড় থেকে বিশ্বাসপাড়া পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে মাছের গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। যার ফলে চলাচলের রাস্তা ছোট হয়ে যায়। কয়েক দিন আগেই সাইকেল নিয়ে আসার সময় অল্পের জন্য একটি মাছের গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়নি। পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভাকেও বিষয়টি দেখা দরকার।'

এবিষয়ে ডিএসপি ট্রাফিক বিল্বমঙ্গল সাহা বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে। যাতে কোনওরকমভাবে দুর্ঘটনা না ঘটে।'

দুষ্কৃতী ঠেকাতে হাসপাতাল চত্বরে সাফাই

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে বহিরাগতদের প্রবেশের ঘটনার পরেই হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এবার পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরের জঙ্গল পরিষ্কার করতে বিশেষ সাফাই অভিযান হল। শনিবার সকালে নর্থ বেঙ্গল বাসফোর ও হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে এই সাফাই করা হয়।

বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরের আনাচেকানাচে জঙ্গল ছিল। এরই মধ্যে বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে দুষ্কৃতীদের ঢোকার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। পুরসভার তরফে নার্সিং স্কুল ও হস্টেল চত্বরে বেশ কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন এবং বালুরঘাট পুরসভার তরফেও একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নার্সিং হস্টেলের প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে।

এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোককুমার মিত্র, সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিজয় বাসফোর প্রমুখ। অশোক নিজে জঙ্গল পরিষ্কার করেন। ঝাঁটও দেন।

সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জয় বাসফোর বলেন, 'হাসপাতালটা আমাদেরও। একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার দায়িত্ব আমাদেরও।' হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের কথায়, 'হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে দুষ্কৃতীদের প্রবেশের ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানিয়েছিলাম আমরা। এছাড়াও হাসপাতালে নোংরা ও জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য বলা হয়েছিল। এই সাফাই অভিযানকে সাধুবাদ জানাই।'

দূষণ ছড়াচ্ছে কুলিকবক্ষে। সোমবার ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

অস্তিত্ব সংকটে গৌড়বঙ্গের নদী, জলাভূমি। সর্বত্র মাফিয়াদের নজর। কোথাও চড়া দামে বিকোচ্ছে চর। কোথাও বা ভরাট হচ্ছে পুকুর। সব দেখেও নিশ্চুপ প্রশাসন।

প্রকাশ্যে মহানন্দা চুরি, চুপ প্রশাসন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। বৈশাখ মাস আসতে এখনও অনেক দেরি। কিন্তু মালদা ও পুরাতন মালদা শহরকে দুইভাগ করে ছুটে চলা মহানন্দা নদীর জল শুকিয়ে ইতিমধ্যেই হাঁটুজল। এখনও পড়ে রয়েছে পুরো গ্রীষ্মকাল। চরম গরমে নদীর অবস্থা কী হবে তার ভাবতেই শিউরে উঠছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

ব্রিটিশ শাসনকালে এই দুই শহর ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার নদীপাড়ের গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যনগরী। তাই ব্রিটিশ শাসকরা এই দুই শহরকে বলত টুইন সিটি। কিন্তু আজ সেসব অতীত। মহানন্দা এখন ক্রমে হারাচ্ছে গভীরতা। নদীর চর আজ বেসরকারিভাবে তো বটেই, সরকারিভাবেও দখল হয়ে যাচ্ছে। আর সরকারিভাবে দখল হওয়ায় বেসরকারিভাবে দখল হওয়ার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে।

সড়কপথে মালদা শহর থেকে পুরাতন মালদার দিকে যেতে মহানন্দা প্রথম সেতুর উপর উঠে বাম দিকে তাকালে দেখা যায়, নদী চর দখল করে পুরসভার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে একটা আস্ত খেলার মাঠ। আর সেই দেখাদেখি নদীর পাড় বরাবর চর দখল করে গড়ে উঠেছে বিশাল বস্তি। কিন্তু হেলদোল নেই প্রশাসনের। পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, এলাকার দাদাদের মোটা অঙ্কের দক্ষিণা দিয়ে নদীপাড় দখল চলছে প্রকাশ্যেই। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

> শহরের একমাত্র নদীর চর এখন মাফিয়াদের হাতে। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে থেকেই চলে আসছে মহানন্দার দুই পাড় দখল করে বসবাস এবং ব্যবসা। শোনা যায় ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকায় চলে প্রতি কাঠা হিসেবে জায়গা দেওয়া।
>
> **সুনীল দাস**
> জেলা সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, মালদা

এপ্রসঙ্গে পরিবেশপ্রেমী সংস্থা সহকারের তরফে সব্যসাচী মজুমদারের মতে, 'প্রতি বছর এটা আমরা লক্ষ করি মহানন্দায় বর্ষার পরে জল নেমে গেলে অনেক মানুষ ঘর তৈরি করেন। আবার বর্ষার সময় জল বেড়ে গেলে ফ্লাড সেন্টারে আশ্রয় নেন কাউন্সিলারদের উদ্যোগে। ভারত সেবাশ্রম নদীর অংশ দখল করে রেখেছে। ব্রিজের পাশে নদীর অংশ দখল করে রেখেছেন পুরাতন মালদা পুরসভা। গৌড় ভবনও নদীর প্রবাহের একাংশ দখল করেছে। এই যদি অবস্থা হয় তবে নদী বাঁচবে কীভাবে? তাই সকলের প্রাণের মহানন্দা নদীকে বাঁচাতে প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে মানুষের মিলিত প্রতিবাদ।'

আবার অভিযোগ উঠেছে, শুধু পুরাতন মালদাই নয়, ইংরেজবাজারের ১ নম্বর থেকে শুরু করে ১৩ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত পুরো নদীর চর দখল করে 'অর্থের বিনিময়ে' গজিয়ে উঠেছে সারি সারি বস্তি। নদীচরের সেই বস্তিগুলিতে জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, নদীচর দখল করে গজিয়ে ওঠা বস্তিতে কীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হল? প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কী চরের বস্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েও বেনিয়ম হয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সভাপতি সুনীল দাসের অভিযোগ, 'শহরের একমাত্র নদীর চর এখন মাফিয়াদের হাতে। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে থেকেই চলে আসছে মহানন্দার দুই পাড় দখল করে বসবাস এবং ব্যবসা। নদী না থাকলে যে এক সময় সভ্যতাই না হয়ে যাবে, এই কথা পরিবেশ এবং বিজ্ঞানকর্মীরা বারবার বলে আসলেও ফল খুব একটা ভালো হয়নি। শোনা যায় ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকায় চলে প্রতি কাঠা হিসেবে জায়গা দেওয়া।'

মালদা শহরের নদীচর দখল করে গড়ে ওঠা বস্তি। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

বর্জ্য ফেলে জলাশয় ভরাট রায়গঞ্জে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অব্যবহৃত ব্যক্তিগত পুকুর ভরাটের অভিযোগে হইচই রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশানরোডে। ওই পুকুর ভরাট হচ্ছে আবর্জনা দিয়ে। বিকট গন্ধে নাজেহাল বাসিন্দারা। এই ভরাটের পিছনে অনেকে আবার চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন। বাসিন্দারা বিষয়টি স্থানীয় পুর কোঅর্ডিনেটরকে অভিযোগ জানিয়েছেন।

জলাশয়টি প্রয়াত তারাপদ সাহার নামে রয়েছে। পুকুরটি রয়েছে ২২ নম্বর ওয়ার্ডে। দীর্ঘদিন ধরে এটি ব্যবহার না করায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থেকে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। রাস্তার ওপারে আবার ২৭ নম্বর ওয়ার্ড। দুই ওয়ার্ডের বেশ কিছু মানুষ ওই আবর্জনা ফেলেন।

> বিভিন্ন এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে এই জলাশয়ের ধারে ফেলা হচ্ছে। দুর্গন্ধে এলাকায় থাকা যাচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে ফল উলটো হতে পারে। তাই ভয়ে সবাই চুপ করে রয়েছেন।
>
> **সমীরণ সাহা,** স্থানীয় বাসিন্দা

বাসিন্দা গোপাল সাহা বলেন, 'আমাদের কথা কেউই শোনেন না। তাই যে যার মতো নোংরা নিয়ে এসে এখানে ফেলেন। খুবই দুর্গন্ধ ছড়ায়। মাঝেমধ্যে নাকমুখ বন্ধ রাখতে হয়।'

যদিও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তপন দাস বলেন, 'এই পুরোনো জলাশয়টি এলাকার ঐতিহ্য। কিন্তু কিছু মানুষের সচেতনতার অভাবে সেটি আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে। আমরা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে বোর্ড লাগিয়ে দেব।'

নদী বাঁচাতে উদ্যোগী রায়গঞ্জবাসী

কুলিকে প্রতিমা নিরঞ্জন আর নয়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শহরের লাইফলাইনকে বাঁচাতে অভূতপূর্ব উদ্যোগ রায়গঞ্জবাসীর। প্রতি বছর বিভিন্ন পুজোর মরশুমে স্থানীয় নদী কিংবা পুকুরের জলেই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া যখন দস্তুর, তখন উলটো ছবি ধরা পড়ল রায়গঞ্জের কুলিক নদীর পাড়ে। পরিবেশ সচেতন হয়ে রায়গঞ্জ শহরের বহু বাসিন্দা আর নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিতে চাইছেন না। ফলে এবার অনেকেই তাঁদের বাড়ির সরস্বতী প্রতিমা কুলিকে বিসর্জন না দিয়ে নদীর পাড়েই কিছুটা দূরে একটি বড় বেদির উপর রেখে চলে গিয়েছেন। কুলিকের জলকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতেই তাঁদের এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

সারাবছর কুলিকে প্রায় হাজার খানেক প্রতিমা বিসর্জন হয়। প্রতিমার গায়ের রংয়ে থাকে লেড, জিঙ্ক, ক্যাডমিয়ামের মতো ভারী ধাতু। যা নদীর জলকে দূষিত করে তুলছে। এর ফলে কুলিক নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে। চিরাচরিত অভ্যাস মতো সোমবার শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দা দীপক দাস তাঁর বাড়ির সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন দিতে হাজির হয়েছিলেন বন্দর শ্মশানঘাটে। কিন্তু নদীর কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান, বহু প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে সেই প্রতিমাগুলো একটি গাছের গোঁড়ায় উঁচু বেদির উপর সারিবদ্ধভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। তা দেখে দীপকবাবুও তাঁর বাড়ির প্রতিমা ওই বেদিতে রেখে চলে আসেন। দীপকবাবুর কথায়, 'কুলিককে বাঁচাতে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ, নদীর জল দূষিত হচ্ছিল। এমনিতেই পলি, কচুরিপানা, প্লাস্টিক, ফুল জমে জমে নদীর নাভিশ্বাস উঠেছে। তার উপর প্রতিমাও যদি বিসর্জন দেওয়া হয় তাহলে এই নদীকে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়বে।'

> প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হত। তা রুখতে আমরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করি। এবার সরস্বতীপুজোর পর তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। মানুষ অনেকটাই সচেতন হয়েছে।
>
> **কৌশিক ভট্টাচার্য,** পরিবেশকর্মী

সাধারণ মানুষের এই সচেতনতা অবশ্য একদিনে গড়ে ওঠেনি। কুলিক বাঁচাও কমিটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংগঠন নদীতে নোংরা আবর্জনা ও প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রচার চালাচ্ছিল মানুষের মাঝে। প্রতিমা বিসর্জন রুখতে সংগঠনের সদস্যরা পাহারার ব্যবস্থাও করেছিলেন। তারই প্রভাবে এবছর সরস্বতীপুজোর পর থেকে দেখা যাচ্ছে, রায়গঞ্জের কুলিক নদীর বন্দর শ্মশানঘাট, খরমুজা ঘাট সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নদীতে প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে নদীর পাশে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিচ্ছেন বাসিন্দারা।

পরিবেশকর্মী গৌতম তান্তিয়ার বক্তব্য, 'আশাকরি আগামীতে নদীর জল দূষণ রোধের বিষয়ে রায়গঞ্জের মানুষ আরও সচেতন হবেন। প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ হওয়ায় কুলিকের দূষণ নিশ্চয় কমবে।'

মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'খুবই ভালো উদ্যোগ। সরকারি কর্মীরাও এই বিষয়ে নজর রাখছেন। নদীতে প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ হলে অবশ্যই নদীর জল দূষণমুক্ত হবে।'

ভাতঘুমে শ্রমিক.... / সোমবার রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

শৌচালয়ের বারান্দায় চায়ের দোকান

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কালিয়াগঞ্জ পুরসভা নির্মিত সুলভ শৌচালয়ের বারান্দায় রমরমিয়ে চলছে চায়ের দোকান। শুধু তাই নয়, একেবারেই পাশে রয়েছে হোটেল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এমনভাবে হোটেল চললেও কোনও হেলদোল নেই পুর প্রশাসনের। এবার প্রশাসনের টনক নড়াতে গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি অভিযোগপত্র তুলে দেওয়া হল পুর কর্তৃপক্ষের হাতে। প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, সিএমওএইচ, কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারকে।

আবেদনকারীদের তরফে উত্তম মহন্ত বলেন, 'সুলভ শৌচালয়ের পাশেই খাবারের দোকান রয়েছে, যা একেবারেই অস্বাস্থ্যকর। তাই স্থানীয় ও জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয়েছে।' কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার জানান, 'বিডিও অফিসের জায়গা পুরসভা এনওসি নিয়ে সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করেছে। কিন্তু হোটেল নিয়ে আইনগতভাবে ফায়ার লাইসেন্স ও ফুড লাইসেন্স আছে কিনা তা দেখে নেওয়া হবে।'

পুরসভা পরিচালিত সুলভ শৌচালয়ের বারান্দায় চায়ের দোকানদার শিবু বাসফোরের কথায়, 'বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। পড়াশোনা ছেড়ে সংসার, ওষুধপত্র জোগাড়ের জন্য সুলভ শৌচালয়ের দায়িত্বে রয়েছি। ভালোবেসে মানুষ দুই-পাঁচ টাকা দেন। তাতে হয় না। তাই শৌচালয়ের বারান্দার এক কোণে চা, বিস্কুট বিক্রি করি।'

শৌচালয়ের গা ঘেঁষা হোটেলের তরফে সুভাষ সরকারের স্বীকারোক্তি, 'হোটেল চালানোর জন্য আমার কোনও ফায়ার লাইসেন্স নেই। ফুড লাইসেন্সও নেই।' যদিও এলাকার বিজেপি কাউন্সিলার বিভাস সাহার বক্তব্য, 'সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে চললে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারও পেটে লাথি মারা ঠিক নয়।' কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা জানান, 'লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

খদ্দেরের অপেক্ষায়। সোমবার কালিয়াগঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

হকারদের সম্মেলন

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সিটু অনুমোদিত দক্ষিণ দিনাজপুর হকার্স ইউনিয়নের সপ্তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বালুরঘাটে শ্রমিক কৃষক ভবনে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী সংগীত।

হারানো প্রাপ্তি

আমি কামরুল হক আমার মা কুলসুন বিবি নামে একটি ওরিজিনাল দলিল ছিল যার নং- ১/১৭৩৯/২০০৩ Issued Nimtita Adsr। যা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। কেউ যদি পেয়ে থাকেন দলিলটি তাহলে এই নম্বর 7098951114 যোগাযোগ করবেন। (M-114031)

অ্যাফিডেভিট

আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No-B-2017; 19-90145-001424 Dt-14/11/2017 আমার মেয়ের নাম ও আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 20/03/2024-এ প্রথম শ্রেণি J.M. তৃতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে মেয়ের নাম NEHAY BARMAN থেকে NEHA BARMAN ও আমার স্ত্রীর নাম LIPIKA MANDAL (BARMAN) থেকে LIPIKA MANDAL BARMAN করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-114030)

●

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 7795 Dt-10/11/1999 আমার ছেলের নাম ও আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 05/08/24 এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার ছেলের নাম Suroj Karmakar (Bhola) থেকে Suroj Karmakar ও আমার স্বামীর নাম Babu Karmakar থেকে Bablu Karmakar করা হল। যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-114032)

গানের তালিম স্থগিত রেখে মাধ্যমিকে রাফা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মিউজিক কি-বোর্ড আপাতত দূরে সরিয়ে রেখে মাধ্যমিকে মজে রাফা ইয়াসমিন। শহরের কৃষ্ণমোহন হাইস্কুলে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে খুদে তারকা শিল্পী। এখন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলে জানিয়েছে রাফা। পরবর্তী পরীক্ষাগুলোও যাতে ভালো হয় তার জন্য পরিশ্রমে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না সে। সোমবার পরীক্ষা শেষে এমনটায় জানাল রাফা।

মালদা শহরের মীরচক এলাকায় রাফা ইয়াসমিনের বাড়ি। জনপ্রিয় টিভি রিয়ালিটি সংগীত প্রতিযোগিতায় কলকাতা ও মুম্বইয়ে দুই জায়গাতেই নাম করে। রিয়ালিটি শো শেষ হলেও এখনও শংকর এহসান লয়ের মিউজিক আকাডেমিতে তালিম চলছে। ইতিমধ্যেই বেশকিছু মিউজিক অ্যালবামেও কাজ করেছে মালদা শহরের এই খুদে তারকা। সেই সুবাদে বেড়েছে মিউজিক শোয়ের ডাক। সংগীত জগতে ডুবে থাকার পাশাপাশি সমানে চলছে লেখাপড়া। মালদা শহরের এক বেসরকারি বাংলামাধ্যম স্কুলের ছাত্রী সে। এবছর মাধ্যমিকে বসেছে রাফা। এদিন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বাবা আবদুল রাজ্জাকের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল রাফা।

আবদুল জানান, 'সবকটি পরীক্ষায় ভালো হয়েছে তার। অঙ্ক ততটা ভালো হয়নি। আপাতত সংগীত চর্চা বন্ধ রয়েছে। পরীক্ষা শেষ হলে আবার মিউজিক সাধনা শুরু হবে। তবে লেখাপড়া অত্যন্ত জরুরি।'

পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে মালদার তারকা খুদেশিল্পী রাফা ইয়াসমিন। সোমবার। - স্বরূপ সাহা

তরুণ খুনে দুই অভিযুক্তের যাবজ্জীবন

বুনিয়াদপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সাড়ে নয় বছর আগে কালীপুজোর রাতে তরুণ খুনে দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনালেন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ মেলিসা গুরুং। সাজা দেওয়া হল সুমন সরকার (৩৫) ও পার্বণ ওরফে উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়কে (৩৪)।

সোমবার সরকারি পক্ষের আইনজীবী আলি হায়দার জানিয়েছেন, 'এদিন আদালত সুমন সরকার ও পার্বণ মুখোপাধ্যায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছেন বিচারক। অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের জেল। জরিমানার অর্ধেক টাকা পাবে মৃতের পরিবার।'

ঘটনাটি ২০১৫ সালে ১০ নভেম্বর। ওই রাতে খুন হয়ে যান সঞ্জিত শীল। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে এদিন বাবা ক্ষুদিরাম শীল জানিয়েছেন, 'কালীপুজোর রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ছেলের পেটে ছুরি মারে দুই তরুণ। ওইদিন আমার ছেলে সঞ্জিত শীল আর পার্শ্ববর্তী গ্রাম শায়েস্তাবাদের তফিউদ্দিন আহমেদ পিরতলা

বুনিয়াদপুর

এলাকায় এক হোটেল থেকে রুটি খেয়ে দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় দোষী দুই তরুণ তফিউদ্দিনকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে ধারালো চাকু নিয়ে মারতে উদ্যত হয়। ওই সময় পাশে থাকা সঞ্জিত শীল বাধা দেয়। আর তাতে দুই অভিযুক্ত সঞ্জিতকে দেওয়ালে চেপে ধরে। সুমন সঞ্জিতের পেটে চাকু মারে।' তিনি আরও জানান, সঞ্জিত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন এলে ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। রাতেই স্থানীয় হাসপাতাল থেকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ১৪ নভেম্বর মারা যায় আমার ছেলে।'

পরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। অবশেষে শনিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত দুইজনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এই মামলায় ২১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন মনমোহন শর্মা। সোমবার সাজা ঘোষণা হয়েছে। বাবা ক্ষুদিরাম শীল ও মৃতের স্ত্রী লতা শীল সোমবার সকাল থেকে আদালতের বাইরে সাজা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। বিকেলে সাজা ঘোষণার পর ক্ষুদিরাম শীল বলেন, 'ছেলেকে ফিরে না পেলেও দোষীদের শাস্তি হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। আজকে বুকটা অনেক হালকা লাগছে।' স্ত্রী লতা শীল অশ্রুসজল চোখে বলেই বসলেন, 'আইনের প্রতি ভরসা রেখে এতদিন ছেলেকে নিয়ে বেঁচে আছি। এই দিনটির জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।'

স্টেশনে বিক্ষোভ

তপন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ১৮ জন পুণ্যার্থীর। তারই প্রতিবাদে সোমবার রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে তপনের রামপুর স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। এদিন বিক্ষোভ দেখানোর আগে রামপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। এরপর স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সংগঠনের নেতৃত্ব। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে রেলমন্ত্রী অশ্বনী বৈষ্ণোর পদত্যাগের দাবি তোলেন। সেইসঙ্গে ক্ষোভ উগড়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা আইএনটিইউসির সভাপতি রতন সরকার সহ অন্যরা।

আইএনটিইউসির জেলা সভাপতি রতন সরকার বলেন, 'মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এই চরম অব্যবস্থার দায়ভার নিতে হবে মোদি ও যোগীকে। রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই।'

কাজশেষে একটু মনের কথা... সোমবার বালুরঘাটের কুয়ারণে। - মাজিদুর সরদার

ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ

সেনাউল হক ও অরিন্দম বাগ

কালিয়াচক ও মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মা মানসিক ভারসাম্যহীন। তাই বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। বিয়েতে বাধা দেয় ছেলে। সোমবার ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মামাবাড়ির সদস্যদের দাবি, বিয়েতে বাধা দেওয়ার কারণেই ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে বাবা। যদিও, ছেলে আত্মহত্যা করেছে বলে দাবি অভিযুক্ত বাবার।

মৃত তরুণের নাম রাজ মোমিন (১৮)। বাড়ি কালিয়াচকের আলিপুর পঞ্চায়েতের বোসনিটোলা গ্রামে। বিকেলে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায় পুলিশ। বাড়ি লাগোয়া ইলেক্ট্রিকের দোকানে কাজ করতেন রাজ। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে রাজের বাবা সরফরাজ আলম স্ত্রী শামিমা বিবির ওপর অত্যাচার চালাত। একসময় শামিমা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সেইসময় থেকেই তিনি নিজের দাদা ও ভাইবোনদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ মাঝেমধ্যেই রাত করে বাড়ি ফিরতেন। বিষয়টি নিয়ে রবিবার রাতে বাবার সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। সোমবার সকালে দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি স্থানীয় ছিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে রাজের মামার বাড়ির সদস্যদের দাবি, সরফরাজ দ্বিতীয় বিয়ের কথা বললে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ছেলে রাজ। ওই আক্রোশ থেকেই রাজকে খুন করা হয়েছে।

রাজের মাসি সাবানা বিবির দাবি, 'দুইদিন আগে সকালে রাজ ফোন করে জানায় তার কাকা ডনি মোমিন ওকে মারধর করছে। রবিবার সন্ধ্যায় ও আমাদের বাড়ি চলে আসে। এরই মধ্যে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য ফোন আসতে শুরু করে। ফোন পেয়ে রাজ বাড়ি চলে যায়। কিন্তু তারপর থেকে ওকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন পরিবারের অন্য একজনকে ফোন করে জানতে পারি, রাজ সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। তার কিছু সময় পরে আমাদের জানানো হয় গলায় ফাঁস লাগিয়ে রাজ আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমাদের ধারণা রাজকে খুন করা হয়েছে।'

রাজের মামা শামিমের বক্তব্য, 'স্বামীর অত্যাচারে দিদি পাগল হয়ে গিয়েছে। ছোট থেকেই ভাগ্নে আমাদের

বাবার দ্বিতীয় বিয়েতে বাধার জের

বাড়িতে থাকত। দেড় মাস আগে রাজের চাচাতো ভাই মারা যায়। সেইসময় ওরা জোর করে রাজকে বাড়িতে নিয়ে যায়। এখন দিদির স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইছে। তাতেই বাধা দেয় রাজ। রাত ১১টা নাগাদ আমরা রাজের মৃত্যুসংবাদ পাই। গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। এনিয়ে আমরা পুলিশে অভিযোগ জানাচ্ছি।'

যদিও রাজের বাবা জুগনু মোমিন বলেন, 'ছেলে মাঝেমধ্যেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরত। এই নিয়েই ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। কিন্তু ছেলে যে এরকম করবে আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।'

কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

অসুস্থ হয়ে মৃত্যু আলিম পরীক্ষার্থীর

কালিয়াচক, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল মাদ্রাসা বোর্ডের এক আলিম পরীক্ষার্থী। মৃত ছাত্রের নাম হেজাবুল্লাহ (১৬)। বাড়ি কালিয়াচকের নওদা যদুপুর পঞ্চায়েতের নয়াগ্রামে। যদুপুরের ইসলামিয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসায় পড়ত হেজাবুল্লাহ। তার পরীক্ষার সেন্টার ছিল নয়মৌজা সুবহানিয়া হাই মাদ্রাসায়। শনিবার দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা দিয়ে সোমবার অঙ্ক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে হেজাবুল্লাহ। কিন্তু রবিবার আচমকা সে বমি করতে শুরু করে। বমির সঙ্গে রক্তও বের হতে শুরু করে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে।

হেজাবুল্লাহর বাবা নুর ইসলাম বলেন, 'ছেলেকে এভাবে হারাতে হবে, কিছুতেই মেনে নিতে পারছি

হেজাবুল্লাহ।

না। ছেলে ভালো ছিল। সুস্থ ছিল। বাংলা ও ইংরেজি দুটি পরীক্ষাই ভালো দিয়েছিল। রবিবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু এভাবে ছেলে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে, ভাবতেও পারিনি।'

মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন ফোনে বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। অসুস্থতার খবর পেয়েই মাদ্রাসা বোর্ডের একটি প্রতিনিধিদলকে পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা মালদা মেডিকেলের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু সোমবার ওই পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। পরিবারটির পাশে আমরা সবসময় থাকব।'

মাদ্রাসা বোর্ডের সদস্য সাকিলুর রহমান বলেন, 'বোর্ড সভাপতির নির্দেশমতো আমরা পরিবারটির পাশে সবসময় রয়েছি। সোমবার বিকেলে পরীক্ষার্থীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে আমরা উপস্থিত ছিলাম।'

লাইনে মডেল রাজ্যের

প্রথম পাতার পর

গুজরাটের অর্থনীতি নিয়ে অনেকদিনই মাথা ঘামাচ্ছেন ফরাসি নিবন্ধকার ক্রিস্তোফার জাফ্রেলো। আমার মতো তাঁরও প্রশ্ন একই। তিনি সরকারি নানা স্ট্যাটিস্টিক্স ঘেঁটে বলছেন, ২০২২-'২৩ সালে দেশের মানুষের আয়ের তুলনায় গুজরাটের বাসিন্দাদের গড় বেশি। এরই পাশাপাশি কিছু চমকে দেওয়া তথ্য হল, এ রাজ্যের ৭৪ শতাংশ মজুরের কোনও লিখিত নিয়োগপত্র নেই। সেখানে ঠিকা মজুরের দিনপ্রতি আয় ৩৭৫ টাকা। এমনকি বিহারে এর থেকে বেশি পান দিনমজুররা, ৪২৬ টাকা। একমাত্র ছত্তিশগড়ে এই তালিকায় গুজরাটের পিছনে, ২৯৫ টাকা। আরও একটা পরিসংখ্যানে চোখ রাখা যাক।

গতবছরের এপ্রিল-জুনের হিসেব। গুজরাটের বেতনভুক কর্মচারীদের গড়ে বেতন ছিল ১৭,৫০৩ টাকা। বেতনের সর্বভারতীয় গড় ছিল ২১,১০৩ টাকা। এই তালিকায় আমাদের রাজ্যও পিছনে ফেলেছে মোদির রাজ্যকে। কৃষিশ্রমিকের রোজকার রোজগার ২৪২ টাকা। অকৃষি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ২৭৩ টাকা গড়ে। দেশের লিস্টে গুজরাট তলা থেকে দ্বিতীয় স্থানে। নির্মাণশ্রমিকদের গড়ে আয় লিস্টের একেবারে তলা থেকে তৃতীয় স্থানে। আদতে গুজরাটে ধনবান যত, তার বহুগুণ হাভাতেরা। শিল্প বলতে যা লগ্নি হচ্ছে তা বড় বড় পুঁজিনির্ভর, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। ফলে বেকারি মাত্রাছাড়া, চাকরির সুযোগ একান্তই সীমিত।

এইসব শুকনো সংখ্যার কচকচিতে মুখে হাসি ফিরে আসবে না কেতুল প্যাটেলের। মাত্র এক বছর আগে সুরাটে তাঁর ফ্ল্যাট বিক্রি করে আমেরিকায় সপরিবার গিয়েছিলেন বেআইনি পথে। ধরা পড়ে স্ত্রী মিত্তলবেন, ছেলে হেয়াংশের সঙ্গে তিনি হাতে-পায়ে বেড়ি নিয়ে ফিরেছেন অমৃতসরে।

শুভেন্দু সহ ৪ বিজেপি বিধায়ক

প্রথম পাতার পর

তখনই ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী দলনেতা। নিজের আসনে দাঁড়িয়ে এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতির দাবিতে সরব হন অগ্নিমিত্রা। এরপরই ওয়েলে নেমে চিৎকার শুরু করেন শুভেন্দু। অভিযোগ, সেই সময়ই তিনি অধ্যক্ষের আসনের সামনে চলে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কাগজ ছোড়েন। এরপরই বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন। বিজেপির ওয়াকআউটের পর বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে সরব হন তৃণমূল বিধায়করা। বিরোধী দলনেতার আচরণের নিন্দা করে নোটিশ আনেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা অধ্যক্ষের দিকে তেড়ে গিয়ে কাগজ ছুড়ে মেরেছেন। তাই তাঁকে সাসপেন্ড করার দাবিতে সরব হন নির্মলবাবু। এরপরই অধ্যক্ষ বিরোধী দলনেতা ছাড়াও অগ্নিমিত্রা পল, বঙ্কিম ঘোষ ও বিশ্বনাথ কারককে এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন। এই চার বিধায়ক আগামী এক মাস বিধানসভার অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন না।

বিজেপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের প্রতিবাদ যাতে বিজেপি বিধায়করা করতে না পারেন, সেই কারণেই পরিকল্পনামাফিক এই চার বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিজেপি বিধায়কদের আচরণ সংসদীয় আচরণের পরিপন্থী। যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাজেট অধিবেশনের প্রথম থেকেই বিজেপি বিধায়করা সভায় গোলমাল করছিলেন। রাজ্যপালের ভাষণের সময়ও তাঁরা চিৎকার করেছিলেন। বাজেট ভাষণ চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে ওয়াকআউট করেছিলেন। বিজেপি বিধায়করা ক্রমাগত অসংসদীয় আচরণ করছেন। তাঁরা বিধানসভার গরিমা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন।'

জোর করে বধূর জমিতে চাষে বচসা

কুমারগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নিজের কেনা জমিতে স্বামী ও শ্বশুরের জোর করে চাষ করার অভিযোগ তুলে থানার দ্বারস্থ হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে।

কানুরা এলাকার মল্লিকা বিবির সঙ্গে কয়েক বছর আগে জয়দেবপুরের হাবিবুর প্রধানের বিয়ে হয়। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় মল্লিকা বেশ কিছুদিন ধরে বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন। বর্তমানে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি ওই বধূর। এর মধ্যেই শিবরামপুর মৌজায় ৯৬ শতক জমি নিজের নামে কেনেন মল্লিকা। অভিযোগ, রবিবার স্বামী হাবিবুর প্রধান ও শ্বশুর ময়েজউদ্দিন প্রধান ট্র্যাক্টর নিয়ে এসে জোর করে সেই জমিতে চাষ করতে শুরু করেন। বিষয়টি জানতে পেরে বাধা দিতে যান মল্লিকা। সেইসময় তাঁদের সঙ্গে মল্লিকার তীব্র বাতবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে তিনি কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মিস্ত্রি নিহত

কালিয়াচক, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল এক বিদ্যুৎ মিস্ত্রির। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। মৃত তরুণের নাম দিলকাশ গনি (৩২)। বাড়ি কালিয়াচক থানার উত্তর দরিয়াপুর নয়াবস্তি গ্রামে।

সোমবার দুপুরে একটি বাড়িতে বিদ্যুতের কাজ করতে যান গনি। সেইসময় তাঁর বিদ্যুতের শক লাগে। ঘটনায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান। এদিন বিকেল নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায় কালিয়াচক থানার পুলিশ।

মৃতের বাবা নেশু শেখ বলেন, 'আমার ছেলে কারেন্টের মিস্ত্রি ছিল। আজকেও গ্রামেরই একটি বাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিল। হঠাৎ ওর কারেন্ট লেগে যায়। সবাই মিলে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু ছেলেকে বাঁচানো যায়নি।'

নয়ানজুলিতে টোটো

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বেপরোয়া যান চলাচলের জন্য ফের হরিশ্চন্দ্রপুর-চাঁচল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটল। রবিবার গভীর রাতে জাতীয় সড়কের বটতলা এলাকায় বেপরোয়া গতির জন্য একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে উলটে পড়ে। যদিও টোটোতে কোনও যাত্রী না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরে পুলিশের চেষ্টায় নয়ানজুলি থেকে টোটোটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, জাতীয় সড়কে সন্ধে নামলে বেপরোয়াভাবে যান চলাচল করে। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ প্রশাসনকে আরও সতর্ক নজরদারি চালানো উচিত।

ভিড় নিয়ন্ত্রণে

প্রথম পাতার পর

শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, আশপাশের রাজ্যগুলির রেল ও সড়রপথ পুণ্যার্থীদের ভিড়ে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভের শেষ শাহিস্নানে ফের উপচে পড়বে ভক্তদের ভিড়। তার আগে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চাইছে সরকার।

সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরে

শেষ ইনিংসেও দাপট দেখাবে শীত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শেষমুহূর্তে কি বৃষ্টিকে সঙ্গী করে বিদায় নিতে চলেছে শীত? নাকি বৃষ্টিকে সঙ্গী করে আরও একবার স্লগ ওভারে চার-ছক্কা হাঁকাবে ঠান্ডা। এই প্রশ্নটা যখন সকলের মনেই ঘোরাফেরা করছে, ঠিক সেসময় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, মঙ্গলবার থেকে সমতলে মেঘের আনাগোনা শুরু হবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকায় দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি উত্তরের প্রায় সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শনি এবং রবিবার। ওই দু'দিন পাহাড়ে হতে পারে মাঝারি বৃষ্টি। কোথাও কোথাও বজ্রপাত সহ শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।

পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই পালটে যায় সংলগ্ন সমতলের আবহাওয়া। অর্থাৎ সপ্তাহান্তে ফের তাপমাত্রার পতন ঘটতে চলছে হুহু করে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'একটি শক্তিশালী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটার

সোমবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

- গ্যাংটক -১০.০
- দার্জিলিং -১২.০
- শিলিগুড়ি -২৬.৬
- জলপাইগুড়ি -২৮.৩
- কোচবিহার -২৮.১
- আলিপুরদুয়ার -২৭.০
- মালদা-২৯.৬

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)

(তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর)

পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও বৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে শীতের বিদায় ঘটবে।' অর্থাৎ অতীতের মতো বিদায়বেলায় হাড় কাঁপিয়েই, আট মাসের জন্য পাততাড়ি গোটাবে শীত।

গত কয়েকদিনে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাহাড়ে আছড়ে পড়লেও, তার প্রভাবে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি পাহাড়ের বাইরে কোথাও। পাহাড়েও বিক্ষিপ্তভাবেই বৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহের অনুপস্থিতিতে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টেনে আনতে পারেনি ঝঞ্ঝা। ফলে মাসের পর মাস শুষ্ক থেকেছে উত্তরবঙ্গ। দিন-রাতের কুয়াশায় বেড়েছে অস্বস্তি।

তবে এবার স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়ায় ঝঞ্ঝা বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টেনে আনতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ, বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এবার সমতলে সেই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।

নতুন শিক্ষাবর্ষেও চালু হল না জুনিয়ার হাইস্কুল

জয়ন্ত সরকার

১৭ ফেব্রুয়ারি : সব চেষ্টা জলে। নতুন শিক্ষাবর্ষেও চালু করা গেল না বেলবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল। আর এই নিয়ে অভিভাবক এবং একাংশ শিক্ষক একে অপরকে দায়ী করছেন।

বাম জমানায় ২০০৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল বেলবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুলটি। গত কয়েক বছর ধরে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে শুরু করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। ঠিকমতো ক্লাস হয় না, অধিকাংশ শিক্ষক ফাঁকিবাজ। ফলত পড়ুয়া সংখ্যা কমতে কমতে ২০২৪-য়ে শূন্যতে এসে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক, একজন অশিক্ষক কর্মীকে ওই বছর জুলাইয়ে অন্য বিদ্যালয়ে ড্রাফ্ট ট্রান্সফার করা হয়। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে স্কুলটি পুনরায় চালু করার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান, গ্রামবাসী ও শিক্ষকদেরকে নিয়ে বৈঠক করেন গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই মদন বর্মন। তাতেও মেলেনি কোনও সমাধান সূত্র। ফলত স্কুল ২০২৫ শিক্ষাবর্ষেও তালা বন্ধ।

> এসআইয়ের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, সকলকে নিয়ে মিটিং করা হয়েছিল। এলাকার অনেক শিক্ষানুরাগীকে ডাকা হয়েছিল। কোনও অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েকে এই স্কুলে এ বছর ভর্তি করেননি। স্থানীয় মানুষ না চাইলে স্কুল চালু রাখা সম্ভব নয়। আমরা তো জোর করে স্কুল চালাতে পারি না।
>
> **উকিল টুডু**
> ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

অভিভাবক বিমল প্রামাণিক জানান, 'মেয়েকে আমি এবছর কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি করাই। গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুলে একজনও ছাত্রছাত্রী নেই। অধিকাংশ মাস্টারমশাই ফাঁকিবাজ। এই পরিস্থিতিতে আমার মেয়েকে ওই স্কুলে কেমন করে ভর্তি করি?' সমস্যা প্রসঙ্গে গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই মদন বর্মন জানান, 'স্কুলটিকে চালু করার জন্য আমরা অনেক উদ্যোগ নিয়েছিলাম। পারিপার্শ্বিক এলাকায় শিক্ষকদের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাই অভিভাবকরা কোনওভাবেই এই স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তি করতে চাইছেন না। কাছেই উন্নতমানের একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল থাকায় বেশিরভাগ অভিভাবকরা সেই স্কুল বেছে নিয়েছেন। তাই এ বছরও স্কুলটিকে চালু করা সম্ভব হল না।'

মাকে রক্ষা তরুণের

বুনিয়াদপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পারিবারিক বিবাদের জেরে বাবা ও মেয়েকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। চিৎকার শুনে ছেলে ছুটে এসে মাকে প্রাণে বাঁচায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে তাঁকে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বংশীহারী থানার একটি গ্রামে।

অভিযোগ, শনিবার আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ পারিবারিক বিবাদের জেরে বড়হরা গ্রামের সহেলি ফারজানা (৩০) ও তাঁর বাবা লুৎফর রহমান মিলে সহেলির কাকিমা খুশিমা খাতুনকে মারধর করে। একসময় তাঁকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খুশিমা খাতুনের ছেলে সোহেল মিয়াঁ। মাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে রবিবার সন্ধ্যায় বংশীহারী থানায় সোহেল মিয়াঁ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ বলেন,'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পদ্মে বিদ্রোহ

প্রথম পাতার পর

দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ তারাই যেন সর্বেসর্বা হয়ে উঠছেন। কলকাতা আর দিল্লির নেতাদের সংস্পর্শে থেকে পুরোনো বিজেপি নেতা কর্মীদের উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছেন। মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই জেলায় সম্পন্ন হলেও, এখান থেকে যে নাম রাজ্যে পাঠান হল সেখানে সবুজ বিজেপিদের প্রাধান্য পাইয়ে দেওয়া হল। তৃণমূলের মতো এখন বিজেপিতেও আমরা-ওরা প্রবেশ করেছে।

যদিও দলের নীচুতলার এমন অভিযোগ মানতে নারাজ জেলা বিজেপির নেতা অম্লান ভাদুড়ি। তিনি বলেন, 'আমাদের দলের নির্দিষ্ট নিয়মনীতি আছে। তৃণমূলের মতো কাউকে চাইলে কোনও পদে বসিয়ে দেওয়া যায় না। প্রতিটি মণ্ডল থেকে ৫টি করে নাম ঠিক করেন মণ্ডল সদস্যরা। সেখান থেকে জেলা কমিটিতে আসে। জেলা কমিটি থেকে এই ৫জনের মধ্যে ৩জনের নাম চিহ্নিত করা হয় সহমতের ভিত্তিতে। এই নামগুলি পাঠানো হয় রাজ্যে। সেখানেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একজনের নাম নির্ধারিত হয়ে থাকে মণ্ডল সভাপতি হিসেবে। গোটা প্রক্রিয়ায় কোনও প্রশ্নের জায়গা নেই। আর এমন কোনও বিদ্রোহের খবর আমার কাছে নেই।'

দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপির অন্তঃকহল সামনে আসতে কটাক্ষ শুরু করেছে তৃণমূল। তাঁদের অনেকে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করছে। এবিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই। বিজেপির আরও অন্তঃকহল সামনে আসবে।' এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তবে এই বিতর্কের মধ্যেই কুমারগঞ্জে বিজেপির নবনিযুক্ত মণ্ডল সভাপতিদের সংবর্ধিত করলেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। রবিবার বিকেলে বিজেপির তরফে জেলার ১৭টি মণ্ডল সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে কুমারগঞ্জের ৪ জন সভাপতিদের নাম।

হাসপাতালের বেড়ে বসে পরীক্ষা

ইটাহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অসুস্থ পরীক্ষার্থীর জন্য পৃথক কোনও ব্যবস্থা নেই। ইটাহার হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডে অন্য রোগীদের মাঝেই বেড়ে বসে পরীক্ষা দিল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শিবরামপুর হাইস্কুলের ছাত্রী পুতুল বর্মনের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে ইটাহার গার্লস হাইস্কুলে। প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা স্কুলের নির্দিষ্ট হলঘরেই দিয়েছিল সে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে পরের দিন সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে ইটাহার হাসপাতালে পুতুলের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সোমবার তাকে হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডে একাধিক রোগীর মাঝে বসেই পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। পরীক্ষা চলাকালীন ইনভিজিলেটর ও বাইরে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের অবাধে চলাফেরা করতে দেখা গিয়েছে। এই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা প্রীতি পাল বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন আমরা সেখানেই যথাযথ নিরাপত্তা ও সরকারি নিয়ম মেনে পরীক্ষা নিয়েছি।'

Special Leave Petition (Civil) Diary no(s). 46595/2024
In the Supreme Court of India.

In the matter of:
Siliguri Jalpaiguri Development Authority, a statutory body of Urban Development and Municipal Affairs Department, Government of West Bengal, constituted under West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 having its registered office at Tenzing Norgey Central Bus Terminus, Pradhan Nagar, Siliguri-734003.

Vs

Bengal Unitech Universal Siliguri Projects Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at 6, Community Centre. Saket, New Delhi 110017 and also at Horizons Tower 7, Unit Nos. 001 & 002, Action Area III, Major Arterial Road, New Town Rajarhat Kolkata-700160 (within the jurisdiction of this Hon'ble Court).

NOTICE

INVITATION FOR TRANSFER OF LAND MEASURING ABOUT 92.96 ACRES ON LEASE HOLD BASIS FOR THE PERIOD OF 99 YEARS, SITUATED AT MOUZA-DABGRAM, J.L. NO-02, SHEET NO. 16 & 17 WITHIN P.S. RAJGANJ, DIST,-JALPAIGURI, WEST BENGAL (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE SAID LAND").

Pursuant to the order dated 4th February 2025 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Special Leave Petition (Civil) Diary No (5) 46595/2024, offers are Invited along with receipt of deposition of Rs. 50 crores with the registry of Hon'ble Supreme Court of India for the purpose of TOWNSHIP USE in respect of the "said land" on "As is where Is and whatever there is basis" through physical Auction/ open bid process to be conducted by the District Magistrate cum Collector of Darjeeling and Jalpaiguri Districts at Bagdogra, West Bengal on 3rd March, 2025 at 11:00 A.M in presence of Ms. Garima Prasad Ld. Senior Advocate, Hon'ble Supreme Court of India.

The terms & conditions of the transfer of lease hold right in respect of the "Said Land" will be available from the office of the District Magistrate cum Collector Darjeeling and Jalpaiguri Districts as well as from the office of the undersigned on and from 17th February 2025 onwards upto 2nd March 2025 during 10:00 A.M to 05:00 P.M. on working days.

The entire process of the auction shall be placed before the Hon'ble Supreme Court of India with permission for consideration of the bids and passing necessary orders.

No.126/I/Eng/Plg/404/2003(Pt-IV)/SJDA dated 17 February 2025.

Sd/-
Chief Executive Officer
Siliguri Jalpaiguri Development Authority,
Himanchal Vihar, near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010,
Tel. no. 0353-2512922/2515647, E-mail: sjdawb@gmail.com.

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ক্রীড়াসূচি

গ্রুপ 'এ'
ভারত, বাংলাদেশ
নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান

গ্রুপ 'বি'
আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া,
ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
১৯ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	করাচি
২০ ফেব্রুয়ারি	বাংলাদেশ বনাম ভারত	দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুবাই
২১ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	দুপুর ২.৩০ মিনিট	করাচি
২২ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	লাহোর
২৩ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম ভারত	দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুবাই
২৪ ফেব্রুয়ারি	বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	রাওয়ালপিন্ডি
২৫ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	দুপুর ২.৩০ মিনিট	রাওয়ালপিন্ডি
২৬ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম ইংল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	লাহোর
২৭ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ	দুপুর ২.৩০ মিনিট	রাওয়ালপিন্ডি
২৮ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া	দুপুর ২.৩০ মিনিট	লাহোর
১ মার্চ	ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	দুপুর ২.৩০ মিনিট	করাচি
২ মার্চ	ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুবাই

৪ মার্চ	৫ মার্চ	৯ মার্চ
প্রথম সেমিফাইনাল	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল	ফাইনাল
দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুপুর ২.৩০ মিনিট
দুবাই	লাহোর	লাহোর/দুবাই

পাক ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কাঠগড়ায় আইসিসি-ও

করাচি, লাহোরে নেই তেরঙা

লাহোর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির।

এবার বিতর্কের কেন্দ্রে ভারতের জাতীয় পতাকা। ১৯ ফেব্রুয়ারি করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড। আর সেই করাচি স্টেডিয়ামে অংশগ্রহণকারী বাকি সাত দেশের জাতীয় পতাকা থাকলেও দৃষ্টিকটুভাবে নেই ভারতের তেরঙা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও প্রকাশ পাওয়ার পর বিতর্ক তুঙ্গে।

> আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রত্যাবর্তন আমাদের কাছে শুধুমাত্র ম্যাচ আয়োজন নয়, পাক ক্রিকেটের সম্মান পুনরুদ্ধারও। পাকিস্তানের লাখো ক্রিকেটপ্রেমীর আবেগের মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হবে দেশ।
>
> **মহসিন নকভি**
> পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্রধান

একই দৃশ্য লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামেও। গতকাল এক বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বেশ কিছু মানুষের সমাগম হয়েছিল সেখানে। ভারতের পতাকা না থাকার বিষয়টি তাদের চোখে পড়ে। কেউ কেউ ভিডিও পোস্ট করেন সামাজিক মাধ্যমেও। বাকি সাত দেশের পতাকা থাকলেও 'ব্রাত্য' ভারতীয় পতাকা।

লাহোর, করাচির স্টেডিয়ামে অংশগ্রহণকারী বাকি সাত দেশের পতাকা থাকলেও নেই ভারতের জাতীয় পতাকা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। এমনকি যদি ফাইনালে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা ওঠেন, তাহলেও খেতাবি যুদ্ধ লাহোর থেকে সরে দুবাইয়ে হবে। এর পালটা জবাব হিসেবে ভারতীয় পতাকা নিয়ে পাকিস্তানের এহেন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা আইসিসি-র তরফে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আইসিসি অবশ্য দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ, টুর্নামেন্টের চারটি স্টেডিয়ামের ভার এখন সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার হাতে। পিসিবি-র তরফে লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়াম তুলে দেওয়া হয়েছে আইসিসি-র হাতে। সেক্ষেত্রে আইসিসি-র নজর কীভাবে পতাকার বিষয়টিতে এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। যদিও পিসিবি-র যুক্তি, যে দলগুলি পাকিস্তানে খেলবে শুধু তাদের পতাকাই স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে। ভারত যেহেতু দুবাইয়ে নিজেদের ম্যাচ খেলবে তাই টিম ইন্ডিয়ার পতাকা নেই।

এদিকে, আইসিসি ইভেন্ট ঘিরে শুধু বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী দেখছে পাকিস্তান। ৩০ বছর পর বহুদেশীয় কোনও বড় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছে সেখানে। যার হাত ধরে ক্রিকেট-বাণিজ্যের পাশাপাশি ঝিমিয়ে পড়া ট্যুরিজমে অক্সিজেন খুঁজছে তারা। পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি (ইন্টিরিয়র মিনিস্টার ও সিকিউরিটি চিফ) বলেছেন, 'আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রত্যাবর্তন আমাদের কাছে শুধুমাত্র ম্যাচ আয়োজন নয়, পাক ক্রিকেটের সম্মান পুনরুদ্ধারও। পাকিস্তানের লাখো ক্রিকেটপ্রেমীর আবেগের মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হবে দেশ।'

আগামী কয়েক সপ্তাহ পাকিস্তানের জন্য সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। নকভির মতে, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ শুরুর পর পাকিস্তান সুপার লিগ সেদেশের মাটিতে আইসিসি টুর্নামেন্ট প্রত্যাবর্তনের রাস্তা সুগম করেছে। এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে প্রচুর ক্রিকেট-পর্যটকের আগমন ঘটবে। যাঁদের সামনে পাকিস্তান নিয়ে গত কয়েক দশকে তৈরি নেতিবাচক ছবিটা বদলানোই পাখির চোখ পিসিবি-র। পাক ক্যাবিনেটের অন্যতম মন্ত্রী তথা পিসিবি প্রধান নকভির যে প্রত্যাশা কতটা মিটবে, সেটাই এখন দেখার।

'তিন বছর শুধু ম্যাগি খেয়ে কাটিয়েছে দুই ভাই'

বুমরাহ-হার্দিককে আবিষ্কার করার দাবি নীতা আম্বানির

বোস্টন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটের নার্সারি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

যে নার্সারি দেশকে উপহার দিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুণাল পান্ডিয়া, তিলক ভার্মার মতো তারকাকে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে বস্টনে এমনই দাবি করেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালকিন নীতা আম্বানি। যুক্তি, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে প্রতিভা তুলে আনা, তাঁকে সময়, সুযোগ দিয়ে তৈরি করার ওপর বরাবরই জোর দেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তারই সুফল বুমরাহ-হার্দিকরা।

গত এক দশকে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের চমকপ্রদ সাফল্যের অন্যতম কারিগর এই খুঁজে আনা তারকারাই। নীতা বলেছেন, 'দল তৈরিতে আমাদের বাজেট নির্দিষ্ট। এর বেশি কোনও দল খরচ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণে নতুন পন্থা নিতে হয়েছে আমাদের। শুধুমাত্র বড় নাম নয়, প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খুঁজে দলে নেওয়া অগ্রাধিকার পেয়েছে।'

শুনিয়েছেন হার্দিক-ক্রুণালের মতো 'হিরে' খুঁজে পাওয়ার গল্প। নীতা বলেছেন, 'আমি, আমার স্কাউটরা প্রতিটি রনজি ট্রফির ম্যাচে হাজির থাকি। হয়তো এমন ম্যাচে গিয়েছি, যেখানে কাক ছাড়া কেউ নেই গ্যালারিতে। এভাবেই দুজন রোগাপাতলা চেহারার ইয়াং ক্রিকেটারকে পাওয়া। ওদের সঙ্গে কথা বলি আমি। ওরা জানায়, শেষ তিন বছর টাকার অভাবে নাকি প্র্যাকটিসে শুধু ম্যাগি খেয়ে কাটিয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে আবেগ, বড় কিছু করে দেখানোর খিদেও দেখেছিলাম। সেই দুই ভাই হল হার্দিক ও ক্রুণাল। ২০১৫ সালে হার্দিককে ১০ হাজার ডলারে নিয়েছিলাম। আজ দলের অধিনায়ক।'

দুবাইয়ে অনুশীলনের পথে হার্দিক পান্ডিয়া।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হাত ধরে আইপিএলে পা রাখেন বুমরাহও। নীতা বলেছেন, 'এর আগে আমাদের স্কাউটরা অদ্ভুতুড়ে বোলিং অ্যাকশনের এক বোলারকে খুঁজে পায়। রোগাপাতলা, বলকে কথা বলাতে পারে। কিংবদন্তি

> আমাদের স্কাউটরা অদ্ভুতুড়ে বোলিং অ্যাকশনের এক বোলারকে খুঁজে পায়। রোগাপাতলা, বলকে কথা বলাতে পারে। কিংবদন্তি লসিথ মালিঙ্গা ও আমি ওর বোলিং দেখতে গেলাম। মালিঙ্গা বলেছিল, নজরে রাখুন একে। আর এই বোলার আমাদের বুমরাহ।
>
> **নীতা আম্বানি**
> মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন

লসিথ মালিঙ্গা ও আমি ওর বোলিং দেখতে গেলাম। মালিঙ্গা বলেছিল, নজরে রাখুন একে। আর এই বোলার আমাদের বুমরাহ। বাকিটা ইতিহাস। গতবছর এই তালিকায় তিলক ভার্মা। এখন জাতীয় দলের সদস্য। সেদিক থেকে যথার্থ অর্থেই ভারতীয় ক্রিকেটের নার্সারি বলা যায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে।'

প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রী ইভার সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন মোহনবাগানের জেমি ম্যাকলারেন।

ওডিশা ম্যাচে ভরা গ্যালারির ভাবনা বাগানে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হঠাৎই সুনীল ছেত্রীর বেশ কিছুদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার ভাইরাল!

যেখানে সর্বভারতীয় এক পডকাস্টে বেঙ্গালুরু এফসি-র বর্তমান তারকা বলছেন, 'ভারতীয় ফুটবলে সেরা ক্লাব মোহনবাগান। এই নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই।' বাকি সবকিছু ছেঁটে ফেলে এই অংশকে এখন ছড়িয়ে দিতে শুধু সবুজ-মেরুন সমর্থকরাই নয়, এদেশের ফুটবলপ্রিয় সব মানুষই তৎপর। তেমনি ভাইরাল হয়েছে মুম্বই সিটি এফসি-র একটি পোস্টও। যেখানে আগামী ১ মার্চ তাদের বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ম্যাচকে 'বিগেস্ট হোম ম্যাচ' বলে আখ্যা দিয়ে টিকিট বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ওয়েন কোয়েল আবার বেশ কাটাকাটা শব্দে বলে দিয়েছেন, 'মোহনবাগানের মতো বাজেটের দল আমাকে দিন। তাহলে দেখবেন প্রতি বছর আমি লিগ-শিল্ড এনে দেব।' ভালো-খারাপ সব মিলিয়ে কোথায় একটা যেন এবারের আইএসএলে মোহনবাগানের একাধিপত্যকে মেনে নেওয়া। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল যে আজ হোক বা কাল, চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছে, সেই নিয়ে কারওই কোনও দ্বিধা নেই।

> আমাদের কাজ এখনও বাকি। এখনও পরিশ্রম করে যেতে হবে। করে যেতে হবে নিজেদের কাজ।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে আবার ২৩ তারিখ ওডিশা এফসি ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যেই টিকিট ছাড়া শুরু হয়ে গেছে। যা খবর তাতে পুরো ৬০ হাজার টিকিটই বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়েছে ম্যানেজমেন্টের তরফে। বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবও নিজেদের পাতায় পাতায় মাঠ ভরিয়ে দেওয়ার ডাক দিয়েছে। সবমিলিয়ে আগামী রবিবারই নিজেদের ঘরের মাঠে দলের চ্যাম্পিয়নশিপ দেখার জন্য উন্মুখ সদস্য-সমর্থকরা। তাঁদের এই উন্মুখতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পরপর পাঞ্জাব এফসি ও কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে দলের পারফরমেন্স। কোচিতে আহামরি না খেলেও তিন গোলে জয়। অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিধ্বংসী মেজাজে নিজেকে মেলে ধরায় আরও প্রত্যাশা বেড়েছে। এদিনটা ছিল আবার তাঁর বিবাহবার্ষিকী। সামাজিক মাধ্যমে স্ত্রী ইভার সঙ্গে ছবি দিয়ে নিজের আনন্দের দিনটা ভাগ করে নিয়েছেন সবার সঙ্গে। একদিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে ফের প্রস্তুতি শুরু মেগা ওডিশা ম্যাচের। মোলিনা অবশ্য সবসময়ই সতর্কতা অবলম্বন করে বলে চলেছেন, 'আমাদের কাজ এখনও বাকি। এখনও পরিশ্রম করে যেতে হবে। করে যেতে হবে নিজেদের কাজ।'

সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া বাকিরা সকলেই ফিট। নিশ্চিতভাবেই বাড়তি শক্তি নিয়ে রবিবার ঝাঁপাবে মোহনবাগান।

আয়ের নিরিখে শীর্ষে রোনাল্ডো

নিউ ইয়র্ক, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রেকর্ড যেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পিছনে ছোটে। বয়স চল্লিশের ঘরে। অথচ ব্র্যান্ড ভ্যালু এতটুকু কমেনি পর্তুগিজ মহাতারকার। সম্প্রতি এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, গত একবছরে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী ক্রীড়াবিদ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ২০২৪ সালে তাঁর মোট উপার্জনের পরিমাণ ২৬০ মিলিয়ন ডলার। এরমধ্যে আল নাসেরের হয়ে খেলে শুধু ২১৫ মিলিয়ন ডলার রোজগার করেছেন তিনি।

আয়ের নিরিখে বিশ্বের প্রথম দশজন ক্রীড়াবিদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাস্কেটবল কিংবদন্তি স্টিভেন ক্যারি। তাঁর মোট উপার্জনের পরিমাণ ১৫৩.৮ মিলিয়ন ডলার। এই তালিকায় রোনাল্ডোর থেকে অনেকটাই পিছনে রয়েছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি। তিনি চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। তাঁর মোট রোজগারের পরিমাণ ১৩৫ মিলিয়ন ডলার।

এছাড়া ক্রীড়াবিদদের মধ্যে আয়ের নিরিখে প্রথম দশে রয়েছেন নেইমার, করিম বেঞ্জেমা ও কিলিয়ান এমবাপেরা। ষষ্ঠ স্থানে থাকা নেইমারের গত একবছরে মোট উপার্জন ১৩৩ মিলিয়ন ডলার। ১১৬ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে অষ্টম স্থানে রয়েছেন ফরাসি তারকা করিম বেঞ্জেমা। তার ঠিক পরেই রয়েছেন আরেক ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর মোট উপার্জন ১১০ মিলিয়ন ডলার।

ভারত দৌড়াবে সামি ছন্দে থাকলে : বালাজি

চেন্নাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শুরু হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই বৃহস্পতিবার থেকে দুবাইয়ের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করে দেবে টিম ইন্ডিয়া।

রোহিত শর্মাদের মাঠে নামার আগে বারবার সামনে আসছে দলের সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতির বিষয়টি। বুমরাহর অনুপস্থিতির কারণে কি ভারতীয় বোলিং দুর্বল হয়ে যাবে? মহম্মদ সামি কি পারবেন বুমরাহর অভাব মেটাতে? প্রশ্ন অনেক। আপাতত সদুত্তর নেই।

> সামির মতো অভিজ্ঞর সঙ্গে জুটি বেঁধে বল করার সময় হর্ষিত-অর্শদীপরাও আত্মবিশ্বাস পাবে। সামিও ওদের থেকে সেরাটা বার করে আনতে পারবে।
>
> **লক্ষ্মীপতি বালাজি**

এমন অবস্থায় আজ সামির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজি। তাঁর মনে হচ্ছে, সামি যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুতেই বল হাতে ছন্দ পেয়ে যান, তাহলে টিম ইন্ডিয়া দৌড়াবে। আর সেই দৌড় থামবে খেতাব জয়ের মধ্যে দিয়েই। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বালাজি আজ বলেছেন, 'ভারত বরাবরই শক্তিশালী দল। কিন্তু দলের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স হয়তো তেমন ভালো নয়। উপরি হিসেবে বুমরাহ চোটের কারণে নেই দলে। তারপরও অভিজ্ঞ সামির উপর আস্থা রয়েছে আমার। বিশ্বাস করি, ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা ও ক্ষমতা রয়েছে সামির।'

কেন সামিকে নিয়ে এমন আশার কথা শুনিয়েছেন বালাজি, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। বালাজির কথায়, 'বুমরাহর আন্তর্জাতিক অভিষেকের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে সামির। ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করেই জাতীয় দলে ফিরেছে ও। এবার সামির দায়িত্ব হল ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার। আমি নিশ্চিত সামি পারবে।' সামির সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন আরও দুই পেসার। হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিংরাও যথেষ্ট যোগ্য বলেই মনে করছেন বালাজি। সামির সঙ্গে জুটিতে অর্শদীপ নাকি হর্ষিত, কাকে খেলতে দেখা যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে বালাজির মনে হচ্ছে, 'সামির মতো অভিজ্ঞর সঙ্গে জুটি বেঁধে বল করার সময় হর্ষিত-অর্শদীপরাও আত্মবিশ্বাস পাবে। সামিও ওদের থেকে সেরাটা বার করে আনতে পারবে।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচেই ভারতের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ। সেই ম্যাচের আগে সামির জন্য বালাজির পরামর্শও রয়েছে। ইনিংসের শুরুতেই বিপক্ষ শিবিরে ধাক্কা দেওয়ার কাজটা সামিকেই শুরু করতে হবে, বলছেন বালাজি। তাঁর কথায়, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বড় প্রতিযোগিতা। এমন প্রতিযোগিতার আসরে বিপক্ষ শিবিরে শুরুতেই ধাক্কা দেওয়া গেলে বাকি কাজটা সহজ হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত, এক বছর পর চোট সারিয়ে ফিরে বল হাতে সামি সেই কাজটা করে দেবে। মনে রাখবেন, ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের আসরে সামি সুযোগ পাওয়ার পর বুমরাহ দলে রয়েছেন বলে মনেই হয়নি।'

৮ বছর বয়স থেকে একা লড়াই রাহানের

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ৩৬ রানের ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির উত্থান।

বিরাট কোহলির অবর্তমানে পরের টেস্টেই অধিনায়কোচিত শতরানে বদলে দিয়েছিলেন সিরিজের ভাগ্য। আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে প্রথম টেস্ট সিরিজ (২০২০-'২১) জেতার ইতিহাস গড়েছিল ভারত। মাঝে বেশ কয়েক বছর পার। বদলেছে অনেক কিছু। সেদিনের সফল অধিনায়ক আজ ভারতীয় দলের বাইরে।

অবশ্য গত বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ডাক পেয়েছিলেন রাহানে। তবে বাইশ গজে নয়, দায়িত্বটা কমেন্ট্রি বক্সে। বড় অঙ্কের প্রস্তাব থাকলেও ফিরিয়ে দেন। মুম্বই রনজি ট্রফি দলের অধিনায়ক রাহানে বলেছেন, 'বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব। বিশাল অঙ্কের অর্থও ছিল। কিন্তু যেহেতু নিজে এখনও খেলছি, তাই সতীর্থদের পারফরমেন্সের কাটাছেঁড়া সঠিক মনে হয়নি আমার কাছে।'

দীর্ঘদিন দলের বাইরে থাকলেও হতাশ নন। লড়াই জারি। বিদর্ভের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ রনজি ট্রফিতে এদিন দল নিয়ে নেমেও পড়েছেন রাহানে। টানা দ্বিতীয়বার রনজি জয়ে চোখ। প্রথমদিনের শেষে বিদর্ভ

ফের তোপ আগরকারকে

অবশ্য ৩০৮/৫ স্কোরে পৌঁছে ভালো জায়গায় রয়েছে। দলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাফল্যে টিম ইন্ডিয়ার দরজা খোলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আজিঙ্কা। আসলে লড়াইটা মজ্জাগত। ছোট্ট থেকে ক্রিকেট কিটস নিয়ে একাকী লড়াই শুরু।

নিজের জীবনযুদ্ধের অজানা কাহিনী নিয়ে রাহানে বলেছেন, 'ডোম্বিভালি থেকে প্রতিদিন ট্রেনে চেপে একাই প্র্যাকটিসে যেতাম। বাবার অফিস থাকত। তাই আট বছর বয়স থেকেই একা যাতায়াত। বাবার মাইনে খুব বেশি ছিল না। মা তাই বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ করত। যা কখনও ভুলিনি। তাই পা সবসময় মাটিতে থাকে। অর্থ-খ্যাতি সবই ক্রিকেটের হাত ধরে পাওয়া।'

লাজুক, মিতভাষী। জবাব দিতে পছন্দ করেন ব্যাট হাতে। সেই রাহানেই ফের তোপ দাগলেন অজিত আগরকারদের বিরুদ্ধে। দাবি, টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়ার পর ফোন করে জানানোর ন্যূনতম সৌজন্য দেখায়নি। 'অনেকে বলেছিল কথা বলতে। কিন্তু উলটো দিকে যাঁরা (পড়ুন আগরকার) রয়েছেন, তাঁরা কথা বলতে রাজি হলে তবেই আলোচনা সম্ভব। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর যেভাবে বাদ দেওয়া হয়, তা মানতে কষ্ট হচ্ছিল। নিজেকে তৈরি রাখতে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলাম। নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। ভেবেছিলাম অন্তত গোটা ২-৩টি সিরিজে সুযোগ পাব। কিন্তু ভারতীয় দলে আমার অবদান, অভিজ্ঞতা গুরুত্ব পায়নি,' অভিযোগ রাহানের।

রনজির অন্য সেমিফাইনালে গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রথমদিনের শেষে কেরল ৪ উইকেটে ২০৬ রান তুলেছে।

রিজার্ভ বেঞ্চ পার্থক্য গড়ে দিল : অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলের ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ডার্বি জয়।

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে 'নিরুত্তাপের ডার্বি'-তে জ্বলে উঠেছিল লাল-হলুদ মশাল। দ্বিতীয়ার্ধে দুই 'সুপার সাব' সাউল ক্রেসপো ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন।

ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ নিজেও মেনে নিয়েছেন রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়রা পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন। ম্যাচের পর লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'আমাদের রিজার্ভ বেঞ্চ ম্যাচের ফয়সালা করে দিয়েছে। সাউল ও ডেভিড বেঞ্চ থেকে নেমে গোল করেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই জিনিসটাই অনুপস্থিত ছিল।' আইএসএলে প্রথমবার ডার্বি জেতার প্রতিপক্ষ দলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অস্কার। তিনি বলেছেন, 'ডার্বি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচের সঙ্গে দুইটি ক্লাবের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সমর্থকদের আবেগ জড়িয়ে থাকে। ম্যাচ হারলেও মহমেডানের প্রশংসা করতে হবে। ওরা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও এদিন ভালো ফুটবল খেলেছে।'

গত ডার্বিতে নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং লাল কার্ড দেখেছিলেন। এদিন কিন্তু দুই তারকাই দুরন্ত ফুটবল উপহার দিলেন। মহমেডানের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের খাতাটাই খুললেন মহেশ। ভাগ্য সহায় থাকলে আরও একটি গোল পেতে পারতেন তিনি। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন মহেশ। কোচ অস্কারও নন্দ-মহেশের প্রশংসা করে বলে গেলেন, 'প্রথম ডার্বিতে নন্দ ও মহেশ লাল কার্ড দেখে দলকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। ফলে আমাদের ৯ জনে খেলতে হয়েছিল। এইদিন কিন্তু ওরা তার প্রায়শ্চিত্ত করল।' ম্যাচের পর মহেশ বলে গেলেন, 'গোল করার থেকেও দলের জয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই জয়ের পর আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে।'

এদিকে ডার্বি হারলেও দলের খেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। তিনি বলেছেন, 'শুরুটা আমরা ভালোই করেছিলাম। তবে গোল খাওয়ার পর সমস্যা তৈরি হয়। হারলেও দল লড়াই করেছে। দুইটি গোল হজম করার পর একটা গোলশোধ করেছিলাম। এটাও ভালো দিক।'

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের তিন নায়ক- নাওরেম মহেশ সিং, ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও সাউল ক্রেসপো (বাঁ দিক থেকে)।

সেল্টিকের সামনে অপ্রতিরোধ্য বায়ার্ন

মিউনিখ ও মিলান, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফ পর্বের দ্বিতীয় লেগে মঙ্গলবার রাতে নামবে বায়ার্ন মিউনিখ। প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ডের ক্লাব সেল্টিক এফসি। প্রথম লেগে সেল্টিকের ঘরের মাঠে তাদেরকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল জার্মান জায়েন্টার। ডায়জেন মায়েদা ৭৯ মিনিটে গোল করে স্কটিশ ক্লাবের আশা বাঁচিয়ে রাখেন। তবে ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ এরিনায় বায়ার্ন মিউনিখকে হারানো যে কতটা কঠিন তা স্পষ্ট হয়ে যায় পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে। চলতি মরশুমে ঘরের মাঠে মাত্র ১টি ম্যাচ হেরেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। সেটাও গত বছরের ডিসেম্বরে জার্মান কাপে বেয়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ঘরের মাঠে শেষ

১ গোলের ঘাটতি মিটিয়ে শেষ ষোলোয় চোখ মিলানের

২০ ম্যাচ হারেননি টমাস মুলাররা। একই সঙ্গে শেষ ১৭ মরশুমে টানা শেষ ষোলোয় উঠেছে বায়ার্ন। তারা চলতি মরশুমে বুন্দেশলিগায় ২২ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে। হেরেছে মাত্র একটি ম্যাচ এবং দুইয়ে থাকা লেভারকুসেনের থেকে এগিয়ে ৮ পয়েন্টে।

মাত্র ১ গোলে পিছিয়ে থাকলেও বায়ার্নের বিরুদ্ধে সেল্টিকের কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন হতে চলেছে। জার্মানিতে তাদের অতীত পারফরমেন্সও যথেষ্ট খারাপ। চলতি মরশুমে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৭-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ব্র্যান্ডন রজার্সের দলকে। তবে ঘরোয়া লিগে দুরন্ত পারফরমেন্সই সেল্টিকের একমাত্র আশা। স্কটিশ লিগে শেষ ম্যাচে ডান্ডি ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে সেল্টিক এবং ২৬ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষে রয়েছে। বায়ার্নের ইংলিশ গোলমেশিন হ্যারি কেনকে শান্ত রাখাই সেল্টিকের প্রধান লক্ষ্য হতে চলেছে। কেন প্রথম লেগে গোল করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথম ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে ৬০ গোলের নজির ছুঁয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে এসি মিলান নামবে ফেনুর্দের বিরুদ্ধে। প্রথম লেগে ০-১ গোলে হেরেছিল ইতালিয়ান ক্লাবটি। সেই ১ গোলের ব্যবধান মুছে শেষ ষোলোয় উঠতে দলের প্রত্যেক ফুটবলারের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করেন কাইল ওয়াকার। তাঁর মন্তব্য, ‘শুধু স্ট্রাইকাররা নয়, গোলের জন্য দলের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমরা জিততে পারব।’ ম্যাচ জিতলে চলতি দশকে মাত্র দ্বিতীয়বার শেষ ষোলোয় পা রাখবে মিলানের ক্লাব।

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

এসি মিলান বনাম ফেনুর্দ
রাত ১১.১৫ মিনিট

বেনফিকা বনাম মোনাকো
আটালান্টা বনাম ক্লাব ব্রাগ
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম সেল্টিক
রাত ১.৩০ মিনিট

সোনি টেন নেটওয়ার্কে

সেল্টিক ম্যাচের প্রস্তুতিতে বায়ার্ন মিউনিখের টমাস মুলার। সোমবার।

ডব্লিউপিএলে আজ

গুজরাট জায়েন্টস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

রেণুকা-জর্জিয়ার ৩ উইকেট

ভদোদরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গুজরাট জায়েন্টস ২০১ রান তুললেও নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছিলেন রেণুকা সিং ঠাকুর। সোমবার বেঙ্গালুরুর দ্বিতীয় ম্যাচে শুধু কৃপণ বোলিং নয়, তিন উইকেট শিকার করে রেণুকা (২৩/৩) ব্যাকফুটে ঠেলে দেন দিল্লি ক্যাপিটালসকে। যোগ্য সংগত করলেন জর্জিয়া ওয়েরহ্যাম (২৫/৩) ও কিম গার্থ (১৯/২)। ত্রয়ীর দাপটের মাঝে একমাত্র জেমিমা রডরিগেজ (৩৪) কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। মেগ ল্যানিংয়ের (১৭) সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৫৯ রানের জুটিও গড়েছিলেন। তারপরও দিল্লি ১৯.৩ ওভারে ১৪১ রানে অল আউট হয়। শেফালি ভার্মা ০ রানে আউট হন। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আরসিবি ৭ ওভারে বিনা ৬৬ রান তুলেছে। ক্রিজে অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার (৩৭) সঙ্গে ড্যানি ওয়াট-হজ (২৭)।

শারজায় মহিলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শারজায় পিঙ্ক লেডিজ কাপে খেলবে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। টুর্নামেন্ট হবে ২০ থেকে ২৬ জানুয়ারি ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে। এই টুর্নামেন্টে ভারত খেলবে জর্জন (২০ ফেব্রুয়ারি), রাশিয়া (২৩ ফেব্রুয়ারি) ও কোরিয়া রিপাবলিকের (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিপক্ষে। ভারতীয় দল অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দল শারজার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ১৮ তারিখ। দলের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী এদিন ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেন।

দলে যাঁরা সুযোগ পেলেন

গোলকিপার ঃ এলেঙ্গবান পানথোই চানু, পায়েল বাসুদে, শ্রেয়া হুডা

ডিফেন্ডার ঃ অরুণা বাগ, কিরণ পিসদা, মার্টিনা থকচোম, নির্মলা দেবী, পূর্ণিমা কুমারী, সঞ্জু, সিল্কি দেবী, সুইটি দেবী

মিডফিল্ডার ঃ বাবিনা দেবী, ড্যাংমাই গ্রেস, মৌসুমি মুর্মু, প্রিয়দর্শিনী সেল্লাদুরাই, প্রিয়াংকা দেবী, রতনবালা দেবী

স্ট্রাইকার ঃ করিশ্মা শিরভোইকর, লিন্ডা কম, মনীষা, রেণু, সন্ধ্যা রঙ্গনাথন ও সৌম্যা গুগুলোথ।

সেরা জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাথলেটিক্স মিটে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। রানার্স কোচবিহার।

পাকিস্তান ফেভারিট : মহম্মদ ইউসুফ

যুবরাজের ভরসা শুভমান-সামি

নয়াদিল্লি ও লাহোর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বুধবার শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। বৃহস্পতিবার রোহিত শর্মার ভারতের প্রথম ম্যাচ। যেখানে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

এসবকে ছাপিয়ে এখন থেকেই রবিবারের মহারণের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেট দুনিয়ায় ইন্দো-পাক মহারণের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে চলছে আলোচনা ও জল্পনা। কেউ এগিয়ে রাখছেন টিম ইন্ডিয়াকে। আবার কারও বাজি পাকিস্তান। ইমরান খানের দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ ইউসুফ যেমন আজ এক ইউটিউব চ্যানেলে দাবি করেছেন, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির রবিবারের মহারণে ফেভারিট পাকিস্তান। কেন? নিজের মতো করে যুক্তি দিয়ে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ইউসুফ বলেছেন, ‘ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজে দল হিসেবে দারুণ খেলেছি আমরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে আমাদের দল হিসেবে ছন্দ ধরে রাখতে হবে। বর্তমান পাকিস্তান দলের যা ভারসাম্য ও শক্তি, আমি বিশ্বাস করি ভারতকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে তো বটেই, আমার মনে হয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেভারিট দল পাকিস্তান।’

প্রাক্তন পাক অধিনায়কের পর্যবেক্ষণ বাস্তবে সফল হবে কি না, আগামী রবিবারই প্রমাণ হয়ে যাবে। তার আগে আজ সমাজমাধ্যমে ভারত-পাক মহারণ নিয়ে যুবরাজ সিং ও শাহিদ আফ্রিদির জোরদার লেগে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা যুবরাজের মনে হচ্ছে, রবিবারের ভারত-পাক মহারণে ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দেবেন শুভমান গিল। আর বল হাতে ম্যাচ জেতাবেন মহম্মদ সামি। অন্যদিকে, আফ্রিদির মনে হচ্ছে পাকিস্তান জিতবে রবিবারের মহারণ। আর সেই ম্যাচে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি রান করবেন বাবর আজম। আর বল হাতে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙবেন তাঁর জামাই শাহিন শা আফ্রিদি। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের কথায়, ‘রবিবার দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে। আর সেই ম্যাচে পাকিস্তানই জিতবে বলে আমার বিশ্বাস। ব্যাট হাতে ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান করবে বাবর। আর বল হাতে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙবে শাহিন।’

আফ্রিদির মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন যুবরাজ। প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডারের মনে হচ্ছে, রবিবারের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া নিশ্চিত ফেভারিট। যুবরাজের কথায়, ‘রবিবার ফেভারিট হিসেবে ভারতই শুরু করবে। আর দলের হয়ে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি রান করবে শুভমান। বল হাতে পাকিস্তানকে ভাঙবে সামি। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।’ প্রাক্তনদের পূর্বাভাসের যুদ্ধের আবহে রবিবারের ভারত-পাক মহারণের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত কোন পথে যায়, সেটাই দেখার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে অনুশীলনে বাবর আজম। সোমবার।

> রবিবার দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে। আর সেই ম্যাচে পাকিস্তানই জিতবে বলে আমার বিশ্বাস। ব্যাট হাতে ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান করবে বাবর। আর বল হাতে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙবে শাহিন।
>
> **শাহিদ আফ্রিদি**

পছন্দের খাবারের সন্ধানে কোহলি

দুবাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : একজন ডুবে নিবিড় অনুশীলনে। অন্যজন অনুশীলনে ডুবে থাকার মাঝেই পছন্দের খাবারের সন্ধানে!

দুবাইয়ে জমে উঠেছে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন। রবিবার প্রস্তুতির শুরুতেই আচমকা বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। তবে সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে বাস থেকে নামার সময় তাঁর হাঁটুতে কোনও ব্যান্ডেজ ছিল না। তবে প্র্যাকটিসে তিনি সতর্ক ছিলেন।

আজ দ্বিতীয় দিনের অনুশীলনে সবার নজরে ছিলেন জোরে বোলার মহম্মদ সামি। দলের বোলিং কোচ মরনি মরকেলের নজরদারিতে দীর্ঘসময় বোলিং চর্চা সারলেন সামি। ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টা দেখা গিয়েছে তাঁর বোলিং অনুশীলনে। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর

মরকেলের ক্লাসে সামি

বিদেশের মাটিতে সাফল্যের স্বপ্নে ডুবে থাকা ভারতীয় দলও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাধ্যমে নয়া শুরু চাইছে।

সেই লক্ষ্যপূরণ হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ব্যর্থতার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের জন্য রয়েছে একঝাঁক নির্দেশিকা। যার মধ্যে অন্যতম হল, দলের সঙ্গে পছন্দের রাঁধুনি নিয়ে বিদেশ সফরে যেতে পারবেন না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বোর্ডের এমন নির্দেশের কারণেই বিরাট কোহলি তাঁর রাঁধুনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে তাঁকে এখন মাঠের বাইরে থেকে পছন্দের খাবার আনাতে হচ্ছে।

গতকাল দুবাই ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শেষের দিকে এমন অভিনব দৃশ্য দেখা গিয়েছে। যেখানে অনুশীলনের প্রায় শেষ পর্বে আচমকাই কোহলি দলের ম্যানেজার ও স্থানীয় এক ক্রিকেট কর্তাকে ডেকে নেন। তাঁদের পছন্দের খাবার নিয়ে আসার অনুরোধ করেন। দ্রুত ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিছু সময় পর ভারতীয় দলের অনুশীলনের শেষে দেখা যায়, বিরাট মাঠের ধারে প্যাকেট থেকে বার করে কিছু খাবার খাচ্ছেন। এমন দৃশ্য থেকে স্পষ্ট, অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি হওয়া নির্দেশিকা দলের অন্দরে ভালোরকম প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের একটি অংশ থেকে দাবি করা হচ্ছে, এভাবে বাইরে থেকে পছন্দের খাবার মাঠে আনিয়ে বোর্ড ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে বিশেষ বার্তা দিতে চাইছেন বিরাট।

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব থাকবে মহম্মদ সামির ওপর।

সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে বাস থেকে নামার সময় ঋষভ পন্থের হাঁটুতে ছিল না ব্যান্ডেজ।

গোলের পর নেইমার।

স্যান্টোসের হয়ে গোল পেলেন নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্যান্টোসের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে গোলের দেখা পেলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে সাও পাওলোর বিরুদ্ধে ১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন তিনি। স্যান্টোস ম্যাচটি জিতেছে ৩-১ ব্যবধানে।

গোল পেলেও পুরো সময় মাঠে ছিলেন না এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। এমনিতেই দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। সৌদি প্রো লিগের দল আল হিলালের হয়ে প্রায় পুরো সময়টাই চোটের জন্য মাঠের বাইরে সময় কাটিয়েছেন তিনি। গত মাসে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি ভঙ্গ করে ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসে ফিরে এসেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, স্যান্টোসের হয়ে খেললেও ইউরোপে ফিরতে মরিয়া নেইমার। স্যান্টোসের সঙ্গে তাঁর ছয় মাসের চুক্তি রয়েছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও একবার বার্সেলোনার জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করতে চান। ২০১৩ সালে স্যান্টোস ছেড়ে তিনি বার্সায় যোগ দেন। কাতালান ক্লাবটির হয়ে ১৮৬ ম্যাচে ১০৫ গোল করেছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে বার্সার ট্রেবল জয়ী দলের অন্যতম সদস্য নেইমার। তবে ২০১৭ সালে তিনি প্যারিস সাঁ জাঁ-তে যোগ দেন। আপাতত নেইমারের লক্ষ্য স্যান্টোসের হয়ে দুরন্ত পারফর্ম করা। যাতে নতুন মরশুমে তিনি ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

কেন বাদ, বুঝছেন না যশস্বীর কোচ

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ওডিআই ম্যাচ না খেলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ডাক।

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর আরও এক আইসিসি টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। যদিও শুরুর আগেই স্বপ্নভঙ্গ। টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের বাড়তি স্পিনার নেওয়ার ভাবনায় চূড়ান্ত দল থেকে বাদ। বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে দুবাইগামী দলে জায়গা হয়নি যশস্বী জয়সওয়ালের। যে পদক্ষেপের জুতসই কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না তরুণ ব্যাটারের কোচ জোয়ালা সিং।

এক সাক্ষাৎকারে যশস্বীর কোচ বলেছেন, ‘আমার ধারণা, অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজের পারফরমেন্সের সুবাদেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ পেয়েছিল। রোহিত শর্মাকেও একাধিকবার বলতে শুনেছি, যশস্বী খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। অথচ প্রাথমিক দলে থাকলেও চূড়ান্ত দলে কেন ওর নাম নেই, কারণ আমার বোধগম্য নয়। তবে নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত মানতে হবে। ওরা টিম কম্বিনেশন নিয়ে কী ভাবছে, কী চাইছে তাকে সম্মান জানানো প্রয়োজন। অল্প বয়স। আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে ওর সামনে। আবারও সুযোগ আসবে। যার অপেক্ষায় পরিশ্রম করে যেতে হবে যশস্বীকে।’

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওডিআই-অভিষেকও হয়। যার হাত ধরে তিন ফর্ম্যাটেই জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর বৃত্ত সম্পূর্ণ। যদিও খুশিটা ক্ষণস্থায়ী। পরের দুই ম্যাচে জায়গা হয়নি। ছাঁটাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকেও। জোয়ালা বলেছেন, ‘অভিষেক ম্যাচ। ১৫ রানের চেয়ে হয়তো বেশি করতে পারত। কিন্তু ক্রিকেট এমনই। হাজারো চ্যালেঞ্জ। ওর কাছে ওডিআই ফর্ম্যাট নতুন করে শেখার মঞ্চ। ব্যর্থতা মানে নিজেকে নতুনভাবে তৈরির দরকার। প্রয়োজন নিজের স্কিলের উন্নতিরও। আমি নিশ্চিত, সুযোগ আসবে। প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তৈরি থাকতে হবে পরের সুযোগের জন্য।’ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নয়া ধাক্কা সরিয়ে রাখলে পারফরমেন্স গ্রাফ চোখে পড়ার মতো। ২০২৩ সালে অভিষেক। ২ বছরের মধ্যে টেস্টে দলের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছেন। ছাত্রের যে সাফল্যে গর্বিত জোয়ালা বলেছেন, ‘২০২৩ থেকে যেভাবে এগিয়েছে, আমি খুশি। অভিষেক টেস্টে ১০০। দ্বিশতরানও করেছে। গড়েছে একাধিক নজিরও। সফল অস্ট্রেলিয়া সফরেও। টেস্ট ফর্ম্যাটে যথেষ্ট সফল। বড় স্কোর রয়েছে টি২০-তেও। ওই সাফল্যে কোচ হিসেবে আমি গর্বিত।’

> অভিষেক ম্যাচ। ১৫ রানের চেয়ে হয়তো বেশি করতে পারত। কিন্তু ক্রিকেট এমনই। হাজারো চ্যালেঞ্জ। ওর কাছে ওডিআই ফরম্যাট নতুন করে শেখার মঞ্চ। ব্যর্থতা মানে নিজেকে নতুনভাবে তৈরির দরকার। প্রয়োজন নিজের স্কিলের উন্নতিরও। আমি নিশ্চিত, সুযোগ আসবে।
>
> **জোয়ালা সিং,** যশস্বীর কোচ

লাল কার্ড দেখার জন্য বেলিংহাম দায়ী : ফ্লিক

মাদ্রিদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ওসাসুনার বিরুদ্ধে রেফারির সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেছেন রিয়াল তারকা জুডে বেলিংহাম। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, রেফারির উদ্দেশে তিনি অশ্লীল কথাবার্তা বলেছেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রিয়াল তারকা। এদিকে, বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক মনে করেন, বেলিংহামের দোষ রয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘এই ঘটনার জন্য বেলিংহাম নিজেই দায়ী। আমি সবসময় খেলোয়াড়দের বলি রেফারির সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট না করতে। কারণ, একমাত্র দলের অধিনায়ক কেবল রেফারির সঙ্গে কথা বলতে পারেন। রেফারির সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখে দলকে বিপদে ফেলার কোনও মানে হয় না।’

e-Tender Notice

Memo no-185/Baz-II/15th FC/2025, e-Tender no-14/2024-25, Dated 17/02/2025 (15th FC, Tied) Memo no- 186/ Baz-II/15th FC/2025, e-Tender no-15/2024-25 Dated-17/02/2025 (15th FC, Tied) Memo no- 187/ Baz-II/15th FC/2025, e-Tender no-16/2024-25 Dated-17/02/2025 (15th FC, Tied) Memo no- 188/ Baz-II/15th FC/2025, e-Tender no-17/2024-25 Dated-17/02/2025 (15th FC, Tied)

You are requested to take necessary action for publication of the enclosed e Tender Notice in your daily news paper in an early date. 18/02/2025

Prodhan
Bazargaon- II Gram Panchayat
Bazargaon, Karandighi U/D

জাতীয় সফটবলে মালদার ১০ জন

মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ২২ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সফটবল। সেই প্রতিযোগিতায় বাংলা পুরুষ দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন মালদার কৌশিক সাহা, তন্ময় বিশ্বাস, সোনারুল ইসলাম, বিবেক মণ্ডল ও অমিত পাল। দলের কোচের দায়িত্বে মালদার মুরসালেম শেখ। মহিলা দলে জায়গা করেছেন মালদার কিরণ দাস, রিয়া রায়, কুলসুম পারভিন, সুনীতা চৌধুরী ও নিশা মণ্ডল। এই দলেও কোচ হয়েছেন মালদার সুস্মিতা কর।

জেলা সফটবল সংস্থার সচিব অসিত পাল বলেছেন, ‘এর আগে মালদা জেলা থেকে জাতীয়স্তরের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপেও মালদার খেলোয়াড়রা বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিল। এবার সিনিয়ার দলে মালদার ছেলেমেয়েরা জায়গা করে নিল। মালদা জেলায় সফটবল খেলার তেমন কোনও পরিকাঠামো নেই। আপাতত আমরা মালদা বিমানবন্দরের অস্থায়ী মাঠেই অনুশীলন করছি। সফটবল খেলায় মালদার ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে রাজ্য সংস্থা থেকে গত বছর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসনও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করছে। আশা করছি, আগামীদিনে মালদা জেলায় সফটবল খেলার স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হবে।’

বাংলার সফটবল দলে সুযোগ পাওয়ার পর মালদার প্রতিনিধিরা।

উত্তরের খেলা

৪ উইকেট রাহুলের

কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১৮ রানে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে দিনহাটা ৩১.২ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়। শুভঙ্কর ভৌমিক ৩১ রান করেন। অরিন্দমকুমার সেন ৫৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে শংকর ২৬.১ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায়। অনীক পাল ৪৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাহুল সাউ ২৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে নিউটাউন ইউনিট ও রাজারহাট ফ্রেন্ডস ইউনিট।

রানার্স ট্রফি নিয়ে কোচবিহার মাস্টার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

রানার্স কোচবিহার মাস্টার্স

কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গ মাস্টার্স ক্রীড়ায় রানার্স হল কোচবিহার মাস্টার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে তাঁরা ১৩২ পয়েন্ট পেয়েছে। ২১০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন আয়োজকরা। কোচবিহার মাস্টার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোচবিহারের ১৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। *ছবি : শিবশংকর সূত্রধর*

জয়ী এনবিসি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : লেজেন্ড ক্রিকেট লিগে সোমবার এনবিসি ক্লাব ৫৬ রানে শান্তিনগর মাদার ইন্ডিয়া ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে এনবিসি ১১৮ রানে অল আউট হয়। জবাবে মাদার ইন্ডিয়া ৬২ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা তাপস নার্জিনারি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা সুনিত মল্লিক - কে 09.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67K 07841 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কারোর বয়স যতই হোক না কেন ডিয়ার লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার সুবর্ণ একটি সুযোগ প্রদান করছে। আমি সবাইকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবো, কারণ এটি সাধারণ মানুষের জীবনকে খুব আশ্চর্যজনক উপায়ে পরিবর্তন করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।